শিক্ষায় শিক্ষানবিশী

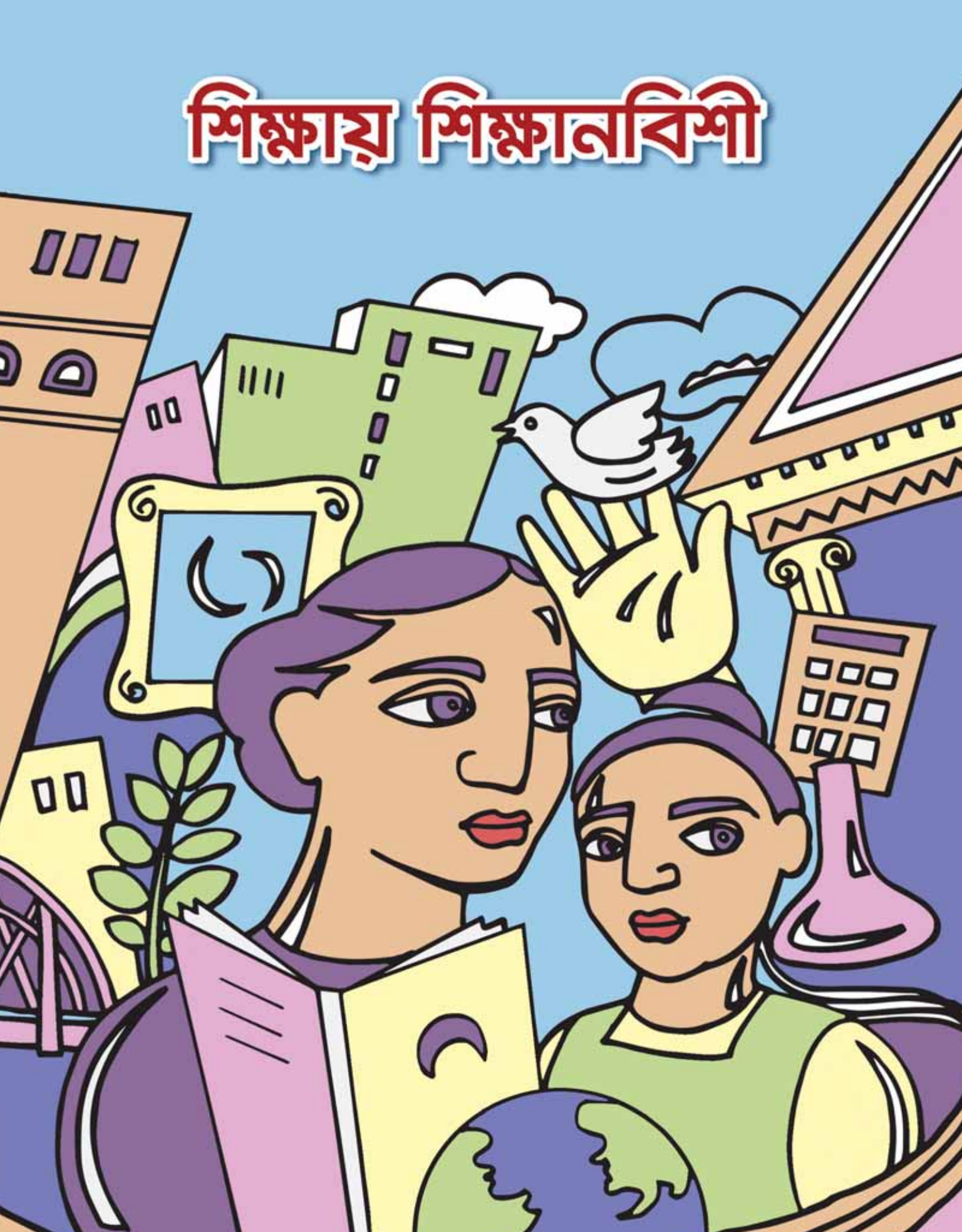

শিক্ষায় শিক্ষানবিশী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

প্রকাশক :

অধিকর্তা

''রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ''

গ্রন্থস্বত্ব :

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-81-937413-9-9

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পাদনা :

সোমা চ্যাটার্জী ও অজিত সাহা

সঞ্চালক :

ড. কে. এ. সাদাত ও নীলাঞ্জন বালা

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ (Preface)

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার প্রতিফলন পাঠ্যক্রম, সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এ জন্য NCF-2005, NCFTE-2009 এবং RTE-2009-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে। এই পরম্পরা মেনেই পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান কীভাবে সহজে ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায় তারই প্রকাশ ঘটেছে শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যেও। বর্তমানে 2014 সাল থেকে ডি. এল. এড-এর নতুন পাঠ্যক্রমে P_1– Pre-Internship : Process Based Skill Enhancement, P_3– School Internship Including Practice Teaching এবং P_4– Practicum : School based Activities-এর অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটেছে। শিক্ষায় শিক্ষানবিশী এই বইটিতে শিক্ষণ সংস্থায় পাঠরত শিক্ষার্থী— শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পরিচালনা, সর্বোপরি বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্মের সাথে একাত্ম হওয়ার কৌশল/পদ্ধতিই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এই বইটি শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের এবং প্রশিক্ষণ সংস্থার অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের কাছে এক নতুন দিকের সন্ধান দেবে যা অবশ্যই উৎকর্ষতার দাবি রাখবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ গবেষণাধর্মী কাজের ফসল এই পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ডি.এল.এড পাঠক্রমের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকে ডিরেক্টরেট সরকারি নির্দেশনামা 712-Edn (cs)/8T-17/79 তারিখ 21.05.1980 সেকশন (iii), (iv), (viii) ও (x) অনুসারে ''Development of Teaching Clarity'' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রকল্পের শুরুতেই সামগ্রিক পাঠক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিতে কর্মশালা শুরু করা হয়েছিল। যেমন— (১) ব্যবহারিক বিষয়সমূহ (P-1, P-2, P-3, P-4) ও তার আদান-প্রদান কার্যবিধি— এই নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ই আগস্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ই আগস্ট, ২০১৫। (২) পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহে (Core Curriculum CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05) নিয়ে একইভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, উত্তর চব্বিশ পরগনাতে ২৪শে আগস্ট '২০১৫ থেকে ২৮ শে আগস্ট' ২০১৫ পর্যন্ত। (৩) এরপর বিষয়জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতিসংক্রান্ত বিষয়গুলি (CPS-1, CPS-2, CPS-3, CPS-4) নিয়ে কর্মশালা হয় ডায়েট, হাওড়াতে ৩১শে আগস্ট, ২০১৫ থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

এই প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে থেকে যে কথাগুলি জোরালোভাবে উঠে এসেছিল, তা হল— ''ডি. এল. এডের জন্য সঠিক শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন।''

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই কোনোরকম সময় নষ্ট না করে ডায়েট বর্ধমানে ২০১৬-র জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল কাজ, যার নাম ছিল— ''Instructional Material Design (development of Teaching clarity) for Teacher Preparation''. এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়েট, হুগলিতে। এরপর কাজগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা সংযোজন, বিয়োজনের কাজ চলে দু-দফায়— ১০ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডায়েট, পুরুলিয়াতে ও ২১শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে।

এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হল, তা আদৌ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক-শিক্ষণে, তা যাচাই করে দেখা ভীষণ জরুরি ছিল। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে এই প্রকল্পের তথা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পাইলট টেস্টিং-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পাইলট টেস্টিং-এর কার্যকরী কৃৎকৌশল নির্মাণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, হাওড়াতে ২রা মে' ২০১৬ থেকে ৪ঠা মে' ২০১৬ তারিখে। এরপর পাইলট টেস্টিং অংশ হিসেবে

একমাস ধরে রাজ্যের চারটি ডায়েটে—কোচবিহার, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় রাজ্যের প্রায় সকল ডায়েটে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এই শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পাইলট টেস্টিং সার্থকতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ হয় 'State Monitoring Team' দ্বারা।

সবশেষে পরীক্ষিত শিখন সামগ্রী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর কাছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয় ডায়েট, হুগলির তত্ত্বাবধানে ৬ই ডিসেম্বর' ২০১৬ থেকে ১০ই ডিসেম্বর' ২০১৬ পর্যন্ত।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশনাকালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে যাদের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়, তারা হলেন — শ্রী মিলনকুমার সাহা, অধ্যক্ষ, ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুর, ড. স্বপ্না ঘোষ, অধ্যক্ষা, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী তপনকুমার মল্লিক, অধ্যক্ষ, ডায়েট, বর্ধমান, ড. সন্ধ্যা দাস বসু, অধ্যক্ষা, ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী পরিতোষ প্রামাণিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, পুরুলিয়া এবং শ্রী বিকাশ সামন্ত, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, বাঁকুড়া।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় — অধ্যক্ষ, ডায়েট হুগলী, ড. কে. এ. সাদাত ও অধ্যক্ষ, ডায়েট, হাওড়া, ড. বিশ্বরঞ্জন মান্নাকে— যারা শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও পাইলট টেস্টিং-এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সর্বোপরি, কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নীলাঞ্জন বালা, রিসার্চ ফেলো, এস. সি. ই. আর. টি-কে — এই প্রকল্প শুরু থেকেই যার পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও ভাবনায় একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়ে আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।

'শিক্ষায় শিক্ষানবিশী'—এই বইটি রচনায় শ্রীমতি সোমা চ্যাটার্জী, অধ্যক্ষা, চিত্তরঞ্জন শিক্ষিকা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শ্রীমতি কৃষ্ণা ব্যানার্জী, অধ্যাপিকা, চিত্তরঞ্জন শিক্ষিকা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শ্রীমতি জুঁই রায়, অধ্যাপিকা, ড. আশুতোষ দাস মেমোরিয়াল পি.টি.টি. আই, হরিপাল এবং প্রদীপ বিশ্বাস, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ডায়েট উত্তর দিনাজপুর-এর অবদান যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে।

ড. ছন্দা রায়
অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

সূচিপত্র (Content)

Sl. No.	Topic/Area	Page No.
1.	Pre-Internship : Process Based Teaching Learning Skill Enhancement (P-1)	1
2.	School Internship including Practice Teaching (P-3)	56
3.	Practicum : School Based Activities (P-4)	111

Pre-internship : Process based Skill Enhancement

Pre-internship

ভূমিকা : ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি Stanford University-তে Teacher education programme-এ প্রথম অনুশিক্ষণ বা Micro teaching-এর উদ্ভাবন করেন Dwight W. Allen। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করতে গেলে যে সব কলা কৌশলে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় তারই সম্যকরূপ হল অনুশিক্ষণ বা Micro teaching। অর্থাৎ বলা যায় — ''অনুশিক্ষণ বা Micro teaching হল একটি শিক্ষক শিক্ষণ কৌশল যার দ্বারা শিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কৌশলগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা যায় ও সেগুলি রপ্ত করা যায়।

''Micro teaching is a teacher training technique for learning teaching skill.''

Stanford University-তে এই পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবিত হওয়ায় এই পদ্ধতিকে Stanford teaching ও বলা হয় অনেক সময়। এই পদ্ধতির কতগুলি পর্যায় আছে।

(১) Plan — পরিকল্পনা

(২) Teach — শিক্ষণ

(৩) Observe & feedback — পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শদান

(৪) Replan — পুনঃপরিকল্পনা

(৫) Reteach — পুনঃশিক্ষণ

(৬) Reobserve & re-feedback — পুনঃপর্যবেক্ষণ ও পুনঃপরামর্শদান

অনুশিক্ষণ চক্র

শিক্ষাদানকে সফল করতে গেলে ভাবী শিক্ষকদের বিভিন্ন কৌশল শিখতে হবে। সেগুলির বিন্যাসকরণ করে পাঠটীকা তৈরি করতে হবে ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকরা তাদের পর্যবেক্ষণ করবেন, নির্দেশনা দেবেন ও পাঠদান পদ্ধতির ভুলভ্রান্তিগুলি চিহ্নিত করে পুনরায় পাঠটীকার সংস্করণ করে পুনঃশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন। এভাবেই চক্রাকারে এই শিক্ষাব্যবস্থা চলতে থাকবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের সময় সফলতা আনয়নের জন্য ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় উৎসাহী, মনোযোগী ও সক্রিয় রাখার জন্যই এই অনুশিক্ষণ দক্ষতাগুলির প্রয়োজন।

অনুশিক্ষণ চক্র

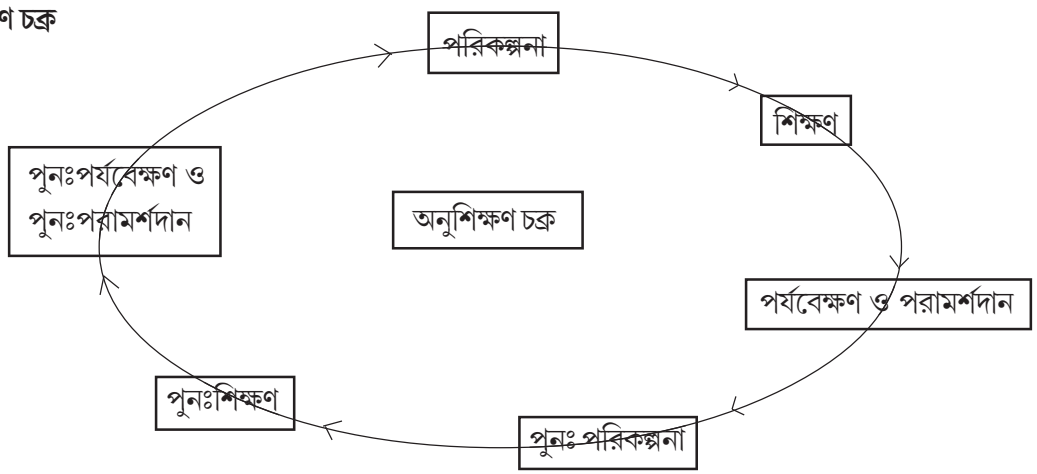

Definition (সংজ্ঞা)

"Micro teaching is a device which is able to provide the novice and experienced teacher alike, new opportunities to improve teaching." by Young. (1967)

'অনুশিক্ষণ' একটি উপকরণ যা নবীন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক উভয়কেই শিক্ষণ উন্নত করার নতুন সুযোগ করে দিতে পারে।

"Micro teaching is an excellent teacher education technique which allows teachers to apply clearly defined skills to carefully prepared lessons in a planned series of 5-10 minutes encounter with a small group of real students, usually with an opportunity to observe the result on video tape." by Buch (1968)

শিক্ষার্থী-শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট কতগুলি শিক্ষণ দক্ষতা স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে অনুশীলন করার শিখন কৌশলকেই বলা হয় অনুশিক্ষণ বা Micro teaching.

Micro teaching is a training techinque which requires student-teachers to teach a single concept using specified teaching skill to a smaller number of pupils in a short duration of time.– by Passi & Lalita (1976).

"Micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and class time." by Allen. D. W.
পূর্বনির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষকের ওপর পরিমাপসিদ্ধ পরিমার্জিত শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করার কৌশলই হল অনুশিক্ষণ।

"Micro teaching is a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specific teaching behaviour and to practice teaching under controlled condition." by Eve A. W.

অনুশিক্ষণ হল একটি নিয়ন্ত্রিত শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের উপর নির্দিষ্ট কতগুলি শিক্ষণ সহায়ক কৌশল বা দক্ষতার আচরণাঙ্গগুলিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে অভ্যাস করা হয়।

আলোচিত সংজ্ঞাগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অনুশিক্ষণের ক্ষেত্রে সময় ও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত সংজ্ঞাগুলির পর্যালোচনা করে আমরা অনুশিক্ষণের একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে পারি এভাবে —

Micro teaching is a technique for trainee teachers involving a specific teaching behaviour or skill for short duration of 6 to 8 minutes for a small class comprising of 5-6 fellow trainee teachers or peer group on a single concept of subject matter.

৬-৮ মিনিটের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষকের ওপর বা সহপাঠী দলের ওপর যে-কোনো বিষয়ের একটি একক ধারণাকে কেন্দ্র করে যে-কোনো একটি শিক্ষণ দক্ষতার আচরণাঙ্গগুলি অভ্যাসকরণ পদ্ধতি হল অনুশিক্ষণ বা Micro teaching.

- **Characteristics (বৈশিষ্ট্য) :—**

১) সময় — অনুশিক্ষণের সময়সীমা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সাধারণত ৬ থেকে ৮ মিনিট সময়ের মধ্যে অণুশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।

২) প্রয়োগস্থান — অণুশিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থার ভেতরই শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

৩) শিক্ষার্থীর ধরণ — অণুশিক্ষণ পদ্ধতি কেবলমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থী শিক্ষকরা তাদের সহপাঠী (Peer)-দের উপর প্রয়োগ করবে।

৪) শিক্ষার্থী সংখ্যা —অনুশিক্ষণ প্রয়োগের জন্য পরীক্ষণীয় দলটিতে ৫-১০জন শিক্ষার্থী শিক্ষককে নির্বাচন করে নিতে হবে।

৫) নির্দিষ্ট দক্ষতা — অনুশিক্ষণ প্রধানত শিক্ষণ দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এটি প্রয়োগের সময় নির্ধারিত দক্ষতার অন্তর্গত নির্দিষ্ট আচরণাঙ্গগুলি অভ্যাসিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৬) কৃত্রিম শিক্ষাদান পদ্ধতি — অনুশিক্ষণ পদ্ধতিতে একটি কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষের বাতাবরণ তৈরি করে শিক্ষাদান কৌশলগুলি ব্যবহারের পটুত্ব অর্জন করানো হয় তাই এটি একটি কৃত্রিম শিক্ষাদান পদ্ধতি।

৭) একক ধারণা — যে-কোনো বিষয়ের যে-কোনো উপ-এককের একটি একক ধারণার বিষয়বস্তুর উপর অনুশিক্ষণ প্রয়োগ করা হয়।

৮) নতুন পরিস্থিতি — অণুশিক্ষণ বা micro teaching শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কাছে একটি নতুন পরীক্ষণীয় পরিস্থিতি কারণ শিক্ষণ অনুশীলনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯) আচরণের পরিবর্তন ঘটায় — অনুশিক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষার্থী শিক্ষকদের দক্ষতামূলক আচরণের পরিবর্তন সাধিত হয় ও দক্ষতার উন্নতি ঘটে।

১০) ব্যক্তিগত শিখন — অনুশিক্ষণের দ্বারা প্রত্যেকের নিজ নিজ উন্নতি সাধিত হওয়ায় এটি হল উন্নত মানের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ কৌশল।

১১) উপযুক্ত শিক্ষকের প্রস্তুতিপর্ব — অনুশিক্ষণের দ্বারা সুদক্ষ শিক্ষণ কলা কৌশলে পারদর্শী শিক্ষকের জন্ম হয় তাই অনুশিক্ষণকে সুযোগ্য শিক্ষক তৈরির প্রস্তুতি পর্ব বলেও উল্লেখ করা যায়।

১২) বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) — অনুশিক্ষণে শিক্ষণ পরিস্থিতি ও শিক্ষণ দক্ষতার বিশ্লিষ্ট একটি অংশকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে এটি একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি।

১৩) তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক পদ্ধতি :— অনুশিক্ষণ স্বল্প সময়ের মধ্যে অভ্যাসিত হওয়ার দরুন শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক পেয়ে যায় ও ভুল সংশোধন করার সুযোগ পাওয়ার জন্য দ্রুত প্রেষণার সঞ্চার ঘটে।

১৪) সংস্কার/সংশোধনমূলক পদ্ধতি :— শিক্ষার্থী শিক্ষকরা নিজস্ব ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ পায় ও যতক্ষণ না তা সঠিক হচ্ছে ততক্ষণ অভ্যাসের সুযোগ পায় বলে অনুশিক্ষণ একটি সংস্কারমূলক পদ্ধতি।

Objectives (উদ্দেশ্য) :

অনুশিক্ষণ পাঠের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(১) প্রত্যেকটি শিক্ষণ দক্ষতার ধারণা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা।

(২) প্রত্যেকটি দক্ষতার অন্তর্গত আচরণাঙ্গগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

(৩) প্রতিটি দক্ষতা নির্ভর পাঠ পরিকল্পনা তৈরিতে পারদর্শিতা অর্জন করা।

(৪) প্রতিটি দক্ষতার অভ্যাসকরণের দ্বারা নিজস্ব ভুলভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

(৫) ব্যাপ্ত পাঠ পরিকল্পনা করা ও প্রয়োগকে আরও সফল করার জন্য অনুশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।

(৬) বিভিন্ন অনুশিক্ষণ দক্ষতার অন্তর্গত আচরণাঙ্গগুলির সমন্বয়সাধন দ্বারা সফল ব্যাপ্ত পাঠদানে কৃতকার্য হওয়া।

(৭) তুলনামূলকভাবে নিজেকে আরো ভালো শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুশিক্ষণ অপরিহার্য।

(৮) নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতিতে নিজেকে অভিযোজিত করা।

(৯) শিক্ষণে পারদর্শিতা সম্পর্কে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

(১০) অনুশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্যই হল শিক্ষণ দক্ষতাগুলির চরম উন্নতি ঘটানো, বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা তৈরি করা নয়।

(১১) অনুশিক্ষণ শিক্ষার্থী শিক্ষকদের উচ্চমাত্রার নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করে ও ফিডব্যাক পেতে সাহায্য করে নির্ভুলতা আনয়নে সহায়তা করে।

Importance (গুরুত্ব) :

(১) অনুশিক্ষণ পাঠের দ্বারা দক্ষতার আচরণাঙ্গ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের সময় শিশুদের সক্রিয়তা বজায় রাখা সুবিধাজনক হয়।

(২) অনুশিক্ষণের জ্ঞান সঠিকভাবে থাকলে শিক্ষণের সময় অসফলতার কোনো জায়গাই থাকে না।

(৩) বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অংশকে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে বোধগম্য করে তোলার জন্য অনুশিক্ষণের ধারণা থাকা দরকার।

(৪) বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা অভ্যাসকরণের পূর্বে শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থার শ্রেণিকক্ষে অনুশিক্ষণ অভ্যাসকরণ শিক্ষণ দক্ষতাকে ত্বরান্বিত করে।

(৫) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুশিক্ষণ অভ্যাসিত হয় বলে পরবর্তীকালে শ্রেণিতে শিক্ষাদানের সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জিত হয়।

(৬) প্রতিটি অনুশিক্ষণ দক্ষতার প্রতিটি আচরণাঙ্গের উপর জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা অর্জিত হয়।

(৭) অনুশিক্ষণ অভ্যাসকরণের ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকরা সহজ সরল উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের দ্বারা পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার দক্ষতা অর্জন করে।

(৮) শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিকতা ও শিশুর সক্রিয়তা বজায় রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

(৯) বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীল কর্মদক্ষতা অর্জিত হয়।

(১০) শ্রেণিশিক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ও সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা অর্জিত হয়।

(১১) অনুশিক্ষণের দক্ষতাগুলির উপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে ব্যাপ্ত শিক্ষণে পারদর্শী হওয়া যায়। অনুশিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতা ও তার আচরণাঙ্গগুলির সম্মিলিত ধারণাই ব্যাপ্ত শিক্ষণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই অনুশিক্ষণ ব্যাপ্ত শিক্ষণকে আরও কার্যকারী করে তুলতে সাহায্য করে।

যদিও অনুশিক্ষণ দক্ষতার সংখ্যা অনেক। তার মধ্য থেকে ৫টি দক্ষতা আমাদের D.EL.Ed স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিম্নে করা হল—

D.EL.Ed স্তরে গৃহীত ৫টি দক্ষতা হল :

(১) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন দক্ষতা

Skill of Integrating Knowledge and Experiences.

(২) শিশুকেন্দ্রিক শিখন সহজতর করার দক্ষতা

Skill of Facilitating Child-Centric Learning.

(৩) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা

Skill of Encouraging Learners to Enquire.

(৪) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ দক্ষতার বিকাশসাধন

Developing Observation Skill of Learners.

(৫) শিখন পরিস্থিতির সাথে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধন দক্ষতা

Skill of Integrating Performing Art with the Learning Situation.

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন দক্ষতা (Skill of Integrating Knowledge and Experiences)

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট :

নির্দিষ্ট যে কোনো ধারণা গঠনের জন্য প্রতিনিয়ত আমরা অন্যান্য বিভিন্ন জ্ঞাত ধারণার সাথে মেলবন্ধন ঘটিয়ে থাকি। ধারণাগুলির মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য আমরা নিজেরাই ধারণাগুলির পারস্পরিক পর্যালোচনা করতে থাকি। এই প্রকৃতিগত স্বাভাবিক দক্ষতাকে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সমন্বয়সাধন দক্ষতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দক্ষতার ব্যবহার অপরিহার্য। যেমন– বিদ্যালয় জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, নৈতিক জীবন সর্বসাকুল্যে প্রাত্যহিক জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পূর্ববর্তী শ্রেণি ও অধ্যায়ের অতীত ধারণাগুলির সাথে সমন্বয়সাধন করে আমরা নতুন ধারণা গঠন করি।

বৈশিষ্ট্য :

১) সমন্বয়সাধন দক্ষতার মাধ্যমে পুঁথিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের মেলবন্ধন ঘটে।

২) শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা তৈরি হওয়ার অনন্য উপায় হল সমন্বয়সাধন দক্ষতা।

৩) এই দক্ষতার মাধ্যমে চিন্তনশক্তির প্রকাশ তরান্বিত হয় ফলে ধারণা গঠন প্রক্রিয়া সহজ হয়।

৪) এই দক্ষতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক আলোচনায় পারদর্শিতা লাভ করে।

৫) শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হয়।

৬) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের দক্ষতা তৈরি হবে।

গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা :

১) বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে পুস্তকগত ধারণার তুলনা করার জন্য সমন্বয়সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২) জানা থেকে অজানা বিষয়ের ধারণা পেতে এই দক্ষতা সহায়তা করে।

৩) প্রতিটি পাঠ্য বিষয় যে বিচ্ছিন্ন নয়, সেগুলি যে পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীরা তা অনুধাবন করতে পারবে।

৪) প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষা আরো সহজবোধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

৫) পরবর্তী সময়ে সমন্বয়সাধন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

সমন্বয় সাধন দক্ষতার আচরণাঙ্গ :

বাস্তব ধারণাগুলির সমন্বয়সাধন করতে গেলে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন করতে হয়। যাকে আমরা বলে থাকি এক একটি আচরণাঙ্গ, সমন্বয়সাধন দক্ষতার গৃহীত আচরণাঙ্গগুলি হল —

১) শিক্ষার্থীর সাহায্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়সাধন
(Striking inter subject integration with the help of learners)

২) শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সমন্বয়করণ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ
(Allowing learners to integrate & eliciting instance of such integration)

৩) শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ দান
(Eliciting examples)

৪) সাধারণীকরণের দক্ষতা
(Skill of generalization)

সমন্বয়সাধন দক্ষতার বিভিন্ন আচরণাঙ্গ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রদান ঃ

১) যথাযথ উদাহরণ :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী তার বর্তমান শিক্ষণীয় ধারণার সাথে তার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটাতে সমর্থ হয় ও তুলনামূলক ধারণাগুলিকে বেছে নিতে সক্ষম হয়। প্রধানত মূর্ত ধারণাগুলি এখানে প্রাধান্য পায়।

২) দৃষ্টান্ত গ্রহণ :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় ধারণাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য তার বোধগম্যতা থেকে তুলনামূলক ধারণাগুলিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণাগুলি এখানে প্রাধান্য পায়।

৩) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়সাধন :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন জানা বিষয়ের (সামাজিক, পারিবারিক, পাঠ্যবিষয়, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা) জ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটায়। যেমন—বাংলা পাঠের সময় ইংরাজী প্রতিশব্দের ব্যবহার বা কোন গদ্যাংশে উদ্ধৃত কোন স্থানের ভৌগলিক অবস্থান উল্লেখ করা বা গদ্যাংশে সম্পর্কিত কোন গান বা শারীরিক কার্যাবলী উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪) সাধারণীকরণ :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর দৈনিক এককের মূল ধারণাটি ব্যক্ত করার দক্ষতা তৈরি হবে। অর্থাৎ সমগ্র পাঠটির ওপর শিক্ষার্থীর একটি সম্যক ধারণা তৈরি হবে।

Note : উপরিউক্ত আচরণাঙ্গগুলি ছাড়াও সমন্বয়সাধন দক্ষতা অভ্যাসের সময় কৃষ্ণফলকের যথাযথ ব্যবহার ও শিক্ষাদানকালীন শিশুশিক্ষার্থীদের উৎসাহদান এই দক্ষতাকে শিক্ষাক্ষেত্রে আরো ফলপ্রসূ করে তুলবে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন :

যে কোনো বিষয়ের যে কোনো এককের মধ্য থেকে এমন উপ-একক বেছে নিতে হবে যেখানে সমন্বয়সাধন দক্ষতার সবকটি আচরণাঙ্গ ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে।

যেমন : চতুর্থ শ্রেণিতে 'আমাদের পরিবেশ' বিষয়ের 'পরিবেশ, উপাদান জীবজগৎ' এককের ''নানা প্রাণীর নানা রূপ'' উপ-এককটি সমন্বয়সাধনের দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সমন্বয়সাধন দক্ষতা

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম :	বিষয় : পাতাবাহার
শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম :	একক : নদী
শিক্ষার্থীর সংখ্যা :	উপ-একক : ঐ
শ্রেণি : তৃতীয়	আজকের পাঠ : প্রথম স্তবক
সময় : ৬ মিনিট	
তারিখ :	

: আচরণাঙ্গসমূহ :

1. শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ
2. শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ
3. শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ গ্রহণ
4. সাধারণীকরণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গসমূহ
নদী **শক্তি চট্টোপাধ্যায়** নদী নদী নদী সোজা যেতিস যদি সঙ্গে যেতুম তোর আমি জীবন ভোর	শিক্ষার্থী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন ও তাদের কয়েকটি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে দলগুলির নাম করণ করবেন। শিক্ষক ছোটো দলগুলিকে কতগুলি প্রশ্ন করবেন — তোমরা সবাই নদী দেখেছ? ''তোমরা কয়েকটি নদীর নাম বলতে পারবে?''	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুযায়ী ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বসবে। হ্যাঁ, দেখেছি। গঙ্গা, দামোদর, রূপনারায়ণ যমুনা নদী	শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ
	'নদীকে ইংরাজীতে কী বলা হয় কেউ জান'? 'River বানানটি কেউ বলতে পারবে?' শিক্ষক বানানটি Black Board এ লিখে দেবেন। আজ আমরা তাহলে নদী নিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'নদী' কবিতাটি পড়ব আর নদী সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোচনা করব। ''তোমরা সবাই বললে তোমরা সবাই নদী দেখেছ বলত নদীতে কি সবসময় জল থাকে?''	River R - I - V - E - R না থাকে না ।	শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ। অন্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়-করণ।
	তাহলে নদীতে বেশি জল কোন ঋতুতে দেখা যায় বলত? বর্ষাকাল কোন কোন মাস নিয়ে হয় বলতে পারবে?	বর্ষাকালে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস	শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ। অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গসমূহ
	বা: একদম ঠিক বলেছ। এরপর কবিতাটি প্রথম চারটি লাইনের ব্যাখ্যা করবেন শিক্ষক।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।	
	শিক্ষক এরপর একটি চার্ট টাঙিয়ে শিক্ষার্থীদের তা দেখে বলতে 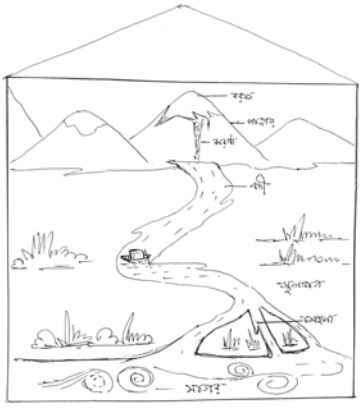 বলবেন যে নদী কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে।	শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ।
	নদী পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে সাধারণত সাগরে মেশে। নদী ও সাগরের মিলনস্থলকে কি বলে জানো ? নদীতে কি পাওয়া যায় বল তো? নদীতে এছাড়া আর কি কি প্রাণী পাওয়া যায় জানো?	হ্যাঁ জানি, মোহনা বলে। (পূর্বের শ্রেণিতে তারা মোহনার কথা পড়েছে) মাছ, কুমীর, কচ্ছপ	শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ, ও সমন্বয়সাধন। শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ প্রদান। শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ।
	নদীতে পাওয়া যায় এমন একটা মাছের নাম বলতো দেখি? বা: বেশ। ঠিক বলেছ। নদীপথে আমরা কিসের সাহায্যে যাতায়াত করি জানো?	রুই মাছ নৌকা, স্টিমার, জাহাজ	শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ। শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ।
	নদীতে বেশি পরিমাণে জাহাজ স্টিমার চললে কি হবে?	নদীর জল দূষিত হবে। দূষণ হলে নদীর মাছ মরে যাবে আর আমরাও নদীর জল ব্যবহার করতে পারবো না।	অন্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়-সাধন। (পরিবেশ বিজ্ঞান)

	এবার শিক্ষক সবকটি দলকেই কর্মপত্র দিয়ে তা পূরণ করতে বলবেন। শিক্ষক কর্মপত্রের মূল্যায়ন করবেন। তোমরা বলতে পারবে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার কথা আমরা কোথায় পড়েছি?	শিক্ষার্থীরা তা পূরণ করবে। পরিবেশ বিজ্ঞান বইতে পড়েছি, ওখানে মেসোপটেমিয়ার কথাও বলা আছে। নদীকে ঘিরেই তো সভ্যতা শুরু হয়েছিল।	 অন্য বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধন।
	কবিতায় নদীকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? আজ আমরা তাহলে কবিতাটির প্রথম স্তবক পড়ে কি কি জানলাম?	জীবনের সাথে নদীর গতিপথ, উৎপত্তিস্থল। নদীর ইংরাজী প্রতিশব্দ, মোহনা ইত্যাদি। এছাড়াও নদী তীরের সভ্যতা, দূষণ কবির নদী সম্পর্কিত ভাবনা ইত্যাদি আমরা জানতে পারলাম।	দৃষ্টান্ত গ্রহণ সাধারণীকরণ।

"কর্মপত্র"

(১) নদীর জলের ২টি ব্যবহার লেখো : (দৃষ্টান্ত গ্রহণ)

(১)

(২)

(২) ইংরাজি প্রতিশব্দ লেখো : (অন্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ)

(১) নদী —

(২) পাহাড় —

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন দক্ষতা

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম :

শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম :

শিক্ষার্থীর সংখ্যা :

শ্রেণি : ষষ্ঠ

সময় : ৬ মিনিট

তারিখ :

বিষয় : পরিবেশ ও বিজ্ঞান

একক : জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

উপএকক : ঐ

আজকের পাঠ : পাঠ : প্রথম ২টি পাতা

(জীববৈচিত্র্য ও প্রজাতির ধারণা)

: আচরণাঙ্গসমূহ :

1. শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ
2. শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ
3. শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ গ্রহণ
4. সাধারণীকরণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ সমূহ
	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন ও ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করবেন। যথা - A ও B দলগুলিকে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করবেন।	শিক্ষার্থীরা ও কুশল বিনিময় করবে ও শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বসবে।	

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ সমূহ
	যথা - (১) কয়েকটি গৃহপালিত পশুর নাম বলতো।	A দল গৃহপালিত পশুর নাম বলবে	যথাযথ উদাহরণ গ্রহণ
	(২) কয়েকটি বন্য প্রাণীর নাম বলতো।	B দল বন্য প্রাণীর নাম বলবে।	যথাযথ উদাহরণ গ্রহণ
জীববৈচিত্র্য : পৃথিবীতে প্রায় ৩ কোটিরও বেশি জীব বসবাস করে। সকল জীবের সমন্বয়েই জীব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবকে বলা হয় প্রজাতি। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন জীবদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়ে থাকে। এই ধারণা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদাহরণ ও আলোচনা।	উদাহরণগুলি শোনার পর শিক্ষক বলবেন আমাদের চারপাশে এইসব যে বিভিন্ন প্রাণীরা রয়েছে, এই প্রাণীর বিভিন্নতাকেই বলে জীব বৈচিত্র্য। শুধু পশু নয় এই বিভিন্নতা মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী এমনকি গাছপালা সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।	
	আচ্ছা বলতো প্রাণীরা কোথায় কোথায় বসবাস করতে পারে?	ডাঙায়, জলে, মাটির নীচে, গাছের ডালে।	দৃষ্টান্ত গ্রহণ
	তাহলে বলতো জীব বৈচিত্র্য কোথায় কোথায় দেখা যাবে?	যে সব জায়গায় জীবেরা রয়েছে সেখানেই জীব বৈচিত্র্য দেখা যাবে। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর সবক্ষেত্রে।	যথাযথ দৃষ্টান্ত গ্রহণ।
	বাঃ বাঃ খুব সুন্দর বলেছ। শিক্ষক প্রেষণার সঞ্চার করবেন।		
	একটি উভচর প্রাণীর নাম বলতো।	ব্যাঙ	উদাহরণ গ্রহণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ সমূহ
	একটি ব্যাঙকে আমরা চিনব কি করে? বলতো তোমরা।	A ও B দল থেকে প্রাপ্ত উত্তর - ব্যাঙ খসখসে চামড়াযুক্ত প্রাণী। ব্যাঙের দু'জোড়া পা আছে। ব্যাঙের পায়ের পাতা চামড়া দিয়ে জোড়া	A ও B দল থেকে যথাযথ দৃষ্টান্ত গ্রহণ
	এগুলি হলো ব্যাঙের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবকে বলা হয় প্রজাতি। এবার তাহলে কতগুলি প্রজাতির নাম বলতো।	বিড়াল, কুকুর, বাঘ, মানুষ, পায়রা, সাপ	যথাযথ উদাহরণ গ্রহণ।
	জীবের ইংরাজি কি জানো? শিক্ষক বানানটি বোর্ডে লিখে দেবেন।	Creature C-r-e-a-t-u-r-e	অন্য বিষয়ের সাথে সমন্বয়করণ।
	বাঘ হলো একটি প্রজাতি। বাঘকে ইংরাজিতে বলে Tiger. (বানানটি বোর্ডে লিখে দেবেন) হিন্দিতে শের। দক্ষিণ ভারতে হুলি ইত্যাদি। একই প্রাণীর অনেক নাম হলে বিজ্ঞানীদের কাজে অসুবিধা হবে তাই প্রত্যেক প্রজাতির একটি বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীদের কাছে বাঘের নাম Panthera tigris (বোর্ডে লিখে দেবেন)	বিড়াল, কুকুর, বাঘ, মানুষ, পায়রা, সাপ	

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ সমূহ
	সাধারণত এরপর শিক্ষক কিছু প্রাণীদের ছবি নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম সহ চার্ট দেখাবেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে দেখবে।	

কতগুলি প্রজাতির পরিচয়

প্রাণীদের ছবি	প্রাণীদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
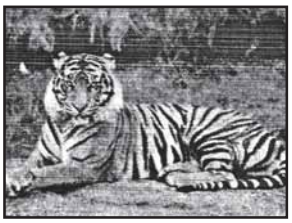	বাঘ TIGER [স্তন্যপায়ী]	*Panthera tigris*
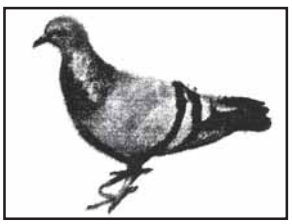	পায়রা PEGION [পক্ষী]	*Columba livia*
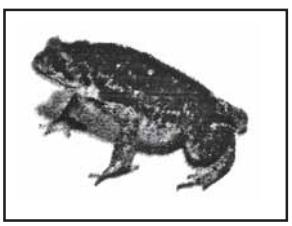	ব্যাঙ FROG [উভচর]	*Bufo melanostictus*
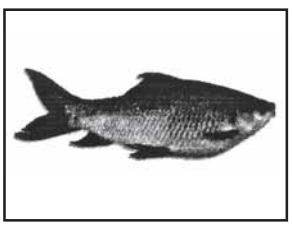	রুই মাছ ROHU FISH [মৎস্য]	*Labeo rohita*

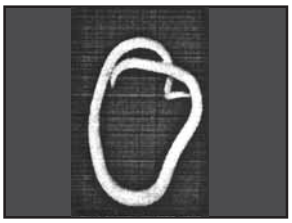	কেঁচো EARTH WORM [মৎস্য]	*Pheretima posthuma*
	মানুষ HUMAN [স্তন্যপায়ী]	*Homo sapiens*

Skill of Integrating Knowledge and Experiences

Name of the Training Institute : Name of trainee Teacher : Class : III No of Students : Time : 6 min Date :	Subject : English Unit : Unit - II Subunit : Aquatic Animals (Unit II) Today's Lesson : First two paragraphs. [Name of some aquatic animals and their nature]

Behavioural Components :

1. Allowing learners to integrate & elicit instance of such integration
2. Eliciting examples.
3. Striking inter- subject integration with the help of learners.
4. Skill of generalization.

Subject matter	Teachers activity	Student's expected activity	Behavioural components
Hamid's father is a fisherman. He goes with him to catch fish. Fishes are aquatic animals. They breathe with gills, easily move in water using tails. Fishes also live in saline water. Some examples of fishes from pond, river and sea.	Teacher enters into the classroom and greets the students. Ask them to sit dividing into two groups viz A & B	They will listen to their teacher and will sit accordingly.	
	Who loves to eat fishes? Raise your hands.	Students raise their hands.	
	Which fishes do you love to eat ?	Group A : Rohu, Katla, Pomfret, Hilsa, Vetki.	Eliciting examples
	Any thing else group B ?	Group B : Koi, Tilapia etc.	Eliciting examples
	Name an animal which we found in water, we eat that too, but that is not a fish.	Group A : Prawn, snail. Group B : Crab (They think & give the correct answer)	Allowing learners to integrate & eliciting instances of such integration.

Subject matter	Teachers activity	Student's expected activity	Behavioural components
	"The man with a net, catches fishes" Do you know who is he? Where do fisher-men go to catch the fishes?	Fisherman (They think and give the correct answer) River, Seas, Oceans, also in ponds, lakes etc.	Allowing learners to integrate & eliciting instances of such integration. Elicit examples.
	Do you know how many oceans are there? Where do we read about the oceans?	5 Oceans. In Geography Sir.	Striking inter subject integration with the help of learners.
	Very good. So fishermen catch fishes from waterbodies like pond, lake, river – Sweet water and Seas, Oceans which are saline water bodies.	Students will learn.	
	Teacher asks them to look at a chart	The students look at the picture and	

Subject matter	Teachers activity	Student's expected activity	Behavioural components
	of some fishes and aquatic animals and asks them to identify which lives in sweet water and which lives in saline water.	think and give the correct answer accordingly.	Allowing learners to integrate & eliciting instance of such integration.
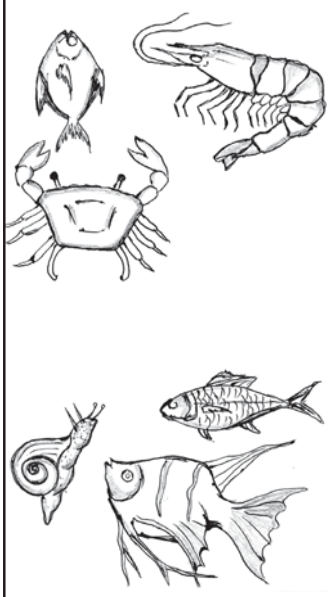	Very good. Can you tell me how the fishes breathe in water?	They can breathe in water with their gills.	Elicit example.
	If we take them out of water they die.	The students will learn.	
	Do you know what they eat?	They eat worms, mud, other small	

Subject matter	Teachers activity	Student's expected activity	Behavioural components
		fishes, larva of mosquitoes. etc. [They think and give the correct answer]	Allowing learners to integrate and eliciting instances of such integration.
	Through a conversation teacher helps the students to understand about the food habits of fishes.	The students will learn.	
	Can you tell me where we read about food ?	In our environmental Science book.	Striking inter subject integration with the help of learners.
	Now any one from any group tell me that what we come to know today from this lesson ?	We come to know about different aquatic animals and about their habitat and their food habits.	Skill of generalising knowledge.

Lecturer **বা** Supervisor **কর্তৃক পটুত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন:**

সমন্বয়সাধনের দক্ষতা এই পটুত্বটি শিক্ষার্থী শিক্ষকদের (trainees) বোঝানোর জন্য Lecturer বা Supervisor এই পুস্তকটি শ্রেণিকক্ষে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে একটি কৃত্রিম শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি করে নিজে প্রতিপাদন করে দেখাবেন। প্রতিটি আচরণাঙ্গকে তিনি নির্দিষ্ট উপ-এককের প্রেক্ষিতে ব্যবহার করে দেখাবেন এবং পাঠের নির্দিষ্ট অংশে আচরণাঙ্গ ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন।

Trainee **এবং** Trainer-**এর পারস্পরিক আলোচনা :**

সমন্বয়সাধন পটুত্ব প্রতিপাদনের পর trainee ও Trainer-দের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও আলোচনার জায়গা থাকা উচিত কারণ trainee রা তাদের দুর্বলতা ও না বোঝার জায়গাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে জানার সুযোগ পাবে ও প্রয়োজনে Lecturer-রা

পুনঃশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক ভুলত্রুটি সংশোধনের সুযোগও Trainee-রা পাবে ও নিজেরাও বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কীভাবে উপস্থাপন করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা পাবে। সাধারণীকরণ কীভাবে করতে হয় ও কীভাবে বিভিন্ন বিষয়কে সমন্বয়িত করা যায় সে সম্পর্কেও তাদের ধারণা স্পষ্ট হবে। তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আসবে ও তারা এই পটুত্বটি প্রতিপাদনে উৎসাহী হবে।

Trainee-রা 5 থেকে 10 জনের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে উপ-একক নির্বাচন করবে ও পূর্ব প্রদত্ত ছক (format) অনুযায়ী পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে অনুপাঠ টীকা তৈরি করবে এবং তা প্রতিপাদন করে দেখাবে। তারা নিজেরাই কৃত্রিম শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি করবে ও পটুত্ব অভ্যাসকালীন দলগতভাবেই পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজ নিজ মূল্যায়নে সমর্থ হবে। Trainee দের অভিজ্ঞতা ও ধারণাগুলিকে ব্যবহার করে তাদের শেখাকে প্রাসঙ্গিকভাবে অনুভব করাতে হবে। সেরা শিক্ষার্থীরা একে অন্যের ধারণাকে খতিয়ে দেখে ও চ্যালেঞ্জ জানায় ও তার ফলে তারা তাদের ঠিক ভুল ধারণা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার্থী কর্তৃক TLM তৈরি করা :

সমন্বয়সাধন দক্ষতা পটুত্বে প্রধানত কোন TLM বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় না। তবুও চার্ট অথবা মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। চার্ট ও মডেলগুলি Trainee-রা নিজহাতে বানাবে। মডেল বানানোর জন্য বাতিল জিনিসপত্র, সহজলভ্য, স্বল্প-মূল্যের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত। মডেল বা চার্ট তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন পাঠ-এককের সাথে সম্পর্কিত হয় ও পটুত্বের আচরণাঙ্গগুলি ব্যবহার করার সুযোগ থাকে ও এগুলি যেন শিশু শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয় ও উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিলে সমন্বয়সাধন পটুত্ব আরো কার্যকরী হবে—

(১) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুপাঠটীকা অভ্যাস করবে ও অভ্যাসকালীন তা যদি Video recording করা যায় তবে তা দেখে পরে তারা স্বমূল্যায়ন করতে পারবে।

(২) প্রত্যেক trainee কর্তৃক অনুপাঠটীকা অভ্যাস বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৩) একজন trainee যখন অনুশীলন করবে তখন অন্যান্য trainee-রা তাকে পর্যবেক্ষণ করবে ও তাদের মনে যে সকল ধারণা তৈরি হবে প্রয়োজনে সেগুলি তারা শিক্ষকের সাথে আলোচনা করবে ও বিশ্লেষণ করবে। শিক্ষকের সহায়তায় আলাপ আলোচনা ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের পটুত্ব প্রতিপাদনের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করবে।

সমন্বয়সাধন পটুত্বের শিক্ষাগত মূল্য :

(১) এই পটুত্বের দ্বারা শিক্ষার্থীরা অধীন বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্যান্য বিষয় বস্তুর সম্পর্কে স্থাপন করতে পারবে।

(২) শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ বাস্তব উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে।

(৩) বৃহৎ অর্থে বিদ্যালয়, পরিবার, প্রকৃতি, সমাজ, দেশ প্রভৃতি যে একই সূত্রে বাঁধা তা উপলব্ধি করতে পারবে।

(৪) পাঠদানের পর বিষয়ের সামগ্রিকতা উপলব্ধি করতে পারবে ও বিষয়ের সাধারণ ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

শিশুকেন্দ্রিক শিখন সহজতর করার দক্ষতা

[Skill of Facilitating child-centric Learning]

ভূমিকা

শিক্ষার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীনকালে শিক্ষা বলতে একমুখী শিক্ষাধারাকেই বোঝাতো। যেখানে শিক্ষক ছিলেন সর্বেসর্বা ও দাতা ও শিক্ষার্থী ছিল নির্বাক শ্রোতা, গ্রহীতা ও দর্শক মাত্র। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক। বিবর্তনের ধারায় পরবর্তীকালে শিক্ষা হল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যা শুধুমাত্র পাঠক্রমকে অনুসরণ করে; ফলে শিক্ষা হয়ে উঠল পুস্তককেন্দ্রিক। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই প্রয়োজন হল শিক্ষাকে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে জীবনমুখী করে তোলার। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার প্রধান উপাদানই হল শিশু। প্রত্যেক শিশুই জন্মগত সূত্রে কিছু না কিছু সম্ভাবনা নিয়ে আসে। শিক্ষার কাজই হল সেই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়ণ করা। তাই সূচনা হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) শিশুদের চাহিদা, আগ্রহ, কৌতূহল, রুচিবোধ, দক্ষতা, ইচ্ছা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত শিক্ষা হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও তাদের গুরুত্ব দিয়েই পরিচালনা করা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালনা দক্ষতা।

২) এই পটুত্বটি সক্রিয়তাভিত্তিক একটি পটুত্ব।

৩) গতানুগতিক শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজ মতামত ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্র পায়।

৪) এই পটুত্বে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈষম্যতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫) শিক্ষার্থীর মৌলিক ধারণা সৃজনশীলতা ইত্যাদি এই পটুত্বের দ্বারা চরিতার্থ হয়।

৬) এই পটুত্বে সক্রিয়তার জায়গা থাকায় শিক্ষায় মনোবিদ্যার প্রয়োগের আদর্শ ক্ষেত্র পাওয়া যায়।

৭) শিক্ষক নিজেকে facilitator-এর ভূমিকায় রাখেন।

৮) পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিশু নিজে নিজেই জ্ঞান নির্মাণ করতে শেখে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ

১) শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মতামত, কৌতূহলকে গুরুত্ব দিতে শেখার জন্য এই পটুত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২) এই পটুত্বের প্রয়োগে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় হতে শেখানো যায়।

৩) শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক পরিণমন ঘটে।

৪) এই পটুত্বের প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

৫) শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো যায়।

৬) মতামত প্রকাশ করতে পারায় শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে; ফলে তারা কর্মোদ্যোগী হয়ে ওঠে।

শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালন দক্ষতার আচরণাঙ্গ ঃ

শিশুদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিখন ব্যবস্থাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার জন্য যে পর্যায়গুলিকে অনুশীলন করার জন্য গৃহীত হয়েছে সেই পর্যায়গুলিকেই বলা হয়েছে এই পটুত্বের আচরণাঙ্গ। শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালন দক্ষতার আচরণাঙ্গগুলি হল —

১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ঃ

[Ensuring active participation of each learner]

২) ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মতপ্রকাশ

[Encouraging expression of opinions on specific learning experiences]

৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় উৎসাহ দান

Encouraging inter group and intra group interaction or peer interaction

৪) শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Decision making by learner

আচরণাঙ্গের সম্যক জ্ঞান ঃ

১) শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ঃ এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উৎসাহ সহকারে পাঠের মধ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। তারা সমস্বরে বলতে পারবে, লিখতে পারবে, হাতের কাজ করবে, খাতায় লিখবে, অঙ্গভঙ্গি করবে অর্থাৎ পাঠের সাথে অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা একাত্ম হবে।

সক্রিয়তা বলতে বোঝায় শরীর ও মনের স্বাচ্ছন্দ্য, উদ্যম ও উদ্দীপনা সহকারে কর্ম সম্পাদন করা। অর্থাৎ এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা নির্বাক শ্রোতা বা দর্শক না হয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে। শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা কর্ম সম্পাদন করবে। শিক্ষক তাদের উৎসাহিত করবেন, তাদের জড়তা কাটিয়ে তাদের কৌতূহলী করে তোলার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয় ও কাজ সামনে আনবেন। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা আনয়নের জন্য স্থানবিশেষে চার্ট, মডেল বা কৃষ্ণফলকের ব্যবহার করবেন।

২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঃ

যে-কোনো কর্মসম্পাদনের একাধিক পদ্ধতি থাকে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরা চিন্তাভাবনা করতে পারে ও বিভিন্নভাবে কোনো নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের চেষ্টা করতে পারে তার জন্য তাদের আলোচনা করার সুযোগ দিতে হবে। শিশুরা শিশুদের কাছেই খুব সহজে নিজ মত পোষণ করতে পারে তবে শিক্ষক অবশ্যই সেখানে পথপ্রদর্শনের কাজ করবেন। তাদের মতামতের মধ্য থেকে সহজ পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরা আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেলে তাদের নিজস্বতা, চিন্তন ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি গুণাবলির প্রকাশ ঘটবে।

৩) ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ ঃ

শিক্ষার্থীরা যখন পারস্পরিক মত বিনিময় করবে তখন দেখতে হবে তারা যেন পর্যায়ক্রমিকভাবে ধারণা বা বিষয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ কার পর কোন অংশ আসছে, কোন ছবির পর কোন ছবি বসবে ইত্যাদি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষমতা অর্জিত হলে খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ এককের সামগ্রিক ধারণা তৈরি হবে ও সহজেই তারা পাঠের লক্ষ্য বুঝতে সমর্থ হবে ও পাঠের মূলকথা, নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সমর্থ হবে।

৪) শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত বিনিময় করতে পারে ও বিশ্লেষণের দ্বারা কোনও মতামত ভুল বা ঠিক তা নির্বাচন করতে পারবে। সঠিক মতামত নির্বাচন করে তারা যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সক্ষম হবে। সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন ঃ

বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় এমন বিষয়ের একক ও উপ-একক নির্বাচন করতে হবে যাতে শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিচালন দক্ষতার সবকটি আচরণাঙ্গ ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়। যেমন — ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরাজি বিষয় বা Blossoms এর "How the little kite learned to fly" এককের Let's start থেকে activity 2 পর্যন্ত অংশটি উপ-একক হিসেবে নির্বাচন করলে এই পটুত্বটি সফলভাবে উপস্থাপন করা যাবে।

শিশুকেন্দ্রিক শিখন সহজতর করার দক্ষতা

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম :	বিষয় : আমার গণিত
শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম :	একক : পূর্বপাঠের পুনরালোচনা
শ্রেণি : চতুর্থ	উপ-একক : নেতাজীর জন্মদিনে পাড়ার অনুষ্ঠান (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ)
ছাত্রসংখ্যা : ৬	আজকের পাঠ : যোগ ও বিয়োগের ধারণা
সময় : ৬ মিনিট	
তারিখ :	

আচরণাঙ্গ : (১) শিক্ষার্থীর দ্বারা সক্রিয় অংশগ্রহণ

(২) শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া

(৩) ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ

(৪) শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলী	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ
প্রতি বছর পাড়ায় নেতাজীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন হয়। আমাদের পাড়ার ৪৩ জন ও পাশের পাড়ার ২৭ জন অংশ নিয়েছে অনুষ্ঠানে। ১২২ জন শিশু ও ৮৭ জন অভিভাবক আছেন। এই সংক্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে যোগ ও বিয়োগের ধারণা।	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন ও ছাত্রছাত্রীদের A ও B দুটি দলে ভাগ করে বসতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ মেনে ভাগ হয়ে বসবেন।	
	নেতাজীর জন্মদিনে পাশাপাশি ২টি পাড়া থেকে যথাক্রমে ৪৩ জন ও ২৭ জন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে।		
	তাহলে তোমরা বল যে কতজন ছিল অনুষ্ঠানে? শিক্ষক তাদের পাইপের বান্ডিল দিয়ে বান্ডিলের সাহায্যে যোগ করতে উৎসাহিত করবেন। A দলকে 4 টি দলের বান্ডিল ও 3টি কাঠি, B দলকে ২টি দলের বান্ডিল ও ৭টি কাঠি দেবেন ও মেলাতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা বান্ডিলের সাহায্যে দুই অঙ্কের যোগের সমাধান করবে ও উত্তর দেবে — ৭০	শিক্ষার্থীর দ্বারা সক্রিয় অংশগ্রহণ
	মোট কতজন রয়েছে জানতে গিয়ে কি করলে?	যোগ করলাম	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ
	এবার বলত যদি ৭০ জনের মধ্যে ৪৫ জন ছেলে হয় তবে মেয়ের সংখ্যা কত জানতে গেলে কি করবে?	বিয়োগ করতে হবে।	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ
	বলত বিয়োগ করলে বাড়ে না কমে?	বিয়োগ করলে কমে যায়।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলী	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ
	এখানে কত থেকে কত বিয়োগ করতে হবে?	৭০ থেকে ৪৫ বিয়োগ করতে হবে।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ
	বিয়োগ করে বল মেয়ের সংখ্যা কত?	শিক্ষার্থীরা বান্ডিল ব্যবহারের মাধ্যমে বিয়োগ করে বলবে ২৫	শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ
	নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলত A দল কোন কোন শব্দ ব্যবহার করলে যোগ করতে হয়?	মোট, বৃদ্ধি, সমগ্র, সবকটি এই ধরনের শব্দ বললে যোগ করব।	শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া।
	আর বিয়োগ করতে হলে? আলোচনা করে বল।	বাদ, কম, হ্রাস ইত্যাদি।	শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া।
	অনুষ্ঠানে ১২২ জন শিশু ছিল আর ৮৭ জন দর্শক। মোট কতজন ছিল তারা? খাতায় যোগটি করত।	শিক্ষার্থীরা খাতায় যোগটি করবে।	শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা।
	এরপর শিক্ষক কতগুলি যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদির চার্ট দেখাবেন ও প্রদত্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে বলবেন ও উত্তরগুলি কার্ডের সাহায্যে নির্ণয় করতে বলবেন।	ছাত্রছাত্রীরা সমাধান করবে নির্দেশ অনুযায়ী কার্ডের মাধ্যমে উত্তরগুলি খাতায় দেখিয়ে দেবে	শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা।
	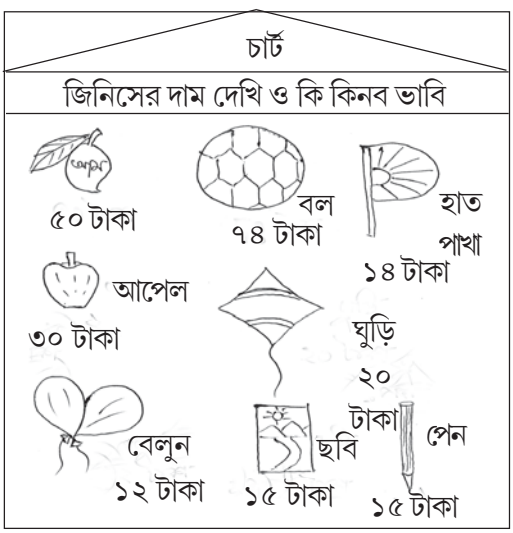	শিক্ষার্থীরা চার্টটি দেখবে।	
	চার্ট দেখিয়ে শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করবেন ছোটন ১টি আম, ১টি ঘুড়ি ও ১টি ছবি কিনল, মোট কত টাকার জিনিস কিনল?	শিক্ষার্থীরা কার্ডের মাধ্যমে সমাধান করে উত্তর দেবে ৮৫ টাকা।	শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা।
	দোকানদারকে ১০০ টাকার নোট দিলে সে কত টাকা ফেরত দেবে?	কার্ডের মাধ্যমে সমাধান করে উত্তর দেবে ১৫ টাকা।	শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা।
	এই প্রশ্নের সমাধান দ্বারা আমরা কি জানলাম।	আমরা যোগ ও বিয়োগের ধারণা পেলাম।	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

শিশুকেন্দ্রিক শিখন সহজতর করার দক্ষতা

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম :	বিষয় : পরিবেশ ও বিজ্ঞান
শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম :	একক : বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা
শ্রেণি : ষষ্ঠ	উপ-একক : বলের ধারণা ও একক
শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৬	আজকের পাঠ : বলের সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন উদাহরণ
সময় : ৬ মিনিট	
তারিখ :	

আচরণাঙ্গ : (১) শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ

(২) শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া

(৩) ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ

(৪) শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ
বলের সংজ্ঞা : কোন স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তু কে থামাতে, গতিশীল বস্তুর বেগ বাড়াতে কমাতে ও গতির দিক পরিবর্তন করতে বাইরে থেকে যে ক্রিয়া করতে হয় তাকে বল বলে। ছোট খাটো পরীক্ষার দ্বারা বলের ধারণা প্রমাণ। বলের একক নিউটন সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া। কিছু উদাহরণ বিশ্লেষণের দ্বারা বলের ধারণার ব্যাখ্যাকরণ।	শিক্ষক শ্রেণিতে ঢুকে কুশল বিনিময় করবেন ও শিক্ষার্থীদের A ও B দুটি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা ২টি দলে ভাগ হয়ে বসবেন।	
	শিক্ষক A দলকে একটি বল দিয়ে বলটিকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিতে বলবেন। B দলকে বলবেন বলটিকে আরো জোরে ধাক্কা দিতে।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুযায়ী বলটিকে ধাক্কা দিয়ে তার গতি বাড়াবে।	শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ
	প্রশ্ন করবেন বলটি কি নিজে নিজে গতিশীল হতে পারল? কীভাবে গতিশীল হল বলত আলোচনা করে।	না, আমরা ধাক্কা দিলাম তাই বলটা গড়াল।	শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ
		আমরা বাইরে থেকে ক্রিয়া করলাম। ধাক্কা দিলাম তাই বলের গতি বাড়ল আর বলটা জোরে গড়িয়ে গেল।	শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া।
	চলন্ত বলটাকে যদি পাশ থেকে ধাক্কা দিই তাহলেও কি ওটা সামনের দিকে যাবে?	না, ওটা পাশের দিকে বেঁকে যাবে।	শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ
	পাশের দিকে বাঁকলে কি হবে?	বলটি থেমে না গিয়ে পাশের দিকে বেঁকে গিয়ে গড়িয়ে যাবে।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ।
	বলটিকে পাশের দিকে ধাক্কা দিয়ে দেখোতো কি হচ্ছে।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুযায়ী বলটিকে পাশের দিকে ধাক্কা দেবে।	সক্রিয়া অংশগ্রহণ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ
	এবার লাঠি দিয়ে বলটিকে থামিয়ে দাও	শিক্ষার্থীরা বলটিকে থামাল	সক্রিয় অংশগ্রহণ
	বলটিকে থামাতে গেলে, বাঁকাতে গেলে বা গড়াতে গেলে কি কি করলে?	বল নিজে চলতে পারে না। তাই আমাদের বাইরে থেকে কাজ করতে হল।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মতপ্রকাশ
	এরপর শিক্ষক বলের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করবেন, বলের এককের ধারণা দেবেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।	
	এরপর তিনি জিজ্ঞেস করবেন ক্রিকেট খেলার মাঠে কখন বল প্রয়োগ হয় আলোচনা করে বলত।	যখন বল ছোঁড়া হয় আর যখন ব্যাট দিয়ে বলটাকে আঘাত করা হয় তখন বল কাজ করে	শিক্ষার্থীর পরস্পর মিথস্ক্রিয়া
	এরপর শিক্ষক কয়েকটি ধারণা সম্বলিত একটি চার্ট দেখাবেন ও কোন ক্ষেত্রে টানা ও ঠেলা হচ্ছে তা জানতে চাইবেন।		
	চার্ট **<u>টানা অথবা ঠেলা বলের ধরন নির্ণয় কর</u>** (১) ড্রয়ার বন্ধ করা — (২) ফুটবলে কিক্ করা — (৩) গাছ থেকে ফুল তোলা — (৪) কুঁয়ো থেকে জল তোলা — (৫) দরজা বন্ধ করা — (৬) প্লাগ পয়েন্ট থেকে প্লাগ খোলা — (৭) Cold drinks-এর বোতলের ছিপি খোলা— (৮) ধাক্কা দেওয়া—	শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে উত্তর দেবে— (১) ঠেলা (২) ঠেলা (৩) টানা (৪) টানা (৫) ঠেলা (৬) টানা (৭) টানা (৮) ঠেলা	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্রিয় অংশগ্রহণ।
	উপরের চার্টটি থেকে আমরা কি বুঝলাম? আলোচনা করে বল।	দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়।	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
	সব ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগের ফলে কিছু পরিবর্তন ঘটল কী?	হ্যাঁ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বস্তুগুলোর স্থান পরিবর্তন ঘটল।	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মতপ্রকাশ।
	আজকের সমগ্র পাঠ থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম বলত?	সারাদিন নানা কাজে কখনও জিনিস টানতে হয় বা কখনও ঠেলতে হয়। এই টানা বা ঠেলা হল বল প্রয়োগ করা। বল প্রয়োগ করলে বস্তুর জায়গা পরিবর্তন হয়।	শিক্ষার্থীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Skill of Facilitating Child-Centric Learning

Name of the training Institute : Name of the trainee teacher : Class : IV No. of Student : 6 Time : 6 min Date :	Subject : English Unit : Lesson 3 Sub-unit : Taste of Bengal Todays Lesson : Two paragraphs of Let's continue (Page No. 40)

Behavioural Component :

1. Ensuring active participation of every learner
2. Encouraging expression of opinions on specific experiences
3. Encouraging inter-group and intra-group interaction and peer interaction and pupil-teacher interaction.
4. Helping in decision making.

Subject matter	Teacher's Activity	Students' Expected activity	Behavioural Componants
Gogol lived abroad. He came to Kolkata. His grandmother prepared different kinds of food. Gogol eats all the foods and falls in love for Bengali food flavour because taste of Bengal is full of love and care.	Teacher greets the students after entering into the class. Divide the class into two groups A & B. Teacher provides each group a chart of common foods. Teacher instructs the two groups to say about the taste of the foods given in the chart. A 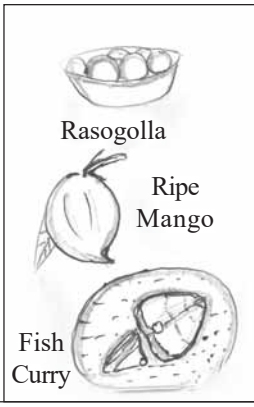 B 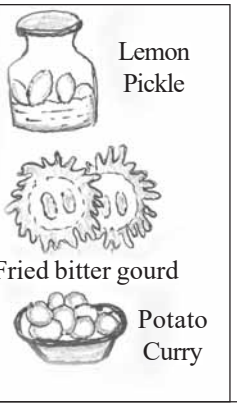 	Students sit in groups. Each student reads the given chart carefully Group - A Rasogolla — Sweet Mango — Sweet Fish Curry — Spicy Group - B Lemon pickle — Sour Fried bitter gourd — bitter Potato Curry — Spicy	Ensuring active participation of every learner. Ensuring active participation of every learner.

Subject matter	Teacher's Activity	Students' Expected activity	Behavioural Componants
	You are correct. Tell me if we taste a green mango how do we feel?	It is sour.	Encouraging expression of openions on specific experiences.
	When we get the ripe mangoes? Teacher writes the spelling of summer on the black board.	In Summer	Do
	Gogol ate luchi and Potato curry in breakfast. Teacher then arranges a group discussion about the foods which we generally take as breakfast.	Students start their group discussion and tell about some foods which are non-spicy.	Encouraging intra-group interaction.
	Again he asks to tell about some food which are generally taken at lunch with rice. Encouraging intra-group interaction.	Students again start discussion and make a list of foods taken at lunch.	Encouraging intra-group interaction.
	After collecting the name of foods teacher asks them "What is the right time to have the spicy foods?"	Students think and answer that at lunch we generally take the spicy foods and at breakfast we take non-spicy or less spicy foods.	Decision making.
	When we generally take rasogolla and sweet curd?	We take it at the end of our lunch.	Decision making.
	What is the right time to have Bengali snacks like onion 'pakoras' (Peyajis)?	We should take it in the evening.	Decision making.

- **শিক্ষাগত মূল্য :**

১। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে আলোচনা করতে শিখবে ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্র্য বিনিময় ঘটবেও যৌথভাবে কাজ করতে শিখবে।

২। নিজেরা হাতেকলমে কাজ করে সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে।

৩। কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য নিতে উৎসাহী হবে।

৪। নিজেদের সিদ্ধান্তের সত্যতা নিজেরাই যুক্তি দিয়ে আলোচনা করে স্থির করে নিতে পারবে।

শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা

[Skill of Encouraging Learners to Enquire]

ভূমিকা : মিথস্ক্রিয়া ব্যাতীত শিক্ষা পদ্ধতি কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষার আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আলাপ-আলোচনাই শিক্ষাকে পূর্ণতা প্রদান করে। আলাপ-আলোচনার সূচনার মাধ্যমই হলো 'প্রশ্ন', শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আসে। তারা তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যই বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকে। শিক্ষকই সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহকারে উত্তর দেবার চেষ্টা করেন, যা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। অনেক সময় অনেক ছাত্র তাদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের এই জড়তা, কথা বলার ভীতি কাটিয়ে ওঠাতে ও তাদের সক্রিয়তা আনয়নে এই পটুত্ব খুবই ফলপ্রসূ। পাঠদানকালীন শিক্ষক মহাশয় শ্রেণিকক্ষে এমনই পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, এমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন, যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন করতে উৎসাহী হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা বর্ধিত হবে।

বৈশিষ্ট্য :

১। এই পটুত্ব দ্বারা শিশুদের সকলকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যায়।

২। শিশুরা কৌতূহল নিবৃত্ত করার অপরিমিত সুযোগ পায়।

৩। শিশুদের মধ্যে প্রশ্ন করার ভীতি দূর হয়।

৪। অন্য কেউ প্রশ্ন করলে তা ধৈর্য সহকারে শোনার মানসিকতা তৈরি হয়।

৫। শিশুদের বিষয়গত ধারণা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাড়ে।

৬। প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাদের ধারণা লাভ হয়।

প্রয়োজনীয়তা :

১। এই পটুত্বের দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের জড়তা কাটিয়ে শ্রেণি শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

২। প্রশ্ন করার অবাধ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কৌতূহল প্রবণতা চরিতার্থ করার সুযোগ থাকে।

৩। নিজেদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের চাহিদা বাড়তে থাকে।

৪। প্রশ্ন করার দক্ষতা তৈরি হবে।

৫। সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে শিখলে শিশুদের মধ্যে গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা তৈরি হবে।

৬। অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা নিজেরাও নিজেদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

- **শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতার আচরণাঙ্গসমূহ :**

পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা যখন কোনও প্রশ্ন করে সেই প্রশ্নের ধরন কতটা প্রাসঙ্গিক তা নির্ণয় করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশ্নের পরিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান না থাকাটাই স্বাভাবিক। শিক্ষক এমনভাবে শিক্ষা পরিবেশ রচনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ সম্পর্কে পরিমিতি বোধ তৈরি হয় ও তারা সেই মত প্রশ্ন করতে শেখেন। প্রশ্ন করার বৈচিত্র্য তৈরি করতে গেলে যে পর্যায়গুলি অনুসৃত হয়, সেগুলিই হলো শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতার আচরণাঙ্গসমূহ। এগুলি হল যথাক্রমে—

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ —

Allowing learners to question / enquire / Questioning by the learners.

২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা

Allowing flexibility in questioning.

৩। প্রশ্নকরণে পরিমিতি বোধ

Ensuring appropriateness in questioning. / Unit of Questioning

৪। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন

Ensuring relevance in questioning. / Related Question with main subject.

- **এই পটুত্বের আচরণাঙ্গগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান :—**

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ :

যখন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পাঠদান শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, সমস্ত শ্রেণিকক্ষকে উৎসাহিত করেন, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা আনয়নের প্রচেষ্টায় থাকেন সেই সময় পাঠ শুরুর মুখে শিক্ষার্থীরা প্রারম্ভিক যে সকল প্রশ্ন করে থাকে তাদের আমরা বলতে পারি শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ। অর্থাৎ পাঠ শুরুর সময় শিক্ষার্থীকৃত সরল সাধারণ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি হলো শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।

২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা :

পাঠপর্ব চলাকালীন শিক্ষার্থী যখন এমন কোনও প্রশ্ন করে যে প্রশ্নের উত্তরের বিস্তার অনেকটা অংশ জুড়ে দেওয়া যায়। যে প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে থেকে প্রাসঙ্গিকতাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে ; যে প্রশ্নের উত্তরের মধ্য থেকে আরো নির্দিষ্টভাবে বিষয় সমন্বিত প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে। সেই ধরনের প্রশ্নগুলিকে বলা হয় প্রশ্নকরণের নমনীয়তা। যেমন— ঘরবাড়ি পড়ানোর সময় শিক্ষার্থী যদি প্রশ্ন করে যে কি দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হয়? তা হল নমনীয় প্রশ্ন। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরের বিস্তার আছে। আরো নির্দিষ্ট প্রশ্ন এই অংশ থেকে করা যাবে।

৩। পরিমিতি বোধের প্রশ্ন :

নমনীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্য থেকে যখন শিক্ষার্থী আরো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বা বিষয় সম্বন্বিত আরো নির্দিষ্ট প্রশ্ন করে। যে প্রশ্নের উত্তরের বিস্তার নেই। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যার উত্তর দেন শিক্ষক সেই ধরনের প্রশ্নগুলিকে আমরা বলতে পারি পরিমিতি বোধের প্রশ্ন। যেমন— পূর্ব প্রশ্নের উত্তরের সাপেক্ষে পরিমিতি বোধের প্রশ্ন হতে পারে — ''পাকা বাড়ি তৈরিতে কোন বস্তু দরকার? যার উত্তর-অত্যন্ত সীমাবদ্ধ — ''ইঁট, পাথর, বালি, সিমেন্ট''।

৪। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন :

পাঠ চলাকালীন একেবারে পাঠ্য সম্বন্বিত যে কোন ধরনের সহজ, সরল, জ্ঞানমূলক, বোধমূলক প্রশ্ন, যা শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত সহজভাবে জানতে চায় সেই প্রশ্নগুলিকে বলা হয় বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন।

- **বিষয়বস্তু নির্বাচন :**

এই পটুত্বের প্রয়োগ করতে গেলে যে কোন বিষয়ের এমন উপ-একক নির্বাচন করতে হবে যেখানে প্রচুর তথ্য রয়েছে। কারণ তথ্যে উৎসুকতা নিবৃত্ত করতে, কৌতূহল মেটাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারবে। প্রশ্নকরণের জন্য তাদের বৃহৎ ক্ষেত্র পড়ে থাকবে। যেমন— ষষ্ঠ শ্রেণিতে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে, বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা এককের, শক্তির রূপান্তর উপ-এককটিকে আমরা এই পটুত্বের জন্য বেছে নিতে পারি।

- অনুমোদিত format অনুযায়ী Lesson plan প্রস্তুতকরণ।

শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা

সংস্থার নাম :	বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি
শিক্ষকের নাম :	একক : বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা
শিক্ষার্থীর সংখ্যা :	উপ-একক : শক্তির রূপান্তর
শ্রেণি : ষষ্ঠ	আজকের পাঠ : ঐ
সময় :	
তারিখ :	

আচরণাঙ্গসমূহ

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ

২। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা

৩। প্রশ্নকরণের পরিমিতিবোধ

৪। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
শক্তি প্রকৃতিতে নানা রূপে থাকে এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে বদল হয় মাত্র। হাতের তালু ঘষলে তাপ অনুভূত হয় কারণ যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার সুইচ টিপলে বাল্ব জ্বলে ওঠে। এটা হল বিদ্যুৎ শক্তির আলোক শক্তিতে রূপান্তর।	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন ও শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন।	নির্দেশ মেনে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বসবে।	
	শিক্ষক হাসিমুখে সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার জানাবেন ও বলবেন নমস্কার বন্ধু ও বান্ধবীরা। তারপর হাত জোড় করেই কথা বলবেন।	তা দেখে শিক্ষার্থীরা মজা পেয়ে জিজ্ঞেস করবে স্যার ২টি হাত জোড় করে রয়েছেন কেন?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।
	শক্তি উৎপন্ন করব বলে প্রস্তুতি নিচ্ছি ২ হাত জোড় করে।	দু হাত জোড় করে রাখলে কি কোন শক্তি উৎপন্ন হবে?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ।
	শুধুমাত্র এক হাতের তালু অন্য হাতের তালুতে রাখলে শক্তি উৎপন্ন হবে না।	তবে ২ টো তালু কীভাবে ব্যবহার করব?	প্রশ্নকরণের নমনীয়তা।
	দুই হাতের তালু ঘষে উপলব্ধি কর কি হল।	হাতের তালু গরম লাগছে। কেন গরম লাগছে?	প্রশ্নকরণের নমনীয়তা।
	ঘষার অর্থ হল যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োগ হল। আর তাতে তাপের সৃষ্টি হল।	যান্ত্রিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি হল?	শিক্ষার্থী দ্বারা প্রশ্নকরণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
	ঠিক ধরেছো। এক্ষেত্রে এক প্রকার শক্তি অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তি থেকে অপর প্রকার শক্তি (তাপশক্তি) উৎপন্ন হল।		
	৬। হাততালি তুমি দিতেই পার, তাহলে একটা আওয়াজ হবে।	৬। ৪র্থ শিক্ষার্থী- আচ্ছা স্যার হাতের তালুদ্বয়কে না ঘষে যদি হাততালি দিই তবে কি হবে?	প্রশ্নকরণে পরিমিতিবোধ
	৭। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হল।	৭। ৪র্থ শিক্ষার্থী- হ্যাঁ স্যার, আওয়াজ বা শব্দ হল, তাহলে কি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হল?	শিক্ষার্থী দ্বারা প্রশ্নকরণ।
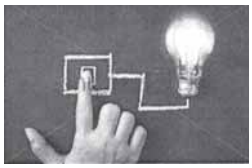	৮। হ্যাঁ, এখানে দেখলে একই যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তি এবং শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত করা গেল।	৮। ৫ম শিক্ষার্থী- তাহলে স্যার একই শক্তি অন্য অনেক প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়?	বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন
	৯। ছবিতে বোঝা যাচ্ছে— বাল্বটি জ্বলছে। অর্থাৎ আমরা আলোক শক্তি হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি।	৯। ২য় ছবি দেখিয়ে অন্য এক ছাত্রের প্রশ্ন স্যার এই ছবিতে একটা বাল্ব জ্বলার কথা বলা হচ্ছে। এখানেও কি শক্তির রূপান্তর হল?	শিক্ষার্থী দ্বারা প্রশ্নকরণ
	১০। ঠিক ধরেছো, সুইচ নিভিয়ে দেওয়ার মানে আর বালবে বিদ্যুত যাবে না তাই বাল্বটা নিভে যাবে।	১০। স্যার ছবিতে দেখা সুইচটা যদি নিবিয়ে দেওয়া যায় তবেতো আর আলো জ্বলবে না?	প্রশ্নকরণে নমনীয়তা
	১১। সুইচ জ্বালানো মানে বিদ্যুৎ শক্তি দেওয়া আর সুইচ নেভানো মানে বিদ্যুৎ শক্তি তুলে নেওয়া। বিদ্যুৎ পেলে আলো জ্বলবে, না থাকলে নিভে যাবে।	১১। এখানে তাহলে সুইচ জ্বালানো ও নেবানো এবং বাল্বের জ্বলা না জ্বলার কী সম্পর্ক হল?	প্রশ্নকরণে পরিমিতিবোধ
	১২। ঠিক বলেছো, এখানেও বিদ্যুৎ শক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হল। অর্থাৎ এক শক্তি থেকে অন্য শক্তির রূপান্তর হল।	১২। তাহলে স্যার এক্ষেত্রেও কি দুটি শক্তির রূপান্তর ঘটল?	বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন

● শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা ●

শিক্ষণ সংস্থার নাম :	বিষয় : পরিবেশ বিদ্যা
শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম :	একক : শরীর
শ্রেণী : চতুর্থ	উপ-একক : দাঁত নিয়ে নানা কথা
শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৬	আজকের পাঠ : দাঁতের ধরন ও কাজ
সময় : ৬ মিনিট	
তারিখ :	

আচরণাঙ্গ :

১। শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ

২। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন

৩। প্রশ্নকরণের পরিমিতিবোধ

৪। প্রশ্নকরণের নমনীয়তা

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
আমাদের মুখে বিভিন্ন রকমের দাঁত থাকে। এক এক ধরনের দাঁতের কাজ এক এক রকমের। সব দাঁতের বয়সও এক নয়। দাঁতের জন্ম হয় ২ বার। দাঁত ওঠা ও পড়া নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা।	শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন ও শিক্ষার্থীদের ২টি দলে ভাগ করে দেবেন।	নির্দেশ মেনে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বসবেন।	
	আজ একটা মজার খেলা খেলব। সবাই গুণে ফেলত কার কটা দাঁত আছে।	শিক্ষার্থীরা দাঁত গুনে বলতে থাকবে দাঁতের সংখ্যা। A দল থেকে একজন জানতে চাইল — আমাদের দাঁত গুনতে বলছেন কেন?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ
	গুনতে বললাম কারণ সবার দাঁতের সংখ্যা এক নয়। আবার সবার সবকটা দাঁতও নেই। হাত দিয়ে দেখ সব দাঁতের চেহারা এক নয়।	ঠিক বলেছেন। কোন দাঁত মোটা, কোন দাঁত পাতলা, কোনটা ছুঁচালো, দাঁতগুলো এরকম কেন?	শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রশ্নকরণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
	আসলে আমরা কোনো খাবার কেটে খাই, যেমন ফল, কোন খাবার ছিঁড়ে খাই, যেমন— মাংস, কোন খাবার গুঁড়ো করে খাই। যেমন — মিছরি, তাই খাবারের ধরন অনুযায়ী দাঁতের কাজ আলাদা হয় তাই দাঁতের আকারও বিভিন্ন হয়।	B দল থেকে প্রশ্ন করল — দাঁত তাহলে কত রকমের কাজ করে?	বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নকরণ
	দাঁত চার রকমের কাজ করে। কাটা, ছেঁড়া,ভাঙা আর গুঁড়ো করা। চার রকমের দাঁতই আমাদের মুখে থাকে।	A দল থেকে জিজ্ঞেস করল কোন দাঁতগুলো কী কাজ করে?	বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নকরণ
	শিক্ষক একটি চার্টে দাঁতের ধরন এঁকে তা থেকে দাঁতের কাজ বোঝাবেন। 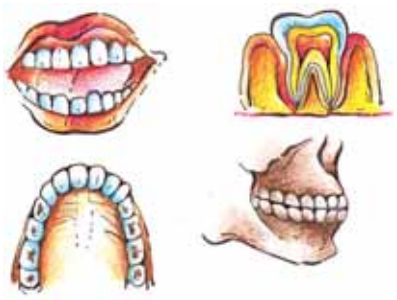	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে দেখবে। চার্ট দেখার পর একজন A দল থেকে জিজ্ঞেস করল ছোটবেলায় কারো যদি সামনের দাঁত পড়ে যায় যে খাবার কেটে খাবে কী করে?	পরিমিতি বোধের প্রশ্নকরণ
	আসলে প্রথমে যে দাঁতগুলো ওঠে সেগুলিকে বলে দুধের দাঁত। এইগুলি ৬-১২ বছর বয়স পর্যন্ত থাকে। তারপর পড়ে গিয়ে নতুন করে বেরোয়। দ্বিতীয়বার বেরোনোর পর সারাজীবন দাঁতগুলো থাকে আর পড়ে না।	দাঁতে পোকা হলেও দাঁত পড়ে যায়। যেখান থেকে আবার দাঁত উঠবে কি?	শিক্ষার্থীর দ্বারা নমনীয় প্রশ্ন
	না, পোকা হওয়া দাঁত তুলে ফেললে সেখান থেকে আর দাঁত ওঠে না।	আমার ছোট্ট বোন হয়েছে স্যার। কিন্তু তার তো কোন দাঁতই নেই। ওরকি তাহলে দাঁত হবে না? ও খাবে কী করে?	শিক্ষার্থীর দ্বারা নমনীয় প্রশ্ন

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
	ছোট শিশুদের জন্মের সময় দাঁত থাকে না। ছয় মাস বয়সের পর থেকে দাঁত উঠতে আরম্ভ করে। তাই শিশুরা শুধুই তরল খাবার খায়।	এক সাথেই কি সব দাঁত উঠে যায়?	পরিমিতি বোধের প্রশ্ন
	না, সব দাঁত একসাথে ওঠে না। সামনের দাঁতগুলো আগে আর ভেতরের দাঁতগুলো বয়স বাড়ার সাথে সাথে উঠতে থাকে।	তাহলে কি যার দাঁতের সংখ্যা বেশি তার বয়স অনেক বেশি?	শিক্ষার্থীর দ্বারা নমনীয় প্রশ্ন
	না, ঠিক তা নয়। তবে বড় হওয়ার সাথে সাথে দাঁতের সংখ্যা বাড়ে আবার বয়স বাড়ার সাথে বিশেষত বুড়ো বুড়িদের দাঁত আবার পড়তে থাকে। তাই বয়স্করা খাবার চিবোতে কষ্ট বোধ করেন।		
	এবার কতগুলো খাবারের নাম আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি। বল কোনটি কীভাবে খেতে হয়। — ১) বাদাম ২) চিনির দানা ৩) বিস্কুট ৪) আম বা:। একদম ঠিক হয়েছে। খুব ভালো	শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে — ১) ভেঙে ২) গুঁড়িয়ে ৩) ভেঙে ৪) কেটে	

শিক্ষাগত মূল্য :

১। এই পটুত্বের প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভয়হীন পরিবেশে প্রশ্ন করতে শিখবে।

২। অন্যের প্রশ্নের উত্তর শোনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

৩। তাদের মধ্যে গুছিয়ে বলার প্রবণতা দেখা যাবে ও গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করবে।

৪। সঠিক উত্তর পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা বাড়বে।

৫। শিক্ষার্থী শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নতিতে সাহায্য করবে।

Skill of Encouraging Learners to Enquire

- Name of the Institute :
- Class : III
- Number of Teacher Trainee :
- Name of the Teacher Trainee :
- Time : 6 min.
- Date :
- Subject : English
- Unit : Lesson - 6, Unit - II
- Today's Lesson : "Aquatic Animals" - First Paragraph

Behavioural Components :-

1) Allowing Learners to question / enquire / Questioning by the Learners.
2) Allowing flexibility in questioning
3) Ensuring appropriateness in questioning
4) Ensuring relevance in questioning.

Content	Teacher's Activity	Student's Activity	Behavioural Components
Aquatic Animals Hamid studies in class III. His father is a fisherman. Sometimes Hamid goes out with his father to catch fish..... .... Fishes are very helpful to us. A fish called guppy, eats the larva of mosquitoes.	Good Morning Children Hope, you all are well. Today I'll show you something. Please look at the picture. 1. Good, it is 'Aquatic Animals'. 2. Very good, 'Aqua'– Means Water. Those animals that live in water are called Aquatic Animals. 3. Good question, who takes fishing as a profession, is called a fisherman. 4. Very good, No, as he works in field, he is a farmer by profession. He earns by farming, not by fishing. 5. Good, They breathe with the help of their gills in water. 6. Fantastic, As we breathe through our lungs, likewise fishes breathe through their gills. It is like a pumping machine.	1. Susmita - Ma'am, what is written at the top of the picture? 2. Pamela - What does it mean? 3. Biplob - Ma'am, What is a fisherman? 4. Mousumi - My father works in field but he also catches fish. Is he a fisherman? 5. Pampa - How can fishes breathe in water? 6. Ayub - What are gills? 7. Mousumi - Why do fishes die after taking them out of water?	1. Questioning by the learner. 2. Related question with main subject. 3. Do 4. Flexibility in questioning. 5. Related question with main subject. 6. Unit of questioning. 7. Do

Content	Teacher's Activity	Student's Activity	Behavioural Components
	7. Excellent question. As we cannot live without oxygen, fishes also are not able to live without oxygen. 8. Good, They move and change their direction very easily with the help of their hard tails. 9. Very good, the water we find in ponds, rivers, tanks is called fresh water. 10. You raise a good question. The sea water in known as saline water as it has salt in it. 11. Wonderful, yes that is saline water. 12. Very good question, the fresh water fishes are Ruhi, Katla, Koi etc. 13. Good, Hilsa, Pomfret, Tuna, Makarel, Starfish are the saline water fishes. 14. Excellent, hilsa and some other fishes migrate to sweet or fresh water, mainly river only to lay eggs. 15. Yes,we can keep fishes as pet. 16. Wonderful, we keep them in an aquarium, a box made of glass. 17. Very good. Yes, fish also can be useful to us. 18. Very good question, Fishes like guppy eats the larva of mosquitoes. So they cannot spread the germs of Malaria, Dengue. They save us from these diseases. Today all of you surprised me by raising wonderful questions. You also learn many things about Aquatic Animals,through questioning. In every class you will ask me lots of questions. Thanks my children. Good bye. Have a good day.	8. Susmita - How can they move and change their direction in water? 9. Pamela - Ma'am,what is fresh water? 10. Biplab - What is saline water? 11. Ayub - Ma'am, when we return to home after school, mother gives me a glass of water containing salt in it, it is salt water? 12. Pampa - Which fishes live in fresh water? 13. Mousumi - Which fishes live in saline water? 14. Pamela - But ma'am, we find Hilsa in the river like Ganga, Padma. Then why it called saline water fish? 15. Biplab - Ma'am, can we keep fishes as pet like cow, goat, sheep? 16. Pamela - Mam,where do we keep them? 17. Susmita - Mam, like other pet animals, can fish be useful to us? 18. Ayub - How can it be?	8. Questioning by the learner. 9. Related question with main subject. 10. Do 11. Flexibility in questioning. 12. Related question with the main subject. 13. Do 14. Unit of questioning. 15. Flexibility in questioning. 16. Unit of questioning. 17. Questioning by the learner. 18. Unit of questioning.

শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ দক্ষতার বিকাশসাধন

[Developing Observation Skill of Learners]

মানবশিশু কোনো কিছু শেখে শুনে, দেখে, অনুভূতির (স্পর্শ) মাধ্যমে ও পড়ে। এগুলির মধ্যে দেখে যে শিক্ষা সম্পন্ন হয় তা খুবই শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই দেখা যখন মনোযোগ সহকারে সংঘটিত হয় তাকে বলে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণ শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বীক্ষণ। অর্থাৎ দৃশ্যমান কোনো বস্তুকে মনোযোগ সহকারে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে দেখা। পড়ার চেয়ে শোনা এবং শোনার চেয়েও দেখা ভালো ধারণা গঠনের এই নীতি পর্যবেক্ষণে প্রতিফলিত হয়। সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর জন্য কতকগুলি উপ-কৌশল/ দক্ষতার বিকাশ ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। যে-কোনো শিখন দক্ষতার উপকৌশলগুলিকে শিক্ষাবিদদের ভাষায় বলা হয় আচরণাঙ্গ। পর্যবেক্ষণের আচরণাঙ্গগুলি হল :

বৈশিষ্ট্য :

(i) শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণকরণ (Exposing learners to observable situation)

(ii) চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে বিচারকরণ (Allowing learners to review and reflect on the observed phenomena as per the requirement of the students)

(iii) শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন (Allowing learners to relate effects to cause/causes to effects)

(iv) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলনকরণ (Allowing learners to apply their observations and thinking on similar situations)

পর্যবেক্ষণকরণ দক্ষতার বৈশিষ্ট্য :

(ক) এটি শিশুকেন্দ্রিক শিখন তথা সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা নীতির অনুসারী ও পরিপূরক।

(খ) শিক্ষার্থীদের কৌতূহল বৃদ্ধিতে সহায়ক

(গ) জানা থেকে অজানা এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত এই নীতি মেনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন সম্ভব

(ঘ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবোধ তথা কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

(ঙ) পঞ্চইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়, ফলে জ্ঞানের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়।

প্রয়োজনীয়তা : একজন শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর এই দক্ষতাকে সঠিকভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারলে যে সুফলগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

(খ) পর্যবেক্ষণ শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহ বা কৌতূহল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(গ) এটি জ্ঞান নির্মাণে (Construct) সহায়তা করে।

(ঘ) শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক।

(ঙ) যুক্তিশীল মনন প্রক্রিয়ায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

আচরণাঙ্গগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা :—

উপরে নির্ধারিত আচরণাঙ্গাগুলি দক্ষতার সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার্থী শিক্ষককে এগুলির অর্থ যেমন বুঝতে হবে একইভাবে সেগুলির প্রয়োগ কৌশল/ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। নীচে আচরণাঙ্গগুলির প্রত্যেকটির আলোচনা করা যাক—

(১) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকরণ : শিক্ষার্থী শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ রচনা করবেন এবং বিষয় সম্পর্কিত কোনো বস্তু, ছবি, মডেল, দৃশ্য ইত্যাদি প্রদর্শন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলি দেখতে বা পর্যবেক্ষণে অনুপ্রাণিত হয়। যেমন যন্ত্রের ধারণা উপএককটি পঠনের শ্রেণিতে শিক্ষক বিভিন্ন যন্ত্রের সমাহারে একটি চিত্রচার্ট দেখালেন। এক্ষেত্রে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই চিত্র-চার্টটি পর্যবেক্ষণে উৎসাহী হবে।

(২) পুনরায় চাহিদা অনুসারে পর্যবেক্ষণকরণ : শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এমন কাজ দেবেন বা প্রশ্ন করবেন যেটি সম্পন্ন করতে বা উত্তর দিতে শিক্ষার্থীদের আবার ওই বস্তু/TLM/বাস্তব দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। এই পর্যায়ে তাদের পর্যবেক্ষণ হবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক। যেমন—চিত্রচার্ট থেকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে— টুথব্রাশের কোন জায়গা ধরে তুমি দাঁত মাজবে? —এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে শিক্ষার্থীদের আবার চিত্রচার্টটি দেখতে হবে। তা না দেখলে উত্তর দিতে অসুবিধা হবে। এটাই চাহিদা অনুযায়ী পুনরায় পর্যবেক্ষণ।

(৩) শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন : সাধারণত যে-কোনো দর্শনীয় বস্তু যা দৃশ্যপটে বিভিন্ন ধারণা কার্যকারণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের এমন কাজ দেবেন বা প্রশ্ন করবেন যাতে তারা যুক্তি সহকারে তা বুঝতে পারে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যুক্তিগুলি অর্থাৎ ঘটনাগুলি কেন ঘটেছে এবং তার ফল কী হচ্ছে তা শিক্ষার্থীরা দর্শনীয় বস্তু বা দৃশপট পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ব্যক্ত করতে পারবে। যেমন—চিত্রচার্টে দেখা যন্ত্রগুলি কেন কাজের যন্ত্র?— এই প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীর কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করে উত্তর দিতে হবে।

(৪) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলনকরণ : দর্শনীয় বস্তু বা দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করার কৌশল শিখে শিক্ষার্থীদের যুক্তিশীল মন তৈরি হবে এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে। সেইসঙ্গে তারা ভবিষ্যতে সমজাতীয় ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শেখা কৌশল ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেগুলির বর্ণনা করতে পারবে। যেমন—চিত্রচার্টের সাপেক্ষে যদি প্রশ্ন করা হয় যে সরল যন্ত্র কী? এখানে শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে হলে তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দিতে হবে। একেই বলা হয়—পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলনকরণ।

ছক (Format) অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) :

1.3.4 শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা :

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম :	বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি
শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম :	একক : সাধারণ যন্ত্রসমূহ
শ্রেণি : VI (ষষ্ঠ)	উপএকক : যন্ত্রের ধারণা
শিক্ষার্থীর সংখ্যা :	আজকের পাঠ : সরল যন্ত্র
সময় : ৬ মিনিট	(পৃষ্ঠা - 133)
তারিখ :	

আচরণাঙ্গসমূহ :

(১) শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণকরণ

(২) শিক্ষার্থীদের পুনরায় চাহিদা অনুসারে পর্যবেক্ষণ

(৩) শিক্ষার্থীদের দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন

(৪) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলনকরণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
প্রত্যুষ সকালে ঘুম থেকে উঠল। তারপর প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনা খুলে দাঁত মাজার পাত্র থেকে মাজন নিল এবং ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজল। কলের জলে মুখ ধুলো, এরপর মা তাকে সূচে সুতো পরিয়ে দিতে বললেন। প্রত্যুষ তা করে দিল, তখন ও বারান্দায় গিয়ে দেখে বাবা হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালে পেরেক পুঁতছেন। তারপর প্রত্যুষ ছুরি আর কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে তৈরি করল ফুল। সাঁড়াশি দিয়ে তারকে বাঁকিয়ে তৈরি করল গাছের ডাল। আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস। কপিকল দড়ি পরিয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হবে। কাঁচি দিয়ে ফুল কেটে সব দিকে সাজানো হবে।	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন, ছাত্রদের ২টি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলবেন। এরপর তিনি কতগুলি যন্ত্রের ছবি সম্মিলিত একটি চার্ট উপস্থাপন করবেন। 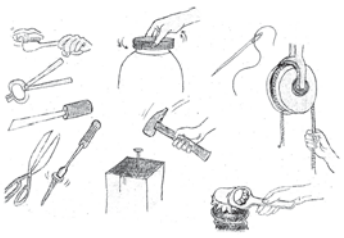 (১) চার্টের ছবিটা টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষক বলবেন, ''তোমরা সবাই ছবিটা দেখো এবং বলো ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে।'' (২) এইসব বস্তু দিয়ে আমরা কী করি?	১) শিক্ষার্থীরা চার্টটাকে ভালো করে দেখবে এবং তাতে আঁকা বস্তুগুলিকে নামকরণ করবে। বস্তুগুলি হল a. দাঁত মাজার ব্রাশ b. কৌটো c. সূচ-সুতো d. কপিকল e. ছুরি f. হাতুড়ি g. কাচ, পেরেক ইত্যাদি (২) সবকটি বস্তু দিয়ে আমরা প্রতি দিনের কোনো না কোনো কাজ করি।	১) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকরণ

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	আচরণাঙ্গ
	(৩) এগুলি কাজ করলে কী সুবিধা?	(৩) স্যার। এই বস্তুগুলি দিয়ে অনেক কাজ সহজে করা যায়।	
	(৪) প্রথম যে বস্তুটিকে দেখছো সেটি কী?	(৪) প্রথম বস্তুটি দাঁত মাজার ব্রাশ	(৪) পুনরায় চাহিদা অনুসারে পর্যবেক্ষণ
	(৫) ব্রাশ-এর কোনো জায়গায় ধরে তুমি দাঁত মাজছো?	(৫) ব্রাশ-এর শেষ প্রান্ত আমরা হাত দিয়ে ১ম প্রান্ত দ্বারা দাঁত মাজি।	(৫) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকরণ
	(৬) তাহলে কীভাবে কাজ করছি বলা যায়?	(৬) এক প্রান্ত দিয়ে কাজ করছি তার অপর প্রান্ত দিয়ে কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে।	(৬) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন
	(৭) এই কথাটি কী সব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?	(৭) হ্যাঁ স্যার দেখুন ব্রাশ, কাঁচি, ছুরি, সাঁড়াশি — সকলের বেলাতেই হাত দিয়ে যেখানে বল দিচ্ছি তার থেকে দূরে কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে।	(৭) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন
	(৮) এই বস্তুগুলিকে কী বলে জানো?	(৮) ''কাজের বস্তু''	
	(৯) এগুলি হল ''সরল যন্ত্র'', তাহলে সরল যন্ত্র কী। শিক্ষক একটু ব্যাখ্যা করবেন ও ছাত্রদের জিজ্ঞেস করবেন।	(৯) যে বস্তু সকল দ্বারা সহজে কাজ করা যায় এবং বস্তুগুলির এক প্রান্তে বল প্রয়োগ করে অন্য প্রান্তে কাজ পাওয়া যায় তাকে বলে সরল যন্ত্র।	(৯) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন
	(১০) এরকম প্রতিদিন কাজ করি এরকম আরও কয়েকটা সরল যন্ত্রের নাম বলতে পারো?	(১০) হ্যাঁ স্যার মনে হয় পারব — সুপারি কাটার যন্ত্র, কোদাল।	(১০) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন
	(১১) এগুলি কেন সরল যন্ত্র?	(১১) প্রথমত, এগুলি দিয়ে সহজে অনেক কাজ করা যায় এবং সুপারি কাটার যন্ত্র ও কোদালেও যে জায়গায় আমরা বল প্রয়োগ করি তার অপর প্রান্তে কাজটা হয় অর্থাৎ সুপারি কাটা যায় এবং বালি তোলা যায়।	(১১) শিক্ষার্থী দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন
	(১২) বাঃ; একদম ঠিক বলেছ, এরকম অনেক আরও যন্ত্র আমরা জানব পরে ও জানব যে সেগুলিও সরল যন্ত্র ও কীভাবে তা কাজে সাহায্য করে।		

শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের দক্ষতা

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম :

শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম :

শ্রেণি : তৃতীয়

শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ৬

সময় : ৬ মিনিট

তারিখ :

বিষয় : আমাদের পরিবেশ

একক : পোশাক

উপ-একক : পোশাকে যায় চেনা

আজকের পাঠ : ওই

আচরণাঙ্গ : ১) শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণকরণ

২) পুনরায় চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণকরণ

৩) শিক্ষার্থীর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন

৪) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলী	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ
ফুটবল খেলার মাঠে দুটি দলের দুই ধরনের জার্সি দেখা যায়। আবার গোল কিপারের জার্সি একেবারেই আলাদা।	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন ও শিক্ষার্থীদের ২টি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলবেন। এরপর তিনি বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিহিত কয়েকটি মানুষের ছবি সম্মিলিত একটি চার্ট উপস্থাপন করে বলবেন— আজ আমরা একটি নতুন বিষয় সম্পর্কে জানব। তার আগে তোমরা বলত এই ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ? চার্ট 	কিছু মহিলা ও পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ
	সবাই কি একই রকম পোশাক পরেছে?	না। বিভিন্ন রকমের পোশাক পরেছে।	শিক্ষার্থীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলী	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কাজ	আচরণাঙ্গ
ডাক্তাররা গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা সাদা রঙের অ্যাপ্রন পরেন।	তারা কী বিশেষ বিশেষ ধরনের পোশাক পরেছে?	হ্যাঁ, এক একজন এক এক ধরনের পোশাক পরেছে।	পুনরায় চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ।
	তাহলে বলো দেখি এগুলো কাদের ছবি?	ডাক্তার, নার্স, গোলকিপার, পুরোহিত।	পুনরায় চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ।
হোটেলে খাবার যারা পরিবেশন করে তাদের পোশাকও আলাদা।	কীভাবে এদের চিনলে?	এদের পোশাকের ধরন দেখে চিনতে পারা গেল। প্রত্যেকের পোশাকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।	পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন
পুলিশ খাঁকি রঙের পোশাক পরেন।	আচ্ছা বলত কেন এদের পোশাক এই রকমের?	এদের কাজের ধরন অর্থাৎ পেশা অনুযায়ী এরা পোশাক পরেছে।	কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন।
এছাড়াও পথে, ঘাটে, মেলায় বিভিন্ন পোশাকের লোকজন দেখা যায়।	অর্থাৎ পেশার ধরন পোশাক দিয়ে বোঝা যায়। শিক্ষক পোশাকের গুরুত্ব বর্ণনা করবেন। আচ্ছা বলতো নার্সের মাথায় টুপি কেন আছে?	নার্স রোগীর সেবা করে। কাজের সময় যদি মাথার চুল এলোমেলো থাকে তাহলে নার্স ও রোগী দুজনেরই অসুবিধা হবে তাই টুপি থাকে।	কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন।
	এরপর শিক্ষক কতগুলি বিভিন্ন নতুন পোশাক পরা মানুষের ছবি, সম্মিলিত অন্য আর একটি চার্ট দেখাবেন ও জিজ্ঞেস করবেন বলত এরা কারা? চার্ট (পাঞ্জাবি, মণিপুরী, রাজস্থানী ও বাঙালীর ছবি)	মণিপুরী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, বাঙালী	পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।
	বাস্তবে পোশাক কীভাবে আমাদের সাহায্য করে?	পোশাক বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ চিনতে সাহায্য করে।	পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।

Developing Observation in Learners

Name of the training Institute :

Name of the trainee teacher

Class – III

No. of Students – 6

Time : 6 min

Date :

Subject - English

Unit – Lesson 4, Know your Birds

Subunit – Peacock and the Crane

Today's Lesson – Do

Behavioural Components :

1. Exposing learners to observable situations.
2. Allowing learners to review and reflect on the observed phenomena.
3. Allowing learners to relate effects to cause.
4. Allowing learners to apply their observations and thinking on similar situations.

Content	Teacher's Activity	Student's expected activities	Behavioural Components
A Peacock lived in forest. It was very beautiful and had nice feathers. A crane also lived there and once the Peacock met him. Peacock told the crane about his feathers. Crane replied that he had wings to fly but the Peacock didn't have wings.	Teacher enters into the class room and greets the students and ask them to divide into two groups. Teacher provides a chart and asks the students to look at the chart 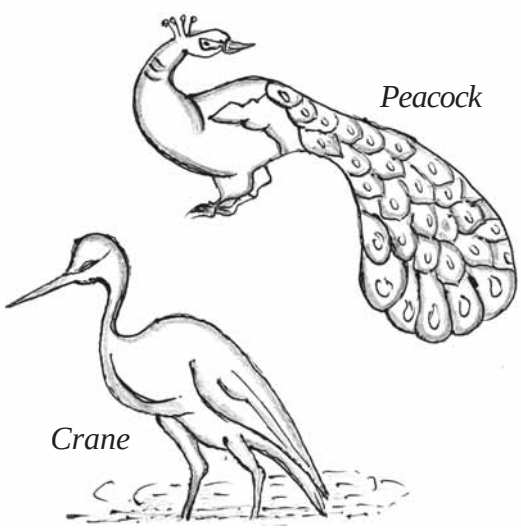 	Students listen to him and sit in the arranged order. Students observe the chart.	Exposing learners to observable situations.

Subject matter	Teacher's Activity	Student's expected activities	Behavioural Components
	Teacher asks the students to name the birds.	Students normally look at the chart and say Peacock and Crane.	Exposing learners to observable situations.
	After that the teacher asks the students of group A to notice the colours of Peacock's feathers and asks them to name them.	The students follow the instruction and notice carefully and answer– yellow, blue, green, brown etc.	Allowing learners to review and reflect on the observed phenomena.
	Again teacher asks them "Whose beak is longer than other ?"	The students again notice the chart and answer "Crane's beak is longer than the Peacock".	Allowing learners to review and reflect on the observed phenomena.
	Teacher tells them about the 'Peacock and crane' story in brief that though the peacock have long nice feathers they can't fly but the crane can fly.	The students will listen.	
	Teacher asks them "Why can't the Peacock fly ?"	The Students answer Peacock has long feathers on his tail and those don't help to fly. So Peacock can't fly.	Allowing learners to relate effects to cause.
	Why the Peacock was ashamed?	The Peacock ashamed to know that though he has colourful nice feathers, he can't fly like the crane. His feathers are useless.	Allowing learners to relate effects to cause.

শিখন পরিস্থিতির সাথে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধনের দক্ষতা

[Skill of Integrating performing Art with the Learning Situation]

ভূমিকা :

কর্মচঞ্চলতা শিশুর জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। সেই কারণে শিক্ষার পাঠক্রমের সাথে সক্রিয়তা একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষা চলাকালীন খেলাচ্ছলে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদান মনোবিজ্ঞানসম্মত। খেলাচ্ছলে শিক্ষাগ্রহণ করলে তবেই শিক্ষাচলাকালীন অঙ্গসঞ্চালন ও মস্তিষ্কচর্চা একই সাথে ঘটবে। কর্মকেন্দ্রিক কোনো শিক্ষাদান পদ্ধতির দ্বারাই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়। তাই শিক্ষাদানকালীন কৃৎকলা শিল্পের সূচনা একদিকে যেমন পাঠদান পদ্ধতিকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলে অপরদিকে তেমনই শিশুদের সৃজনশীলতা, মননশীলতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলিকেও ত্বরান্বিত করে। ফলে শিক্ষাদান আনন্দময় হয় ও সহজে গ্রহণযোগ্য হয়।

বৈশিষ্ট্য :

(১) এই পটুত্ব সম্পাদন করার সময় শিক্ষার্থীরা 3H অর্থাৎ Head, Hand and Heart এই 3টিকেই সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে।

(২) শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশসাধনের পাশাপাশি উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

(৩) পাঠ্যবিষয় ছাড়াও দৈনন্দিন সমস্ত কাজের মধ্যেই যে নান্দনিকতা বোধ কাজ করে তা শিক্ষার্থীদের জানানো যায়।

(৪) কর্মকেন্দ্রিকতা নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়।

(৫) আনন্দময় পরিবেশ গড়ে ওঠায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ততা বৃদ্ধি পায় ও তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনীয়তা :

(১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বোধ তৈরি করতে এই পটুত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(২) শিক্ষার প্রতি ভীতি দূর করে নান্দনিকতাকে খুঁজে পেতে এই পটুত্বের ব্যবহার অপরিহার্য।

(৩) Play way in education বা কর্মকেন্দ্রিকতার নীতিকে বাস্তবায়িত করতে এই পটুত্ব অনবদ্য মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে।

(৪) শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে এই পটুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৫) বাস্তব জীবনে তারা নিজেদের সৃজনশীলতার প্রতিফলন ঘটাতে উদ্যোগী হয়।

(৬) শিক্ষা ব্যবস্থা এই পটুত্বের ব্যবহারে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

- **শিখন পরিস্থিতির সাথে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধন দক্ষতার আচরণাঙ্গসমূহ :-**

শিখন পরিস্থিতির সাথে সৃষ্টিশীলতাকে সংযোগ ঘটাতে গেলে কতগুলি পর্ব আমাদের অনুসরণ করতে হয়। এই পটুত্বের আচরণাঙ্গগুলি হলো যথাক্রমে —

(১) বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ

(Encouraging active participation in the lesson through perfomances)

(২) সৃজনাত্মক সৃষ্টি

(Encouraging creativity through performances)

(৩) বিষয়ের নাট্যরূপান্তরকরণ

(Encouraging dramatisation of lessons or learning situation)

(৪) বিষয়ের প্রতিফলন

(Encouraging application of the lessons or learning situations to real life situations)

- **আচরণাঙ্গগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান :—**

(১) বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ :

শিক্ষার্থীদের এই পটুত্ব ব্যবহার করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে উপ-এককটি বেছে নেওয়া হবে তার ধারণাগুলিকে অনুধাবনের জন্য যে কৃৎকলা শিল্পের ব্যবহার করা হবে (নাচ, গান, আবৃত্তি, অঙ্কন, অভিনয় ইত্যাদি) তাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে।

(২) সৃজনাত্মক সৃষ্টি :—

কৃৎকলা শিল্পের বিভিন্ন কলা শিল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য কলা শিল্পের সহায়ক বিভিন্ন সামগ্রী শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরি করবে নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে। এর ফলে তাদের চিন্তা ও সৃজনীশক্তির উৎকর্ষতাসাধন হবে। যেমন- চতুর্থ শ্রেণির আমাদের পরিবেশ বিষয়ে, আমার আকাশ এককের অন্তর্গত ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল উপ-একক পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা সাতটি তারা বানাতে উৎসাহী হবে কাগজ বা কার্ডবোর্ড কেটে এবং তাতে রঙ করবে। সাতটি তারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকৃতিকে অনুসরণ করে সাজাবে। এতে পাঠদানও যেমন আকর্ষণীয় হবে, পাঠ গ্রহণও তেমন আনন্দময় হয়ে উঠবে।

(৩) বিষয়ের নাট্যরূপান্তরকরণ :—

পাঠ্য উপ-এককের অংশ বিশেষ/কোনো ধারণা নাট্যরূপান্তর উপযোগী হলে সেটিকে একাধিক চরিত্র সৃষ্টি করে সংলাপের সহযোগে অভিনয়ের মাধ্যমে যখন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা হয় তাকে বলা যেতে পারে বিষয়ের নাট্যরূপান্তরকরণ। এখানে নাট্যরূপান্তর কার্যটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতা নিয়ে শিক্ষার্থীরাই সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। তারাই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবে ও সংলাপ বলবে এর ফলে উপ-এককের নির্দিষ্ট গৃহীত অংশটি খুব আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত হবে ও এই শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী হবে। সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার দরুন রূপান্তরকরণ দক্ষতার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করারও সুযোগ পাবে।

(৪) বিষয়ের প্রতিফলন :

শিক্ষার্থীরা যে নাট্যরূপান্তরকরণটি করবে অথবা যে সৃজনাত্মক কাজগুলি করবে, তাতে পাঠ্যবিষয়ের অংশ বিশেষ প্রতিফলিত হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। অর্থাৎ পাঠের যে অংশ তারা নাট্যরূপান্তর করবে বা যে অংশে তারা সৃজনাত্মক সৃষ্টি করবে তা যথাযথ কি না facilitator হিসেবে শিক্ষক তা যুক্তি সহকারে যাচাই করে নেবেন। নাট্যরূপান্তর পাঠের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া প্রয়োজন তবেই শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্য বিষয়টি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে।

- **বিষয়বস্তু নির্বাচন :—**

বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধন পটুত্বের আচরণাঙ্গগুলি ব্যবহার উপযোগী অংশ পাঠের মধ্যে আছে কি না। নাট্যরূপান্তর করা যাবে এমন অংশ পাঠ্য উপএককের মধ্যে আছে কি না তা দেখে নিতে হবে। যেমন— চতুর্থ শ্রেণির আমার পরিবেশ বিষয়ের 'প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা' এককে 'পোষ মানা পশুপাখি' উপ-এককটিকে নির্বাচন করতে পারি এই পটুত্বের জন্য। এই অংশের পশুপাখিদের চরিত্রগুলি ভূমিকায়নের জন্য বিভিন্ন মুখোশ তৈরি করা যেতে পারে যার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। আবার পোষ্য পশুপাখিদের করণীয় আচার ব্যবহারগুলি সংলাপের মাধ্যমে

উপস্থাপন করে পশুপাখিদের চরিত্রায়ন করে অভিনয় করা গেলে খুব সহজে পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিফলিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — একজন শিক্ষার্থী মুরগীর মুখোশ পরে বলতে পারে ''আমি একটি পোষ মানা পাখি। আমি মুরগী। আমার সাথে আমার আরো অনেকগুলি বন্ধু মুরগীও থাকে। আমরা ডিম পাড়ি। সারাদিন ঘুরে বেড়াই, দানা খুঁটে খাই আর সন্ধ্যে হলেই ঝুপ করে ঘুমিয়ে পড়ি।'' এভাবে পাঠ্যাংশের বিভিন্ন পশুদের চরিত্রায়ন করা গেলে পাঠটি সহজবোধ্য, আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

- **Format অনুযায়ী lesson plan**

● শিখন পরিস্থিতির সাথে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধনের দক্ষতা ●

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম ঃ
শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ঃ
শ্রেণি ঃ ষষ্ঠ
শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ ৬
সময় ঃ ৬ মিনিট
তারিখ ঃ

বিষয় ঃ পরিবেশ ও বিজ্ঞান
একক ঃ কতগুলি প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ
উপ-একক ঃ পিঁপড়ে
আজকের পাঠ ঃ পিঁপড়েদের জীবনযাত্রা

আচরণাঙ্গ ঃ
১। বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ
২। সৃজনাত্মক সৃষ্টি
৩। বিষয়ের নাট্যরূপান্তরকরণ
৪। বিষয়ের প্রতিফলন

- **বিভিন্ন কৃৎকলা শিল্পের নির্বাচন :—**

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যাবলি	আচরণাঙ্গ
পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। তাদের সংখ্যাও পৃথিবীতে অনেক। রানি, দাসী, শ্রমিক ও সৈন্য এই নিয়ে তাদের পরিবার। লাল পিঁপড়েরা হল মণিনব আর কালোরা সেবক। পিঁপড়েরা পরিশ্রমী। বাসা ও তৈরি করে, ডিম মুখে করে ঘুরে ও বেড়ায়। শীতের আগে খাদ্য সঞ্চয় করে। এরা মিলেমিশে থাকে।	শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক কুশল বিনিময় করবেন ও ছাত্রদের ২টি দলে ভাগ করে দেবেন। আমরা সবাই জানি যে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু মানুষ ছাড়াও কিছু প্রাণী আছে যারা সমাজবদ্ধ জীব। তোমরা কী কেউ এমন কতগুলি প্রাণীর নাম বলতে পারবে? একদম ঠিক বলেছ। পিঁপড়েদের কোথায় দেখা যায় বলত? সব পিঁপড়েদের আকার, রঙ ইত্যাদি কী একরকম? ঠিক। রানী পিঁপড়েরা বড়ো, আর সৈন্য শ্রমিক পিঁপড়েরা আকারে ছোট। তোমাদের একটা বিন্দু চিত্র দিচ্ছি। বিন্দুগুলি জুড়ে দেখোতো কি হয়।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ মেনে ২টি দলে ভাগ হয়ে বসবে। মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকা, ইত্যাদিরা সমাজবদ্ধ জীব। মাটিতে, গাছের ডালে, মিষ্টি খাবারের আশে পাশে ফাঁকে-ফোকরে সব জায়গায়। না, কোন পিঁপড়ে বড়, কোনটি ছোট, কেউ লাল, কেউ বা কালো।	বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যাবলি	আচরণাঙ্গ
	‘বিন্দু চিত্র জোড় ও দেখ’ 	শিক্ষার্থীরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা আনন্দসহকারে বিন্দুগুলি যোগ করে ছবিটিকে পূর্ণ রূপ দেবে ও প্রাণীটিকে শনাক্ত করবে যে ওটি পিঁপড়ে।	সৃজনাত্মক সৃষ্টি।
	কিছু জন পিঁপড়েকে লাল রঙ করো। আর কিছুজন কালো। লাল পিঁপড়ে হল মণিব আর কালো পিঁপড়ে হল সেবক। দুই দল থেকে দু-জন উঠে এসে এদের স্বভাব ও চরিত্র অভিনয় করে দেখাও তো। আমি সাহায্য করব। বাঃ! খুব সুন্দর করে অভিনয় করেছ কোন পিঁপড়ের কি কাজ এস তা আমরা চার্টে ছবি দেখে বুঝে নিই, লেখাগুলো পড়ে নেই।	তারা রঙ করবে উৎসাহের সাথে ছাত্রেরা নির্দেশ মেনে পিঁপড়ে সাজবে ও সংলাপ বলবে। **লাল পিঁপড়ে** : আমি হলাম মণিব, আমি যুদ্ধে পটু। খাবার মজুত করি। কালো পিঁপড়ের বাসা থেকে ডিম মুখে করে আনি।	সৃজনাত্মক সৃষ্টি। বিষয়ের নাট্য রূপান্তরকরণ।
	● পিঁপড়ের শ্রেণি ও কাজ ● ১. রানি : ডিম পাড়ে ২. সৈন্য : রানিকে ও বাসাকে পাহারা দেয়। ৩. শ্রমিক : পিঁপড়েদের সমাজে যাবতীয় কাজ করে যেমন—খাবার খোঁজা, মজুদ করা, রানির সেবা করা, বাসা বাঁধা, ছত্রাক চাষ করা ইত্যাদি। ৪. দাসী পিঁপড়ে : এরা রানির সেবা করে প্রধানত, ডিমের যত্ন করে ও ছোটো লার্ভার লালনপালন করে।	**কালো পিঁপড়ে** : আমি হলাম সেবক। আমি বুদ্ধিমানও বটে। যুদ্ধ করি, বাসা বাঁধি, খাবার খুঁজে বয়ে আনি, বাসা বাঁধি, পাহারা দিই। আমি পরিশ্রমী আর সারাজীবন বেগার খেটে মরি। শিক্ষার্থীরা চার্টটি পড়বে ও কোন পিঁপড়ের কি কাজ সেটা চার্ট দেখে দেখে জানবে ও বলবে।	বিষয়ের প্রতিফলন।
	আচ্ছা তাহলে এবার বলত পিঁপড়েদের দেখে আমরা কী কিছু শিখতে পারি? একদম ঠিক। খুব ভালো উত্তর দিয়েছ।	A দল থেকে বলবে—হ্যাঁ। পিঁপড়েদের মতো আমাদেরও সমাজেও এক এক জনের এক এক ধরনের কাজ। সবার নিজের কাজ ঠিকভাবে করা উচিত।	

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যাবলি	আচরণাঙ্গ
		B দল থেকে বলবে ---পিঁপড়েদের মতো আমাদেরও পরিশ্রমী হওয়া উচিত। সমাজে সবাই ভালো ভাবে একসাথে কি করে থাকব তা পিঁপড়েদের দেখে শেখা যায়।	

● শিখন পরিস্থিতির সাথে কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধনের দক্ষতা ●

প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম ঃ
শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম ঃ
শ্রেণি ঃ তৃতীয়
শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ ৬
সময় ঃ ৪ মিনিট
তারিখ ঃ

বিষয় ঃ পাতাবাহার (বাংলা)
একক ঃ তৃতীয় পাঠ
উপ-একক ঃ ফুল
আজকের পাঠ ঃ প্রথম ৩টি স্তবক
(ফুলের জন্ম কীভাবে হল)

আচরণাঙ্গসমূহ ঃ ১। বিষয়সমূহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ
২। সৃজনাত্মক সৃষ্টি
৩। বিষয়ের নাট্যরূপান্তরকরণ
৪। বিষয়ের প্রতিফলন

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যাবলি	আচরণাঙ্গ
অনেক আগে যখন মানুষ জন্মায়নি তখন ফুলও ছিল না। ফুলপরীরা এক রাতে নেমে এল পৃথিবীতে। তারা তাদের দেশ থেকে অনেক ফুলের বীজ এনে ছড়ালো অনেক ফুল ফুটল।	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে কুশল বিনিময় করে ছাত্রদের ২টি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা ২টি দলে ভাগ হয়ে বসে নির্দেশ মান্য করবে।	
	শিক্ষক একটি ঝুড়িতে কতগুলি ফুল ও কুঁড়ি এনে ছাত্রদের দেখাবেন তাদের চিনতে বলবেন কুঁড়ি কোনটি ও ফুল কোনটি।	শিক্ষার্থীরা কুঁড়ি ও ফুল শনাক্ত করবে ও বলবে যে কুঁড়ি থেকেই ফুল হয়।	বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ।
	শিক্ষক বলবেন— পৃথিবীতে কোথাও যদি কোনো ফুল না এসে থাকত তবে কেমন হত?	খুব খারাপ হত, ফুল না থাকলে কি ভালো লাগে?	বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ।
	ঠিক। এস তবে ফুল কি করে এল তা নিয়ে একটি গল্প শুনি।	শিক্ষার্থীরা শুনবে।	
	তোমরা সবাই নিশ্চই ফুল ভালোবাসো কিন্তু এক সময় পৃথিবীতে ফুল ছিল না। ফুল পরীরা বিভিন্ন ফুলের বীজ নিয়ে এসে ফুল ফোটাল।	শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।	

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যাবলি	আচরণাঙ্গ
অনেক মধু হল। অনেক মৌমাছি এল মধু খেতে। চারদিকে ভরে উঠল ফুলে আর সৌন্দর্য্যে।	তোমরা যত ফুল দেখ চারদিকে সব ফুলের বীজ ফুলপরীরা এনেছিল। কয়েকটি ফুলের নাম বলত।	টগর, জবা, গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেল, ধুতরা।	বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।
	বাঃ একদম ঠিক। আচ্ছা A দল বলত এর মধ্যে সাদা ফুল কোনগুলি।	টগর, বেল, ধুতরা, রজনীগন্ধা।	বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।
	B দল তবে রঙীনফুল কোনগুলি তা বুঝলে। তবে বলত গন্ধ কোনগুলির আছে?	গোলাপ, গাঁদা, রজনীগন্ধা, বেল।	বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।
	বাঃ একদম ঠিক।		
	কোন ফুল দেখতে ভালো লাগে?	রঙীন ফুল।	বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।
	বাঃ বেশ। আমি তোমাদের ২টি দলকে ২টি রঙীন ফুলের ছবি দিচ্ছি। কোনটির কি রঙ হবে তা রঙ কর।	শিক্ষার্থীরা আনন্দ সহকারে ফুলগুলিতে রঙ করবে।	সৃজনাত্মক সৃষ্টি
	ফুল ফুটল, মধু জন্মাল মৌমাছি এল। মাঠ, বন সব ফুলে ভরে গেল। বাতাস তাদের দুলিয়ে দিল।		
	বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুল কীভাবে পর্যায়ক্রমে আসে তার একটি চক্রাকার পর্যায়ক্রমিক চিত্র চার্টের মাধ্যমে শিক্ষিকা দেখাবেন ও ফুলের জন্ম ইতিহাস বলবেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও দেখবে।	

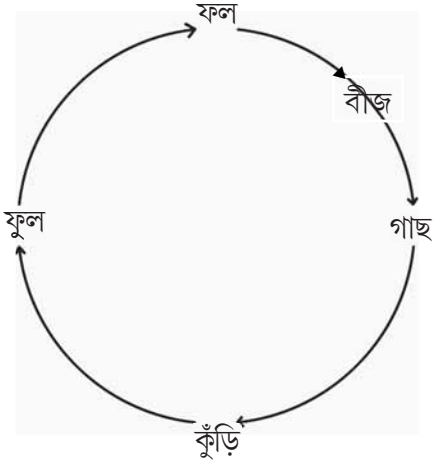

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যাবলি	আচরণাঙ্গ
	এবার শিক্ষক কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে ফুল, বীজ, মৌমাছি ও ফুলপরী হতে বলবেন ও পাঠ্যাংশটি অভিনয় করতে বলবেন ও কীভাবে করবে তার নির্দেশনা দেবেন।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুযায়ী কাল্পনিক চরিত্র সাজাবে ও সংলাপ বলবে। **ফুলপরী :** সারা পৃথিবীতে একটাও ফুল নেই, আমার দেশে কত ফুল। এমন চমৎকার জায়গায় আমি ফুল নিয়ে আসি যাই, বীজ নিয়ে আসি। **বীজ :** আমি বীজ, জল, আলো, বাতাস পেয়ে আমি গাছের জন্ম দেবো, তাতে কুঁড়ি হবে আর ফুল ফুটবে। **ফুল :** আমি ফুল। আমার রঙ হয়, গন্ধ হয়, পাপড়ি দোলাই হাওয়ায়। আমার মধু আছে। **মৌমাছি :** আমি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াই আর মৌচাক ভেঙে সবাই মধু খায়।	বিষয়ের নাট্য রূপান্তরকরণ
	বা: খুব সুন্দর সবাই অভিনয় করলে। এবার বলতো তাহলে ফুল আমাদের কী কাজে লাগে? কেন আমরা ফুলগাছ লাগাবো?	ফুল দিয়ে পূজো হয়। ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়। ফুল ফুটে থাকলে খুব সুন্দর দেখতে লাগে। মন খুশিতে ভরে যায়। মৌমাছি মধু খেতে আসে। বাতাসে সুন্দর গন্ধ ছড়ায়। তাই আমরা ফুলের বাগান গড়ব।	বিষয়ের প্রতিফলন।

শিক্ষার্থীদের দ্বারা কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধন করানোটাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু তাদের চিন্তাশক্তির পরিণমন না হওয়ার জন্য শিক্ষকই নির্দেশনা দেবেন যে পাঠ্যাংশের কোন জায়গায় কোন শিল্পকলাটি প্রয়োগ করা যাবে। সক্রিয়ভাবে শেখার অভিজ্ঞতায় নিয়োজিত হলে শিক্ষার্থীরা সবথেকে ভালো শেখে। শিক্ষার্থীরা অন্যদের সাথে কথা বলে তাদের ধারণা ভাগ করে নিয়ে কোনো বিষয়ে তাদের বোঝা আরও গভীরতর করতে পারে। পাঠ্যাংশের সাথে প্রাসঙ্গিক কৃৎকলা শিল্পের উপস্থাপনা নতুন অনুভূতি অন্বেষণের সহায়ক হয়ে উঠবে।

কৃৎকলা শিল্পের সংযোগসাধনকে আরো কার্যকরী করে তুলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে—

(১) বিভিন্ন কৃৎকলা শিল্প যেমন— নাচ, গান, আবৃত্তি, অঙ্কন, অভিনয় প্রভৃতির ধারাবাহিকভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

(২) পাঠ্য বিষয়বস্তুকে নিয়ে নাটক উপযোগী স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে শেখা।

(৩) নাটক দেখা ও অভ্যাস করা।

(৪) পাঠ্যবিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে চরিত্রায়ন ও সংলাপ তৈরি করার অনুশীলন।

(৫) বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যাবলির উপযোগী শিখন সম্ভার (মুখোশ, পাপেট, কাট-আউট ইত্যাদি) তৈরি করতে শেখা।

- **শিক্ষাগত মূল্য :—**

(১) বিভিন্ন চরিত্রায়নের ফলে শিল্পী সত্তা বিকশিত হয়

(২) অন্যব্যক্তির অনুভূতি বুঝতে পেরে নিজের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি অন্বেষণ করা যায়।

(৩) পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সৃজনশীলতার মাধ্যমে একটা নতুন রূপ দিতে শেখে।

(৪) সকলকে আনন্দময় পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় রাখা যায়।

(৫) নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটে।

- **কীভাবে Pre-internship মূল্যায়ন করতে হবে তার পরিকাঠামোটি নীচে প্রদত্ত হল।**

Evaluation : Internal & External

50 marks for Internal Evaluation

Demonstration of 5 lessons on the selected five skills :	5 × 5 marks = 25
Observation and reflection :	5 × 5 marks = 10
Preparation of Lesson Notes :	15 marks
Total	50

50 marks for external evaluation

5 Lessons notes in the note book on five selected skills:	5 × 4 marks = 20
Demonstration on two skills before the external evaluator:	2 × 15 marks = 30
Total	50

The skills to be demonstrated will be selected by the external evaluator on the spot.

School Internship including Practice Teaching

ভূমিকা :-

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত ধারণাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনেই School Internship-এর উৎপত্তি। অন্যান্য পেশাগত কোর্সের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রেও Internship বা শিক্ষানবিশীর গুরুত্ব অসীম। শ্রেণিকক্ষে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে বহির্বিশ্বের সংযোগস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার কথা জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫, শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন ২০০৯-এ বারবার বলা হয়েছে। এই সূত্র ধরেই বর্তমান D. El. Ed কোর্সের পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচি ও আনুষঙ্গিক রূপরেখা রচিত হয়েছে।

School Internship মানেই গতানুগতিক পদ্ধতিতে স্থানীয় বিদ্যালয়ে গিয়ে বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী পাঠদান অভ্যাস অনুশীলন নয় বরং শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে আনন্দময় ও ভয়হীন পরিবেশে শিশুকেন্দ্রিক ও সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটানো। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বিষয়গত ধারণা, তত্ত্ব, শ্রেণি পরিচালনাগত তাত্ত্বিক জ্ঞান, বিভিন্ন কৌশল ও দক্ষতার হাতেকলমে প্রয়োগের ক্ষেত্রই হল School Internship, এককথায় School Internship হল শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সের হৃদপিণ্ডস্বরূপ।

উদ্দেশ্য :-

- বিদ্যালয়ের (প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে) সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অবগত করা
- প্রকৃত শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে শিক্ষামূলক তত্ত্ব, পেডাগগি বিভিন্ন শিক্ষণ দক্ষতা ও শিক্ষণ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলা
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে সুমধুর সম্পর্ক তৈরি করা, তাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপট সম্পর্কে জানা, তাদের সমস্যাগুলি ধৈর্যের সাথে শোনা, বোঝা ও সেগুলির সমাধানে সচেষ্ট করে তোলা
- শিক্ষণ ব্যবস্থা তথা শিক্ষার প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা
- উপযুক্ত শিখন-শিক্ষণ উপকরণের মাধ্যমে ধারণা গঠনের প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করে তোলা
- পাঠ্যবিষয়বস্তুর সাথে বাস্তব জীবনের/দৈনন্দিন জীবনের সংযোগসাধনের দিকটি গুরুত্বের সাথে ভাবতে শেখানো
- সঠিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে দক্ষ করে তোলা
- শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের হাতেকলমে পরিচিতিকরণ
- সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে দায়িত্বশীল, দক্ষ শিক্ষকে রূপান্তরকরণ

কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ (Detailed plan of Action)

- অন্তর্বর্তীকালীন পাঠাভ্যাসের ব্যবহারিক ধারণা গঠন
- প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান
- পাঠ পরিকল্পনার ছক্ সম্বন্ধীয় ধারণা গঠন

প্রস্তাবিত ছক

বিদ্যালয়ের নাম :
শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম :
শ্রেণি : বিভাগ :
শিক্ষার্থী সংখ্যা :
সময় :
তারিখ :
শিখন-সহায়ক উপকরণ :
উদ্দেশ্য : সাধারণ, বিশেষ

বিষয় :
একক :
উপ-একক :
আজকের পাঠ :

আয়োজন স্তর

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ /কাজ	সময়	সম্ভাব্য বিভ্রান্তি/উত্তর

উপস্থাপন স্তর

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ /কাজ	সময়	সম্ভাব্য বিভ্রান্তি/উত্তর

মূল্যায়ন/প্রয়োগ স্তর

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ /কাজ	সময়	সম্ভাব্য বিভ্রান্তি/উত্তর

পাঠ-পরিকল্পনার ছক অন্তর্গত বিভিন্ন স্তর (যেমন — আয়োজন, উপস্থাপন ও মূল্যায়ন) সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান —

আয়োজন স্তর :—

আজকের পাঠের উপযুক্ত কিনা তা জানার জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইকরণের পর্যায়। এটি শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের মাধ্যমে কর্মপত্র প্রদানের ও পূরণের মাধ্যমে, সহজ জানা প্রশ্নের মাধ্যমে, গান, গল্প, ছড়ার মাধ্যমে, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণের সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং শ্রেণির পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে তার মিল খুঁজে নিয়ে তার ভিত্তিতে তাদের সঙ্গে মতের বিনিময় শিক্ষক করতে পারেন। প্রস্তাবিত ছয়টি কলমে আয়োজন স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়।

উপস্থাপন স্তর :—

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কীভাবে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে অগ্রসর হবেন তা এই পর্যায়ে নির্দেশিত থাকে।

১) **বিষয়বস্তু :—** উপস্থাপন স্তরে যে বিষয় বা একক পাঠদান করা হবে সেটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা থাকবে।

২) **শিক্ষকের কাজ :—** শিক্ষক প্রথমে মূর্ত বস্তু বা বাস্তব উপকরণের সাহায্যে ধারণা গঠনের পথে অগ্রসর হবেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ দেবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে, বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতিরিক্ত তথ্য আহ্বানে, নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে, ভ্রান্তধারণা দূর করতে ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটাতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের অভিজ্ঞতার সাথে জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে সঠিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং নান্দনিকতাবোধ গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবেন। শিখন সহায়ক উপকরণ হিসাবে শিক্ষক চার্ট, পকেট বোর্ড, চক্রচার্ট, সংশ্লিষ্ট ছবি ও শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করবেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরব পাঠ, নীরব পাঠ, শব্দার্থ, বাক্যরচনা ইত্যাদির ওপর জোর দেবেন। বিজ্ঞান, গণিতের ক্ষেত্রে সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ অবশ্যই রাখতে হবে। উপস্থাপনের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণীকরণের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কিনা শিক্ষক সে বিষয়ে নজর দেবেন।

৩) **যৌক্তিকতা :—** পাঠদানকালে শিক্ষক যে যে কাজগুলি করবেন তার প্রতিটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা যুক্তি থাকবে হবে। যেমন :—

শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা
● কুশল বিনিময়	● আনন্দদায়ক ও ভয়হীন পরিবেশের সৃষ্টি করা
● শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থীকে কতগুলি দলে ভাগ করে দেওয়া	● দলগত কাজে উৎসাহদান ● পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ দান
● মূর্ত বস্তু ও চার্ট বা ছবি দেখানো	● পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উন্নতিসাধন ● শিশুকেন্দ্রিক শিখনে উৎসাহদান ● পাঠে মনোযোগী করে তোলা
● রিডিং পড়ানো (সাহিত্যের ক্ষেত্রে)	● সরব পাঠে উৎসাহদান ● পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, উচ্চারণের স্পষ্টতা যাচাই করণ
● একদলের পূরণ করা কর্মপত্র অন্যদলকে দিয়ে সংশোধন করানো	● সহপাঠীদের ও নিজেদের মূল্যায়নে উৎসাহী করে তোলা ● আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করা
● সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ	● হাতেকলমে কাজে সকলকে উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলা

৪) **শিক্ষার্থীর আচরণ/কাজ :—** এই স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-এর নির্দেশমতো কাজ করবে, নিজেদের মধ্যে ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করবে, মত বিনিময় করবে, বিষয় সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সম্পর্কে নির্ভয়ে বলবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষককেও প্রশ্ন করবে। দলের অন্যান্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেবে।

৫) **সময় :—** যদিও পাঠদানের সময় ৪০ মিনিট রাখা হয়েছে (আয়োজন স্তরে ৫ মিনিট, উপস্থাপন স্তরে ৩০ মিনিট ও মূল্যায়ন স্তরে ৫ মিনিট) তবুও পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর মান, পাঠদান পদ্ধতি, বিষয়ের কাঠিন্য বা গুরুত্ব অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষক-ই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

৬) **সম্ভাব্য বিভ্রান্তি/উত্তর :—** শিক্ষক যে প্রশ্নগুলি করবেন তার সবগুলিরই যে শিক্ষার্থীরা যথাযথ উত্তর দিতে পারবে এমন নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি আছে সেগুলোও আলোচনাকালে উত্থাপিত হতে পারে।

মূল্যায়ন/প্রয়োগ স্তর — শিক্ষার্থী শিক্ষকের আজকের পাঠদান কতটা উদ্দেশ্যভিত্তিক ও কার্যকরী হয়েছে তা যাচাইকরণ করা হয় এই স্তরে। আয়োজন ও উপস্থাপন স্তরের মতো এই স্তরেও ছয়টি কলামে মূল্যায়নের বিবরণ দেওয়া হয়।

- পাঠ-পরিকল্পনার ছক সম্বন্ধীয় ধারণা গঠনের পর শিক্ষার্থী শিক্ষকরা প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবে। বিষয়ভিত্তিক চার্ট তৈরি করবে ও বাস্তব/মূর্ত উপকরণ সংগ্রহ করবে।
- পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষণকেন্দ্রের শিক্ষকগণ দেখবেন, সংশোধন করে দেবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দেবেন।
- বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা নিজেদের শিক্ষণ কেন্দ্রেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান অভ্যাস করবে। কমপক্ষে অন্তত এক মাস এই অভ্যাস চলতে থাকবে।
- অভ্যাসকালীন সময়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হবে, সময়ে পড়ানো শেষ করতে শিখবে, নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা পাবে জড়তা কেটে যাবে ও আরও ভাল কীভাবে করা যায় তা আলোচনার মাধ্যমে শিখতে পারবে।
- এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী-শিক্ষককে চারটি প্রধান বিষয়ের (বাংলা, ইংরাজি, গণিত ও পরিবেশ) ওপর ১০টি করে মোট ৪০টি পাঠ-টীকা (Lesson Plan) বানাতে হবে যার মধ্যে প্রতি বিষয়ের ওপর পাঁচটি প্রাথমিক সিলেবাস অনুযায়ী ও পাঁচটি উচ্চপ্রাথমিক সিলেবাস অনুযায়ী হতে হবে।
- নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুমতি পাওয়ার পর শিক্ষার্থী শিক্ষকরা উক্ত বিদ্যালয়ের সময়তালিকার সাথে পরিচিত হবে।
- বিদ্যালয়গুলিতে ৪৫দিন পাঠদান অভ্যাস করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে শিক্ষার্থী শিক্ষকরা অবশ্যই শিক্ষণকেন্দ্রের শিক্ষকদের দ্বারা Lesson Plan অনুমোদন করিয়ে নেবে।
- বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদান অভ্যাস চলাকালীন প্রতিদিন শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ভালোমন্দ দিকগুলি ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা যেন শিক্ষকের মতামত ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে পরবর্তীতে নিজেদের আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।
- শিক্ষার্থী শিক্ষককে প্রথমেই বিদ্যালয়ের শিশুদের সামনে আনন্দময় ও ভয়হীন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের শিশুকেন্দ্রিক শিখনে উৎসাহ দিতে হবে, আলোচনার সুযোগ দিতে হবে, হাতেকলমে কাজে উৎসাহ দিতে হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে হবে।

- নির্মিতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে 5E শিখন মডেলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে (Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration & Evaluation) যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্থপূর্ণ ও বাস্তবজীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।
- শিশু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক দক্ষতার পাশাপাশি যাতে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, সূক্ষ্ম চিন্তনের ক্ষমতা, সামাজিক দক্ষতা, অনুভূতিমূলক দক্ষতাও গড়ে ওঠে, সে ব্যাপারে শিক্ষার্থী শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে সাধারণ শিশুদের সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরাও শিখতে পারে।
- শিশু শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক মূল্যায়নের রেকর্ড তৈরি করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নির্দেশিত ছকে।
- পাঠ অভ্যাসকালীন পর্বের শেষের দিকে শিশু শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবে শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা এবং শিখনের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে পাঠদান অভ্যাস চলাকালীন শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা তাদের বন্ধুদের পাঠদান যথাযথ হচ্ছে কিনা তা সংযোজিত 'Observation Schedule'-এর মাধ্যমে জানাবে।
- প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান অভ্যাস চলাকালীন সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষককে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক সমস্ত কার্যাবলিতে (যেমন প্রার্থনাসভা, বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি, যে-কোনো ধরনের সচেতনতা প্রচারকার্য, শিক্ষক অভিভাবক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ জরুরি।
- পাঠ-পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়ের ধারণা গঠনের জন্য চার্ট, মডেল ও অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক উপকরণ শিক্ষার্থী-শিক্ষককে নিজে হাতে শিক্ষণকেন্দ্রে বসে তৈরি করতে হবে।
- দীর্ঘ ৪৫দিন পাঠদান অভ্যাসের পর বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা আবার শিক্ষণকেন্দ্রে ফিরে এসে শিক্ষকদের সাথে পুনরায় আলোচনায় বসে নিজেদের ও বন্ধুদের ভুলত্রুটি আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করবে, Practice Teaching নিয়ে নিজেদের মতামত জানাবে এবং শিক্ষায় শিক্ষানবিশীর অবদান কতটা তা উপলব্ধি করতে পারবে।

গুরুত্ব :—

১) School Internship-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের শিশুদের গুরুত্ব দিতে শেখে অর্থাৎ শিশু শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনা, বোঝা ও তাদের সমস্যাগুলি প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারে।

২) শুধুমাত্র পাঠদান অভ্যাস নয় বরং বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থী-শিক্ষক নিজেকে একাত্ম করে নিতে শেখে।

৩) পাঠ্যবিষয়বস্তুর সাথে বাস্তব জীবনের সংযোগসাধন করতে পারে।

৪) শিশু-শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে শিখন সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব এবং পাঠদানকালে কখন সেগুলোর প্রয়োজন সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মায়।

৫) শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা নিজেদের সহায়তাদানকারী বা পথ প্রদর্শক-এর ভূমিকায় রাখতে শেখে যা গতানুগতিক শিক্ষকের ধারণার পরিপন্থী।

৬) School Internship-র মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি নিরন্তর সংশোধনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের উপযুক্ত দক্ষ ও দায়িত্বশীল শিক্ষক হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলে।

৭) প্রকৃত বিদ্যালয় পরিবেশে অনেকদিন ধরে পাঠদান অভ্যাস করতে করতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের প্রাথমিক জড়তা বা আড়ষ্টতা কেটে যায়।

৮) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বিভিন্ন শিখন উপকরণ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা বোধের বিকাশ ঘটে ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

৯) বিদ্যালয়ে পাঠদান অভ্যাস করতে করতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা শিশুরা কী করতে পারে না সেটার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে কী পারে সেই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে শেখে।

১০) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনকে গুরুত্ব দিয়ে এমন শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে শেখে যেখানে সমস্ত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।

১১) শ্রেণিকক্ষে কী শেখানো হবে এবং কীভাবে শেখানো হবে সে বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে শেখে।

১২) বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে।

১৩) সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

১৪) বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করতে শেখে।

Formative Assessment for School Internship Including Practice Teaching

Plan of Action	Tentative Period	Tools Used	Indicator to be Assessed (Formative)
পাঠদান অভ্যাসের ধারণা গঠন এবং পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণের প্রস্তুতি	August to September	সক্রিয় অংশগ্রহণে মিথস্ক্রিয়া, দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিনিময়।	অংশগ্রহণ (Participation) প্রশ্নকরণ ও ব্যাখ্যা
শিখন-শিক্ষণ উপকরণ (LTM) তৈরি, যথাযথ প্রদর্শন ও যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রস্তুতি	October to November	সক্রিয় অংশগ্রহণে মিথস্ক্রিয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, একক ও দলগত কাজ, পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন।	অংশগ্রহণ, সমানুভূতি ও সহযোগিতা সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা, প্রশ্নকরণ।
নমুনা পাঠদান অভ্যাস, নমুনা পাঠদান অভ্যাসকালীন উপকরণের যথাযথ ব্যবহার। বিভিন্ন অনুশিক্ষণ দক্ষতার শ্রেণি শিক্ষণে প্রতিফলন।	December to January	সক্রিয় অংশগ্রহণ, ভাবের আদান-প্রদান, বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পারদর্শিতা ও বিভিন্ন দক্ষতার সংযোগস্থাপনের ক্ষমতা।	অংশগ্রহণ, সংযোগস্থাপন, সাধারণীকরণ, প্রয়োগ।
অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (পাঠদান ধারণা সংক্রান্ত)	October to January	এইক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নগুলি করা যেতে পারে — ১. নির্মিতিবাদ বলতে কী বোঝায়? ২. ব্যাখ্যামূলক নির্মিতি কী? ৩. 5 E তে কোন কোন E আছে? ৪. বিভিন্ন 'E' গুলির ব্যাখ্যা কী? ৫. চার্ট, ছবি ও মডেলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?	

Plan of Action	Time	Tools Used	Indicator Used
		২) শিখন সহায়ক উপকরণ তৈরীর নীতিগুলি বলুন। ৩) ব্যাপ্ত পাঠদানে শিখন সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব বলুন। ৪) পাঠদানকালে উপকরণ সঠিক ব্যবহারের উপায়গুলি বলুন। ৫) শ্রেণি পাঠদানের সময় কোন কোন দিকগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়?	
অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (বিদ্যালয়ে পাঠদান অভ্যাস চলাকালীন) পূর্ণমান - ১০০	February to March	পাঠদান অভ্যাসের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়িত করতে হবে— ১) শিক্ষার্থীরা দলগত কাজে অংশগ্রহণ করছে কিনা। ২) সঠিকভাবে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করছে কিনা। ৩) ছাত্রদের প্রশ্ন করতে উৎসাহী করছে কিনা। ৪) শিশুকেন্দ্রিকতার নীতির সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা। ৫) সমন্বিত পাঠদান (Integrated learning) সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা। ৬) পাঠদানের সময় সমন্বয়িত পদ্ধতি (Inclusive approach) হচ্ছে কিনা। ৭) পাঠদানের সময় বিষয়ের সাধারণীকরণ হচ্ছে কিনা। ৮) পাঠদানের ক্ষেত্রে সক্রিয়তার নীতি হচ্ছে কিনা। ৯) উন্নত ও নতুন চিন্তাভাবনার প্রতিফলন হচ্ছে কিনা।	

Plan of Action	Time	Tools Used	Indicator Used
		১০) পাঠ্যবিষয়বস্তুর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটাতে পারছে কিনা। ১১) দৈনন্দিন পাঠ-পরিকল্পনা করে তত্ত্বাবধায়ককে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিচ্ছে কিনা। ১২) বিষয়ভিত্তিক পাঠটীকা সঠিকভাবে করছে কিনা। ১৩) পাঠটীকাতে উল্লেখিত উপকরণের মধ্যে বিশেষ উপকরণ নীতি জানা হয়েছে কিনা। ১৪) পাঠটীকাটি সমন্বয়িত দৃষ্টিভঙ্গীর (Inclusive approach) নীতি মেনে হয়েছে কিনা। ১৫) দৈনন্দিন হাজিরা ও নিয়মানুবর্তিতা কেমন ছিল? ১৬) সহকর্মীদের সাথে সমন্বয় কেমন ছিল? ১৭) পাঠদানটি শিক্ষার্থীদের কতটা আনন্দদায়ক হয়েছিল তা দেখা। ১৮) পাঠদানের সময় Power point ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা এবং তা কতটা প্রাসঙ্গিক তার পর্যালোচনা করা। ১৯) পাঠদান অভ্যাসের সময় সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় কতখানি অংশগ্রহণ করেছিল তা দেখা।	

School Internship Including Practice (P-3)

Course Evaluation

Full Marks : 200

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন : 100

1. অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন :

• Planning Lessons (Lesson note book), (overall)		10 marks
• Use of learning teaching materials, interactive devices to ensure participation of all the students (overall)		10 marks
• Critical observation of delivery of lessons of others in the group (overall)		10 marks
• Executing Four lessons on four subject areas in real classroom situation	(15 × 4)	60 marks
• Over all Participation		10 marks
		100 marks

2. বহির্মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন : **বহির্মূল্যায়ন : 100**

• Four lesson notes on four subject-areas within the periphery of primary & upper Primary education other than those assessed internally	4 × 5 = 20 marks
• (Classroom-demonstration on any two, one of which must be on language	2 × 40 = 80 marks
• One lesson from Primary area & one lesson from upper primary area	100 marks

special Emphasis on

Introducing the topic →	5
Ensuring learner-centricity →	10
Use of Teaching Learning Materials →	10
Addressing students problems & providing support on the spot →	10
Overall classroom management and conducting activities →	5
	40

W.B.B.P.E GUIDELINES for the Teacher Educators and Second Year Students of Two Year D.El.Ed. Course (Revised Syllabus - 2014) regarding School Internship for 45 (forty five) days

1. Internship requires a student-teacher to

- analyse and evaluate school textbooks and other resource material critically in the context of children's development and pedagogic approach used
- develop a repetoire of resources which can be used by the internee later in his/her teaching — textbooks, children's literature, activities and games, excursions
- identify and write down the learning objectives of an input-material/content
- plan lesson activities and execute the planned lessons/activities in elementary schools
- learn practically to relate to and communicate with children
- reflect critically on practice by visiting a learning centre
- experience the school in its totality in the midst of activities
- assume the role of a regular teacher with appropriate planning taking into account the diverse needs of students and the varying contexts that impact the teaching learning process
- Innovate within existing systemic limitations.
- learn to conduct meaningful classroom activities by careful selection and organization of such activities.
- Observe children and the teaching learning process in a systematic manner
- critically reflect on his/her own school experiences and keep records of the same
- learn to assess different aspects of children's learning without focus only on achievement
- perform effectively in an inclusive classroom

2. For performance of the above-noted activities a student needs to be oriented first and then sent to the school for 45 (forty five) days to perform and deliver in terms of the said activities under the supervision and control of the teacher-educators of the institutions to which they (student-teacher)belong.

3. In West Bengal classes I - VIII are not held in single managing authorities.

4. However, the student-teachers should be oriented and exposed to the whole of the elementary education system functional in both the Primary and upper-Primary schools. They are required to practice teaching, evaluate performances, plan activities accordingly, for both the primary and secondary school-learners.

5. The interns are required to plan and deliver lessons on four areas : Language - I, Language - II, Mathematics and EVS.

6. A student-teacher is required to deliver at least 10 lessons on each of the four areas. Of these ten lessons on each area, at least five should be planned for and delivered in upper primary classes (VI-VIII), while the remaining in the Primary Schools.

7. A student teacher must, therefore, be interned in two types of Schools – Primary and Upper Primary, practising teaching in at least two separate classes, one in the range of classes I to IV/V, while the other in the range of V/VI to VIII.

8. Each student must know what has been done before in each subject/area and take up his/her assignment in continuation to make his/her delivery interesting, effective and fruitful.

9. The Student-teachers, not delivering lessons, are required to keep themselves engaged in other activities, earmarked for them by the teacher-educators.These activities include, among others, critical observations of peer-lessons. An observation schedule is prescribed below for use during such observations :

Stages	**Rapport**				**Sharing experiences or otherwise**				**Time allowed for students to respond**				**Attention to Back Benchers**			
Preparation (Put a Tick in the appropriate box)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Stages	**Freedom To have their say, while sharing**				**Time allowed for students to respond**				**Attention to Back Benchers**				**Use of Resources**			
Preparation (Put a Tick in the appropriate box)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Stages	**Contextualization/ Extension Activity or Task**				**Collaboration and Cooperation**				**Time allowed for students to respond**				**Scaffolding/Supervision/Help/Support**			
Application (Put a Tick in the appropriate box)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

1. Satisfactory 2. Good 3. Average 4. Below Average

1. Satisfactory = 75% and above achievement

2. Good = 65% - less than 75% achievement

3. Average = 50% - Less than 65% achievement

4. Below Average = Less than 50% achievement

INTER EVALUATION FOR THE TEACHER EDUCATORS

1. 100 Marks have been set aside for internal evaluation

2. For such internal evaluation three 'best' of all 'other' activities, noted above, in addition to the delivery /execution of the planned lesson should be taken into consideration. 25 marks have been allotted for each activity.

EVALUATION FORMAT FOR 'BEST' OF ALL 'OTHER' ACTIVITIES

Name of the Student Teacher : Roll/Registration No. : Activity No. :

Name of the Activity : Where Performed : Date of Performance :

Clarity of Concept (5)				Innovation in planning (5)				Relevance & Consistency (5)				Communicative Skill (5)				Management and Control (5)			
1	2	3	4	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Signature of the Assessors (Teacher Educators)

1. Satisfactory 2. Good 3. Average 4. Below Average

1. Satisfactory = 75% and above achievement

2. Good = 65% - less than 75% achievement

3. Average = 50% - Less than 65% achievement

4. Below Average = Less than 50% achievement

EVALUATION FORMAT FOR Internal Assessment of Teaching Actions during Internship

(Over All)

Full Marks - 25

Teaching done in accordance with the Objectives in Plans (5)				Introduction & Presentation (5)				Resource Materials and Language used (5)				Management and (5) control of Activities				Individual Attributes reflected in Teaching*			
1	2	3	4	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

* **Personality, Voice, Lesson Note Book, Care and concern etc**

1. Satisfactory 2. Good 3. Average 4. Below Average

1. Satisfactory = 75% and above achievement

2. Good = 65% - less than 75% achievement

3. Average = 50% - Less than 65% achievement

4. Below Average = Less than 50% achievement

ব্যাপ্ত পাঠটীকা

বিদ্যালয়ের নাম :

শ্রেণি : ষষ্ঠ

শিক্ষার্থীর সংখ্যা :

শিক্ষার্থী-শিক্ষিকার নাম :

সময় :

তারিখ :

বিষয় : বাংলা

একক : কুমোর পোকার বাসা বাড়ি

উপ-একক : কুমোর পোকার শরীরের গঠন বাসা তৈরির পদ্ধতি, খাদ্য, শিকার ধরার পদ্ধতি

আজকের পাঠ : ঐ

উদ্দেশ্য

সাধারণ - ১। শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান ও উচ্চারণের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা

২। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা — এই চারটি দক্ষতার বিকাশ ঘটানো

৩। সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলা

৪। কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো

বিশেষ - ১। কুমোর পোকার শরীরের গঠন, বাসা তৈরির পদ্ধতি, খাদ্য, শিকার ধরার পদ্ধতি সম্পর্কে জানবে

২। বিভিন্ন পোকা-মাকড়ের সঙ্গে কুমোর পোকার পার্থক্য করতে পারবে

৩। চারপাশে দেখতে পাওয়া যায় এমন কীট পতঙ্গের নাম, শরীরের রঙ, বৈশিষ্ট্য, খাদ্য ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

৪। কুমোর পোকার ছবি আঁকতে পারবে।

৫। নতুন জানা শব্দ বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।

উপকরণ - কুমোর পোকার ছবি সম্বলিত চার্ট, জীবন্ত কুমোর পোকা, কুমোর পোকার বাসা, কর্মপত্র, চক, ডাস্টার, কৃষ্ণফলক ইত্যাদি।

আয়োজন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
শ্রেণিসজ্জা ও পূর্বজ্ঞান যাচাই	শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক - শিক্ষার্থীদের সুপ্রভাত জানাবেন ও কুশল বিনিময় করবেন।	আনন্দদায়ক ও ভয়হীন পরিবেশ সৃষ্টি করা।	শিক্ষার্থীরাও সুপ্রভাত জানাবে।	৫ মিনিট	
	এরপর শিক্ষক নিজের ইচ্ছামতো বা শিক্ষার্থীদের ইচ্ছামতো দলগঠন করে দেবেন এবং নিম্নলিখিত কর্মপত্রগুলি প্রতি দলে ভাগ করে দেবেন।	প্রস্তুতিকরণ দলগত কাজে উৎসাহদান	দলে ভাগ হয়ে বসবে এবং কর্মপত্রে মনোনিবেশ করবে।		

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
চারিপাশের পোকামাকড় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	**‘ক’ - দল** • ঘরের মধ্যে থাকে এমন দুটো পোকার নাম লেখ। **‘খ’ - দল** • সঠিক উত্তরের মাথায় ✓ চিহ্ন দাও মাকড়সার ৬টি/৮টি/৪টি পা। আরশোলার ৬টি/৮টি/৪টি পা। **‘গ’ - দল** যে কোন একটা পোকার ছবি আঁক এরপর শিক্ষক একদলের কর্মপত্র অন্যদলকে দিয়ে সংশোধন করাবেন এবং নিজে দেখে নেবেন ঠিক হয়েছে কিনা।	পূর্বজ্ঞান যাচাইকরণ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ দান শিক্ষার্থীদের আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধিকরণ	পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষকের নির্দেশমত সংশোধন করবে বা করার চেষ্টা করবে।	 পাঠে আগ্রহ বোধ করবে।	মশা, মাছি ৮ টি জানিনা

পাঠঘোষণা : আজ আমরা কুমোর পোকার শরীরের গঠন, বাসা তৈরীর পদ্ধতি, খাদ্য, শিকার ধরার পদ্ধতি সম্পর্কে শিখন।

উপস্থাপন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
কুমোর পোকার বাসাবাড়ি লেখক- গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে দু'জন-কে ডেকে টেবিলে রাখা মডেলগুলি (কুমোর পোকার ঢিবি/ বাসা, কুমোর পোকা) নিজেদেরকে দেখতে বলবেন এবং বন্ধুদেরও দেখাতে বলবেন। মূর্ত বস্তুর উপস্থিতিতে শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করবেন — • কুমোর পোকার শরীরের রঙ কীরকম?	শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ দানে উৎসাহ দান। উৎসাহ সৃষ্টি ও মূর্ত বস্তুর সাহায্যে ধারণা প্রদান	শিক্ষার্থীরা হাতে নিয়ে মূর্ত বস্তু গুলি দেখবে আগ্রহ সহকারে। শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উত্তর দেবে।	৩০ মি নি ট	 আগাগোড়া মিশমিশে কালো।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
বাসা তৈরির পদ্ধতি	• কুমোর পোকার কটা পা দেখতে পাচ্ছ? • কুমোর পোকার বাসা কী দিয়ে তৈরি?				• ছ'টি • কাদামাটি দিয়ে।

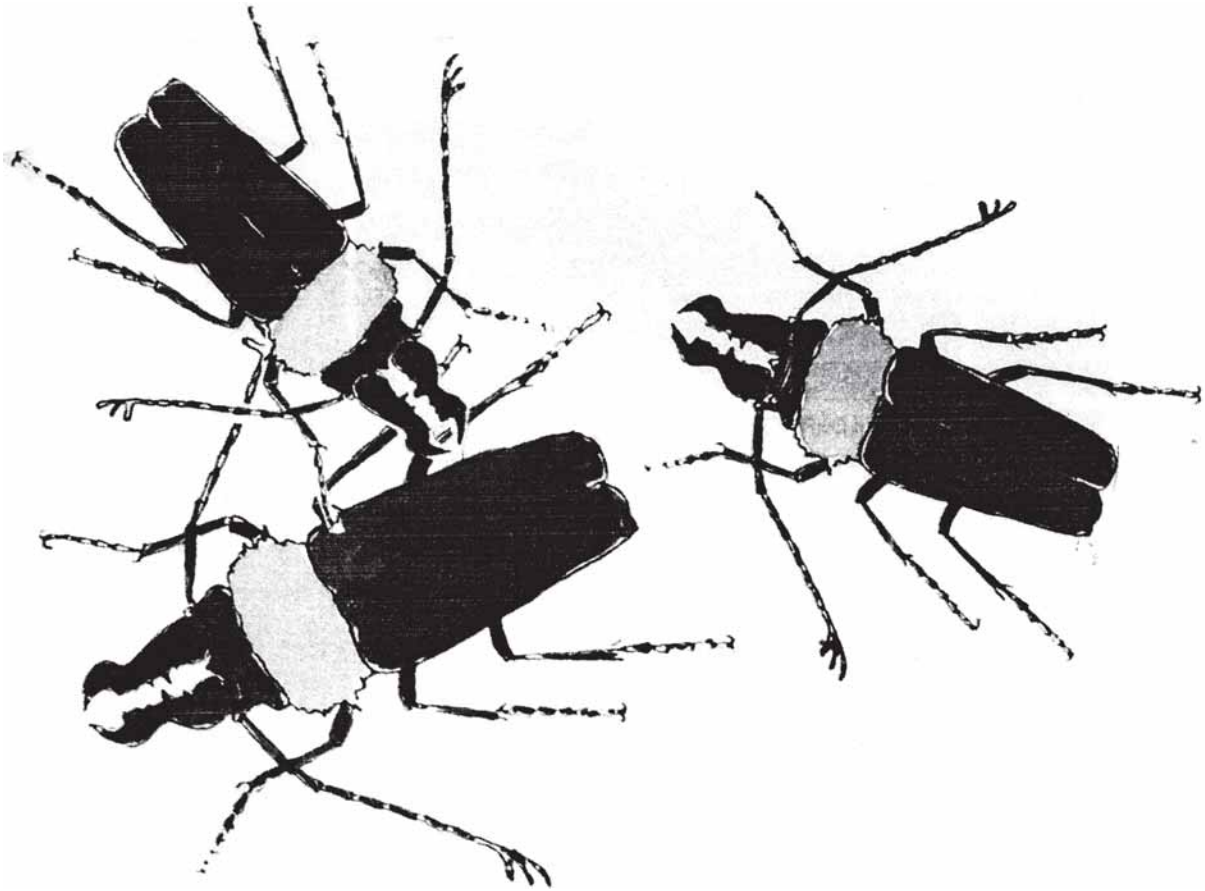

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
	এরপর, শিক্ষক কুমোর পোকার **ছবি সম্বলিত চার্ট** দেখাবেন ও সেখানে শিক্ষার্থীরা কী দেখতে পারছে তা তার বন্ধুদের বলতে বলবেন।	পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উন্নতিসাধন	শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে চার্ট দেখবে ও বন্ধুর কথা শুনবে		

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
কুমোর পোকার বাসা তৈরির পদ্ধতি শিকার ধরার পদ্ধতি খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার পদ্ধতি শব্দার্থ, ইংরাজী প্রতিশব্দ, পদ-পরিবর্তন	এরপর শিক্ষক পাঠের কিছুটা অংশ শিক্ষার্থীদের দিয়ে রিডিং পড়াবেন। শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ এগিয়ে নিয়ে যাবেন — • বাসা কি দিয়ে তৈরি করে? • কতদূর থেকে মাটি সংগ্রহ করে? • কুমোরপোকা সাধারণত ক'টা ডিম পাড়ে? • মাকড়সা দেখলেই কুমোর পোকা কী করে? • কুমোর পোকার খাবার কী? • আচ্ছা কুমোর পোকার বাসা ছাড়া আর কোনও পোকার বাসা তোমরা দেখেছ? এরপর শিক্ষক পাঠের অন্তর্গত কিছু শব্দের অর্থ আলোচনা করবেন, যেমন পুনঃপুনঃ = বারবার আগাগোড়া = প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুঠুরি = ছোটো ঘর বা প্রকোষ্ঠ	সরব পাঠে উৎসাহদান শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলা বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ	শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে প্রশ্ন করবে, যেমন - 'গজ' কী? জানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। • আচ্ছা, হুল ফোটালে কি মাকড়সা মারা যায়? শিক্ষার্থীরা উত্তরদানে সচেষ্ট হবে অতিরিক্ত কিন্তু সম্পর্কযুক্ত তথ্যের আহ্বানে উৎসাহ দানে শিক্ষার্থীরা বলার চেষ্টা করবে এবং খাতায় লিখে নেবে।		• পছন্দসই জায়গা বার বার দেখে স্থির করে। • কুমোরপোকা ডিম পাড়ার জন্য জায়গা কীভাবে স্থির করে? • কাদামাটি দিয়ে। • একটা করে ডিম পাড়ে। • ভ্রান্ত ধারণা আলোচনার মাধ্যমে দূর করতে সচেষ্ট হবে। • মাকড়সা। • হ্যাঁ, মৌমাছির বাসা দেখেছি। • গাছে পিঁপড়ের বাসা দেখেছি।

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
	নিঃসৃত = নির্গত হওয়া এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের -কেও তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে বলবেন,	প্রশ্নকরণে উৎসাহদান	শিক্ষার্থীরাও প্রশ্ন করতে আগ্রহী হবে।		
	শিক্ষক কতগুলি শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ জানতে চাইবেন। যেমন পোকা, কালো, ডিম ইত্যাদি	অন্যান্য বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধনে উৎসাহদান	শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। বোর্ডে লিখতে উৎসাহ বোধ করবে।		• পোকা - Insect • কালো - Black
	এরপর শিক্ষক পাঠ্যাংশের অন্তর্গত কতগুলি শব্দের পদ পরিবর্তন (বিশেষ্য → বিশেষণ) সম্পর্কে আলোকপাত করবেন যেমন - নির্মাণ - সঞ্চিত -	পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ	শিক্ষার্থীরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। ভুল উত্তর-ও দিতে পারে।		
চারপাশের কীটপতঙ্গ	এরপর শিক্ষক চারপাশে দেখতে পাওয়া যায় এমন চারটি কীট-পতঙ্গের নাম, চেহারা, খাদ্য, বাসস্থান, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ওপর একটি চার্ট তৈরি করতে বলবেন। তিনি বোর্ডে ছকটি করে দেবেন। শিক্ষক কুমোর পোকার বাড়ি আর স্কুল বাড়ি/নিজেদের বাড়ির মধ্যে পার্থক্য করতে বলবেন।	জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়নে নতুন জ্ঞান গঠনে উৎসাহদান	শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় করবে।		কুমোর পোকার বাড়ি শুধু কাদামাটি দিয়ে তৈরি কিন্তু আমাদের বাড়ি ইঁট, সিমেন্ট, বালি, লোহার রড এইসব দিয়ে তৈরি।
		বাস্তব জীবনের সাথে পাঠ্য বিষয়ের মেলবন্ধন ঘটানো	শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে / উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।		
	• শিক্ষক বোর্ডে কুমোর পোকার ছবি আঁকতে বলবেন।	অঙ্কন দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ/ সৃজনশীলতা বৃদ্ধি	শিক্ষার্থীরা আঁকতে চেষ্টা করবে।		

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
	সবশেষে শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কী বিষয়ক বা আজকের পাঠ থেকে কী শিখল তা শিক্ষক জানতে চাইবেন।	সাধারণীকরণে উৎসাহদান	সকলেই বলতে পারবে		

চক্‌বোর্ড সারাংশ :

শব্দ	অর্থ
পুনঃপুনঃ	- বারবার
বিশেষ্য	- বিশেষণ
নির্মাণ	নির্মিত

'ডিম'-এর ইংরাজী কি?
Egg

মূল্যায়ন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
আজকের পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করতে পারল তা যাচাইকরণ কর্মপত্রের মাধ্যমে	শিক্ষক কর্মপত্রগুলি দলে ভাগ করে দেবেন - **নমুনা ঃ ১** • কোনো অদৃশ্য স্থানে কুমোরপোকা বাসা বাঁধছে - তা কীভাবে বোঝা যায়? **নমুনা ঃ ২** সঠিক উত্তরের মাথায় ✓ চিহ্ন দাও — • কুমোর পোকা বাসার আর কোনো খোঁজ খবর নেয় না ডিম পাড়ার পর/বাসা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর **নমুনা ঃ ৩** বাঁ দিকের সাথে ডান দিকের মিল কর — সঞ্চিত | নির্গত আনাচে-কানাচে | জমিয়ে রাখা নিঃসৃত | কোনায়-কোনায়	আজকের পাঠের বোধগম্যতার যাচাইকরণ সহপাঠীদের মূল্যায়নে উৎসাহদান	পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দিতে সচেষ্ট হবে। সহপাঠীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে উৎসাহী হবে	৫ মি নি ট	

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
	এরপর শিক্ষিকা একদলের পূরণ করা কর্মপত্র অপর দলকে দিয়ে দেখাবেন এবং সবশেষে নিজে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেবেন।				

সংশোধনী পাঠ :-

সংযুক্তিকরণ (Engagement) :- শিক্ষার্থীদের পোকা-মাকড়ের বাসা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান আছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

উদ্ভাবন (Exploration) :- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠে যথেষ্ট কৌতূহল ও আগ্রহ দেখাচ্ছে কিনা তা শিক্ষককে বিভিন্নভাবে দেখে নিতে হবে।

ব্যাখ্যাকরণ (Explaination) :- শিক্ষার্থীরা কুমোর পোকার বাসা তৈরীর পদ্ধতি বা বাসা তৈরীর উপাদান ঠিকমত বুঝে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সাহায্য করবেন।

বিস্তৃত বিবরণ (Elaboration) :- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ্য বিষয়টি যাতে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে তার জন্য শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

মূল্যায়ণ (Evaluation) :- শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করতে পারছে কিনা তা শিক্ষককে দেখে নিতে হবে।

Macro Lesson Plan

Name of the school :

Class : II

Section : A

Name of the student Teacher :

No. of Pupils in the class : 25

No. of Pupils on the roll : 20

Time :

Date :

Subject : English

Unit : see and say

Sub unit : Sense organs

Today's Lesson : Sense organs

Objectives

Broad : 1) To enable the learners to speak in English in a fear free environment.
2) To enable the learners to understand the basic meaning of organs & body parts.
3) To enable the learners to write in english.

Specific: 1) Students will be able to identify and acquaint with five sense organs & their functions.
2) Students will be able to differentiate the different sense organs according to their functions.
3) They can apply their common sense in real life situation through sense organs.
4) They can draw the picture of sense organs.

Teaching Aids : Chart depicting 5 sense organs, cut-outs of 5 sense organs, common classroom materials, Sugar, icecube, etc.

Preparation Stage

Input	Teacher's Activity	Rationale	Student's Activity	Time	Expected confussions/answers
Class arrange-ment Testing previous knowledge of the learners	On entering the class the teacher must wish the students. Then the teacher will divide the whole class into 4 groups and ask some questions : 1. How many eyes do you have? 2. How many noses do you have? 3. Show your ear. 4. What do you do with your legs?	Motivation To create fear free environment To encourage group work Exposing them to observable situations	Students will also wish the teacher. Students will follow the teachers instruction Try to answer in English	5 M i n u t e s	

Presentation Stage

Input	Teacher's Activity	Rationale	Student's Activity	Time	Expected confussions/answers
Sense organs	The teacher will ask a student to come & show his eyes, ears, nose, tongue & skin to his friends	To encourage child centric learning	All the students will see & try to communicate		
Eye	Showing the chart of five sense organs the teacher will ask some questions –	Improvement of observation power of the students	Students will observe the chart & try to describe as per teachers instruction	30 M i n u t e s	● The picture of eyes, ears, nose, tongue ● Two
	● What do you see in this chart?				
Function of Eye	● How many eyes do you have?	Improvement of the skill of counting			
	ACTIVITY Then the teacher will ask a student to close his eyes & then the teacher will ask –	Improvement of the skill of counting To create interest	The Student will do that		
	● How many fingers in front of you? (Teacher will show 2 or 3 fingers)		The particular student cannot say the exact number of fingers the teacher is showing		● Through guessing he can say–five, one ten etc.
	● So what do you do with your eyes?	To concretize the conception through activity.	They are able to answer		● We can see with our eyes.
Nose	The teacher will ask the student to show his nose & point out the picture of nose in the chart	To create connection with the real life	They will follow the instruction and do as told		

Input	Teacher's Activity	Rationale	Student's Activity	Time	Expected confussions/ answers
Nose	**ACTIVITY** After closing the nose of one student the teacher will ask him ● What do you feel? ● So what is the function of nose?	To activate the learners	They can follow the instruction & do accordingly		● I can not breathe ● I can not smell ● To breathe and smell
Ear 	Then the teacher will ask the students to show their ears & the picture of ears in the chart ● Which organ helps you to hear my words?	To create attention & active participation	They will do accordingly. They will do accordingly.		Ear
Tongue 	The teacher will ask the learners to show their tongue. ● What is the colour of your tongue? ● Can you see it from outside like eyes, ears, nose.	Scaffolding	They will try to answer in english		● Pink ● No
	ACTIVITY Then the teacher will give some sugar to a student & want to know the taste of the sugar. ● So what is the function of tounge?	Engage with activity based method	Eagerly waiting for the next activity		● Sweet ● To taste

Input	Teacher's Activity	Rationale	Student's Activity	Time	Expected confussions/ answers
	● Can you tell another function of tongue? The teacher will give time to think & participate	Seeking more information and giving opportunity for thinking	They will think about it and they will ask friends		● To speak
Skin	They teacher will ask the learnes ● Can you show me your skin?		Students can Show		Yes
	Activity After closing the eyes of a student the teacher will ask another student to put ice on his hand and express his feelings.	To connect knowledge with experience	Students will follow the instruction & do accordingly		Oh! it is very cold.
	So what is the function of skin?				● To feel
	Then what do we learn today?	generalization			
	If the students do not describe in proper english the teacher may conclude that we have five sense organs & with the help of these we can response with the outside world.	generalization	Students may ask questions e.g. 1. why head is not a sense organ?		

Evaluation Stage

Input	Teacher's Activity	Rationale	Student's Activity	Time	Expected confussions/ answers
Assessment of Today's lesson through worksheet	The teacher will distribute the following work sheets in group	Judging students understanding	They will be able to answer by discussing with their friends	5 mint	
	Sp. 1 Match & Pair Nose See Eye Smell Tongue Hear Ear Taste				
	Sp. 2 Draw the picture of eye & nose				
	Sp. 3 Fill in the blanks E – r E – e				
	Then the teacher will allow to check the worksheet of one group by the other group	To enconrage in Peer Evaluation	They will do the work joyfully		

ব্যাপ্ত পাঠটীকা

বিদ্যালয়ের নাম :

শ্রেণি : চতুর্থ

শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম :

শিক্ষার্থীর সংখ্যা :

সময় :

তারিখ :

বিষয় : আমাদের পরিবেশ

একক : পোষ-মানা পশুপাখি

আজকের পাঠ : ঐ

উদ্দেশ্য

সাধারণ :

১) পোষ মানানো পশুপাখি সম্পর্কে জানবে।

২) মানুষ কীভাবে পশুপালন শিখেছিল তা জানবে।

৩) পশুপাখীর গুরুত্ব জানবে।

বিশেষ :

১) পশুকে পোষ মানানোর সুবিধা বলতে পারবে।

২) বিভিন্ন পশুর মধ্যে তুলনা করতে পারবে।

৩) পোষ-মানা পশুপাখির তালিকা তৈরি করতে পারবে।

৪) দু' একটি পশুর ছবি আঁকতে পারবে।

উপকরণ :

পশুপাখীর ছবি সম্পর্কিত চার্ট, হাতি, হরিণ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণীর মুখোশ, শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ, বিভিন্ন প্রাণীর মডেল।

পশুপাখিদের ছবি সম্বলিত কার্ড

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
শ্রেণিসজ্জা, পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে সংযোগসাধন	শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুপ্রভাত জানাবেন এবং কুশল বিনিময় করবেন।	আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা	শিক্ষার্থীরাও সুপ্রভাত জানাবে	৫ মিনিট	
	এরপর শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দেবেন এবং নিম্নলিখিত কর্মপত্রগুলি দলে আলোচনা করে পূরণ করতে বলবেন।	প্রস্তুতিকরণ ও দলগত কাজে উৎসাহ দান	শিক্ষকের নির্দেশ মত কাজ করবে।		
গৃহপালিত ও বন্যপশু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	**ক - দল** ● তোমার বাড়িতে পোষো এমন দুটি প্রাণীর নাম লেখ।	সহায়কের ভূমিকা পালন	উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে কাজ করবে।		কুকুর, বিড়াল
	খ - দল ● চিড়িয়াখানায় দেখতে পাও এমন দুটি পশুর নাম লেখ।	পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ দান			বাঘ, হাতি
	গ - দল ● একটি পাখির ছবি আঁকো।				
	ঘ - দল প্রাণীর সঙ্গে তার খাদ্যের মিল করো। বাঘ, ঘাস টিয়াপাখী, মাংস হরিণ, লঙ্কা	ভয়হীন পরিবেশ সৃষ্টি			বাঘ - মাংস টিয়াপাখী - লঙ্কা হরিণ - ঘাস

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
	এরপর শিক্ষক একদলের কর্মপত্র অন্যদলকে দিয়ে সংশোধন করাবেন এবং প্রয়োজন হলে নিজে একবার দেখে নেবেন।	সহপাঠীদের মূল্যায়নকে উৎসাহদান ও আত্মবিশ্বাস গঠনে সাহায্য করা।	সহপাঠীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে উৎসাহী হবে।		
		উপস্থাপন স্তর			
পোষ মানা পশুপাখি	শিক্ষক প্রথমে একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে নেবেন ও টেবিল রাখা পশুপাখিদের মডেলগুলি বন্ধুদের দেখাতে বলবেন এবং নাম বলতে বলবেন।	মূর্ত বস্তুর সাহায্যে পাঠের অবতারণা		৩০ মিনিট	
আগেকার মানুষ প্রথমে পশুদের পোষ মানাতে পারেন	এরপর শিক্ষক বিভিন্ন পশুপাখিদের ছবি সম্বলিত চার্ট দেখিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনে উৎসাহদান			
তারা পশু শিকার করে মাংস খেত	● চার্টে তোমরা কি কি পশুর ছবি দেখতে পাচ্ছ? ● আগেকার মানুষেরা কী প্রথমেই পশুকে পোষ মানাতে পেরেছিল?	● পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উন্নতিসাধন ● চিন্তন ক্ষমতার উন্নতিসাধন	আনন্দ সহকারে উত্তর দেবার চেষ্টা করবে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাবে		না

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
সব জায়গায় একরকম পশু পাওয়া যেত না	● তোমরা কি জানো আগেকার মানুষ পশু শিকার করত কেন? ● আচ্ছা সব ধরনের পশু কি একই জায়গায় পাওয়া যেত? ● তোমরা কি সবাই একই জায়গায় থাক? তাহলে যেখানে যে ধরনের পশু পাওয়া যায় সেখানে সেই ধরনের পশু শিকার করত, যেমন — কোথাও লোমওলা হাতি, কোথাও বল্‌গা হরিণ, কোথাও বা বুনো শুয়োর	বাস্তবজীবনের সাথে সংযোগসাধন	উত্তর দিতে সচেষ্ট হবে		পশুর মাংস খাওয়ার জন্য পশুর চামড়া পাওয়ার জন্য
পশুকে পোষ মানানোর সুবিধা	● আচ্ছা এবার বলতো পশুকে পোষ মানানো হয় কেন?	● পাঠে মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে			● দুধ, মাংস, চামড়া পাওয়া যায়।
	● আচ্ছা কুকুরের কাছ থেকে তো আমরা দুধ, মাংস চামড়া পাই না তাহলেও আমরা কুকুর পুষি কেন?	সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার উদ্রেক	নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উত্তর দানে সচেষ্ট হবে		● কুকুর আমাদের বাড়ি পাহারা দেয় ও আমাদের রক্ষা করে

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
পাখিকে পোষ মানানো হয়	এবার বলতো এমন দুটো পাখির নাম যা আমরা বাড়িতে পুষি?	বাস্তব জীবনের থেকে উদাহরণ	উত্তর দেবে		● টিয়াপাখি, হাঁস, মুরগি
	● পাখি পোষ মানানো হয় কেন?		শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত তথ্য জানাবে		● ডিম, মাংস পাবার জন্য
	● পায়রাকে পোষ মানানো হয় কেন?				
	শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক তাদের সহায়তা করবেন।		শিক্ষার্থীরাও কৌতূহলবশত শিক্ষককে প্রশ্ন করবে যেমন — ● আমরা মাছ পুষি কেন?		
দলের চিহ্ন হিসাবে পশুপাখির মূর্তি ব্যবহার	কোন কোন পশুপাখির মূর্তি আগেকার দিনের মানুষেরা দলের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করত?				জানি না।
	এবার হাঁস ও পায়রার মধ্যে মিল কোথায়, খাতায় লেখ	বিষয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা বোঝা	শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।		

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
এরকম পশুপাখিদের কথা বিভিন্ন লোককথা, উপ-কথায় পাওয়া যায়	● আচ্ছা তোমরা কি জান এইসব পশুপাখীদের কথা আমরা এই পরিবেশের বই ছাড়া আর কোথায় পড়েছি?	চিন্তন ও কল্পনাশক্তির উন্মেষ	চিন্তা করে বা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তর দেবে		● গল্পের বই-তে।
 পশু পাখির নাম / খাদ্য / কি কাজে লাগে / বনে থাকে না বাড়িতে পোষা হয় বাঘ মুরগি হরিণ কুকুর	শিক্ষক এবার বোর্ডে একটি ছক করে সেটি এক এক জন শিক্ষার্থী দ্বারা পূরণ করাবেন।	সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা	শিক্ষকের নির্দেশমতো বোর্ডে এসে ছক পূরণ করবে		
	সবশেষে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রশংসা করবেন এবং আজকের পাঠ থেকে কী কী জানা গেল তা তিনি শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন	উৎসাহদান ও সাধারণীকরণ	শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে		
	তোমরা এবার নিজেদের ইচ্ছামতো একটি বন্য পশুর ছবি আঁক	অঙ্কন দক্ষতার উন্নতিসাধন	আঁকার চেষ্টা করবে		

মূল্যায়ন স্তর

বিষয়	শিক্ষকের কাজ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
আজকের পাঠ উদ্দেশ্যভিত্তিক হল কিনা তা যাচাইকরণ	**সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ — ১** শিক্ষক চারটি পশুর মুখোশ (হাতি, বাঘ, হাঁস, কুকুর) চারজন শিক্ষার্থীকে পরে নিতে বলবেন। এরপর অপর চারজন শিক্ষার্থীকে এদের মধ্যে কারা বনের পশু এবং কারা গৃহপালিত তা আলাদা করতে বলবেন।	আজকের পাঠের যাচাইকরণ	শিক্ষকের নির্দেশ মান্য করবে	৫ মিনিট	
	সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ — ২ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের পকেট বোর্ডে চারজন শিক্ষার্থীকে প্রথমে চারটি প্রাণীর ছবি সম্বলিত কার্ড আটকাতে বলবেন উপর থেকে নীচে। এরপর অন্য চারজন শিক্ষার্থীকে ঐ প্রাণীদের খাদ্যবিষয়ক কার্ডগুলি ছবিগুলির পাশে পাশে আটকাতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থীকে দেখতে বলবেন এবং কোন ভুল থাকলে সংশোধন করে দিতে বলবেন।	সহপাঠীদের মূল্যায়নে উৎসাহদান	শিক্ষকের নির্দেশ মান্য করবে		

ব্যাপ্ত পাঠটীকা

বিদ্যালয়ের নাম :

শিক্ষার্থী- শিক্ষিকার নাম :

শ্রেণি : পঞ্চম

বিভাগ : 'ক'

শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৩০

উপস্থিত শিক্ষার্থী সংখ্যা : ২৫

বিষয় : পরিবেশ

একক : মানব দেহ

উপ-একক : ছোট বড় হাতের কথা ও অস্থি-সন্ধির হিসেব নিকেশ

আজকের পাঠ : ঐ

সময় : তারিখ :

শিখন-শিক্ষন সহায়ক উপকরণ : পাট কাঠির তৈরি হাত, কঙ্কালের মডেল, থার্মোকল বোর্ড, চার্ট, চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, কর্মপত্র।

উদ্দেশ্য :

সাধারণ : (i) মেরুদন্ডী প্রাণীর অন্তর্গঠন সম্বন্ধে অবহিত করা।

(ii) মানবদেহের অস্থি কঙ্কালের গঠন জানতে পারা।

বিশেষ : (i) মানব কঙ্কালের অস্থি-সন্ধির গঠন, অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে পারবে।

(ii) বিভিন্ন অস্থির অবস্থানগত ও কার্যগত পার্থক্য করতে পারবে।

(iii) বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিগুলির কার্যকারিতা বুঝতে পারবে।

(iv) বাস্তব ক্ষেত্রে, বিশেষত বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে, কোথায় কোন অস্থি বা সন্ধির ব্যবহার করা যায় বুঝতে পারবে।

(v) বিভিন্ন অস্থি, অস্থি-সন্ধির নাম ও কাজের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

(vi) পাটকাঠি ইত্যাদি পরিবেশগত উপকরণ ব্যবহার করে সহজভাবে অস্থি-সন্ধির মডেল বানাতে পারবে।

আয়োজন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
শ্রেণিসজ্জা, পূর্ব-জ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের আলাপ আলোচনা	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুপ্রভাত জানিয়ে কুশল বিনিময় করবেন।	আনন্দদায়ক ও ভয়হীন পরিবেশের সূচনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি	শিক্ষককে সুপ্রভাত জানাবে		

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ (Confusion)
	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দেবেন- ৫ জন করে এক একটি দল। যেমন - ক, খ, গ, ঘ, ঙ। শিক্ষক এক একটি দলকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন	শিক্ষার্থীদের দলগত কাজে উৎসাহ দান।	নিজ-নিজ দলে শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী বসবে	১০ মি.	
	'ক'- দল আমাদের শরীরের ভিতরের শক্ত কাঠামোটি কি দিয়ে তৈরি	শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ-ভাবে সহযোগিতা পূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া	নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর দেবে		হাড় দিয়ে
	'খ'- দল আমরা কোনও জিনিস কী দিয়ে ধরি? কীভাবে				হাত দিয়ে মুঠো করে
	'গ' - দল আমাদের হাত ও পায়ের আঙ্গুলে কি থাকে?				নখ থাকে
	'ঘ' - দল আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গে হাড় থাকে না?	সমবায় শিখনের প্রয়োগ	নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর দেবার চেষ্টা করবে		নাক, কান, জিহ্বা
	'ঙ' - দল আমাদের দেহের ভিতরকার হাড়ের কাঠামোকে কী বলে?	পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ			কঙ্কাল
	'ঘ' দলের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অন্যান্য দলকে প্রশ্নটি করবেন।	সকলের ধারণা গঠন যাচাই করা	প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। 'খ' দল উত্তর দেবার চেষ্টা করবে		কান ও নাকে হাড় আছে
	সঠিক ধারণাটি 'খ' দলকে দিয়ে অন্য চারটি দলে দিতে উৎসাহ দেবেন।	সহযোগিতা সহমর্মিতা গড়ে তোলা	'খ' দল কান ও নাকের বাস্তব গঠন দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবে।		

উপস্থাপন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
শরীরে হাড়ের সংখ্যা, কোন অঙ্গের হাড় কেমন, বড় বা ছোট হাড় কোনগুলো।	'ক' দলের একজন শিক্ষার্থীকে একটি পেন দিয়ে ধরতে বলবেন। অন্যান্য সকলকে ভাল করে লক্ষ করতে বলবেন।	মনোযোগ আকর্ষণ	শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশ পালন করবে		
অস্থি-সন্ধির ধারণা, অস্থি-সন্ধির প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন হাড়ের নাম।	'খ' দলকে জিজ্ঞাসা করবেন ওই শিক্ষার্থীটি পেন কীভাবে ধরল।		দলে আলোচনা করে একজন উত্তর দেবে	২০ মি.	হাত মুঠো করে
অস্থি-সন্ধি সুস্থ রাখার উপায়।	'গ' দলকে প্রশ্ন করবেন হাত মুঠো করতে আঙ্গুলের কোন কোন জায়গায় কটি ভাঁজ হয়েছে।	পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি	নিজেদের হাত দেখে, পারস্পরিক আলোচনা করে উত্তর দেবে		বুড়ো আঙুলে দুটো অন্যান্য আঙুলে তিনটে এভাবে হাড়ের সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।
	'ঘ' দলকে বলবেন হাতের হাড় গুণে বলতে।	সক্রিয়তা বৃদ্ধি	নিজের শরীরের হাড় গোনার চেষ্টা করবে	পাঠ্যাংশের সঙ্গে বাস্তবের সাযুজ্য	
	শিক্ষিকা একটি কঙ্কালের ছবি (A) দেখিয়ে বিভিন্ন হাড়ের ধরন ও সংখ্যা বোঝাবেন। 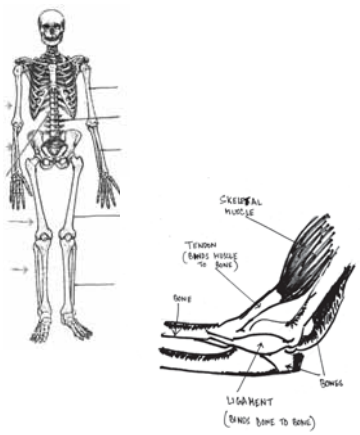	আগ্রহ সৃষ্টি	মনোযোগ সহকারে দেখবে		

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
	'ক' দলকে প্রশ্ন করবেন যে, তাহলে মানুষের শরীরে মোট কটি হাড় আছে।	পুনরায় বুঝিয়ে বলা	শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে বলার চেষ্টা করবে		মোট 206টি হাড় আছে
	'খ' দলের শিক্ষার্থীদের ডেকে একটি পিচ্‌বোর্ডের তৈরি হাত দিয়ে বলবেন সেটি মুঠো করে দেখাতে। (B)	কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করা	শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী চেষ্টা করবে		হাতটি ভাঁজ করা যাচ্ছে না
	শিক্ষক সকলকে চিন্তা করতে বলবেন কেন তাদের নিজেদের হাত ভাঁজ করা যাচ্ছে কিন্তু পিচ্‌বোর্ডের হাতটি যাচ্ছে না।	স্ব-শিখনে সাহায্য করা	শিক্ষার্থীরা নিজেদের হাতের সাথে মডেল হাতটির পার্থক্য খুঁজবে		
	একজনকে বলতে বলবেন তাহলে মানুষের হাতের বিশেষত্ব কী?		শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে বলতে চেষ্টা করবে এবং হাত তুলে জানাবে		আমাদের আঙুলে অনেক জোড় আছে তাই ভাঁজ করা যাচ্ছে
	শিক্ষক বলে দেবেন এই জোড়গুলিকে সন্ধি বলে। এবার তিনি প্রতিটি দলকে একে একে প্রশ্ন করবেন হাত ও পায়ের কোথায় কোথায় সন্ধি আছে। (C)	পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্য	দলে আলোচনা করে শিক্ষিকার নির্দেশ মত উত্তর দিতে চেষ্টা করবে নিজেদের শরীরের সঙ্গে কঙ্কালের ছবিটি মিলিয়ে।		সন্ধি দেখা যাচ্ছে - আঙ্গুল, কব্জি, কনুই, কাঁধ, গোড়ালি, হাঁটু, কোমরে

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
	শিক্ষক 'গ' দলের একজনের হাতে বল দিয়ে ক্রিকেট খেলায় বল করার মতোন ভঙ্গি করতে বলবেন।	সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসাহ	'খ' দলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একজন করে দেখাবে।		
	'গ' দলের একজনকে প্রশ্ন করবেন কোন কোন সন্ধি কাজে লাগবে।	পর্যবেক্ষণে উৎসাহ	'গ' দলের শিক্ষার্থীরা নিজের মধ্যে আলোচনা করে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করবে।		আঙুল ও কব্জির সন্ধি।
	এই জোড় বা সন্ধিগুলিকে কি বলা যেতে পারে - শিক্ষিকা সকলকে ভেবে বলতে বলবেন।	কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে উৎসাহ	'ঘ' দলের শিক্ষার্থীরা অস্থির সঙ্গে সন্ধি থাকায় এই জোড়গুলিকে কি বলা যেতে পারে আলোচনা করবে।		অস্থি-সন্ধি
	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কঙ্কালের চার্টটি দেখিয়ে এবং নিজের শরীরের হাড় মিলিয়ে কী মনে হচ্ছে বলতে বলবেন	অনুসন্ধিৎসা প্রকাশে উৎসাহ	শিক্ষার্থীরা শরীরে হাত দিয়ে এবং কঙ্কালের ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করবে এবং কিছু প্রশ্ন করবে।		শরীরের এতগুলি হাড়ের পৃথক নাম আছে কি?
	শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে নেবেন এবং তার শরীরের বিভিন্ন হাড়গুলি দেখিয়ে নাম বলে দেবেন, বোর্ডে লিখে দেবেন, বাকীদের বলবেন কঙ্কালের ছবি ও নিজেদের শরীরের হাড় দিয়ে মিলিয়ে নামগুলো বলতে।	প্রেষণা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পুনঃআলোকপাত	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ পালন করবে এবং হাড়ের নামগুলি মনে রাখার চেষ্টা করবে।		
	এরপর শিক্ষক দলে আলোচনা করে হাড়ের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন।	দক্ষতা বৃদ্ধি	নির্দেশ অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করবে।		

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
	মডেল ও ছবি দেখিয়ে শিক্ষক লিগামেন্ট বুঝিয়ে বলবেন।		শরীরে হাত দিয়ে অস্থি ও সন্ধি চেনা হয়ে গেলে তারা কীভাবে জুড়ে থাকে তা নিয়ে বলে আলোচনা করবে।		হাড়গুলো সন্ধিতে লেগে থাকে কীভাবে?
	এরপর বিভিন্ন মেশিনের বল বেয়ারিং-এর উদাহরণ দিয়ে অস্থি সন্ধির তরল-এর কার্যকারিতা বুঝিয়ে দেবেন। বয়স হলে যে সন্ধির হড়হড়ে তরলটি কমে যায় সেটি বুঝিয়ে বলবেন।	বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্য	শিক্ষার্থীরা নিজেদের সন্ধি নেড়েচেড়ে দেখবে হাত, পা ইত্যাদি কীভাবে সহজে ভাঁজ করা যায়।		দিদিমার হাঁটু সহজে ভাঁজ হয়না কেন?
	প্রতিটি দলকে নিজের নিজের দলে পাঠটি নিয়ে আলোচনা করে দেখতে বলবেন ধারণা গঠন পরিষ্কার হয়েছে কিনা হাড় ক্যালশিয়াম দিয়ে তৈরি হয় আর দুধ ও ডিমে ক্যালশিয়াম থাকে। জিমনাস্টিকস্ করলে সন্ধিগুলি নমনীয় থাকে বুঝিয়ে বলবেন। আজকের পাঠ থেকে কি ধারণা গঠন হল জানবেন।	পুনঃ আলোকপাত	নিজ নিজ দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করবে হাড় কিসে ভাল থাকে। দলে আলোচনা করবে কি কি খাওয়া দরকার। শিক্ষার্থীরা নিজের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর দেবে		মা বলেন দুধ খেলে হাড় শক্ত হবে। কেন? যারা জিমন্যাস্টিক করে তাদের শরীর প্লাস্টিকের মতো লাগে কেন? অস্থি এবং অস্থি-সন্ধি।
		উপস্থাপনোত্তর স্তর			
মানব দেহের অস্থি, অস্থি-সন্ধি সম্পর্কিত পাঠ্যাংশের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন	থার্মোকল বোর্ডে মানব দেহের কঙ্কালের ছবি আটকে দেবেন। ছোট ফ্ল্যাগে বিভিন্ন হাড়ের নাম লিখে তাতে বোর্ড পিন দিয়ে দেবেন।				

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
	‘ক’ দল থেকে একজনকে ডেকে বলবেন কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত অংশের নাম লাগিয়ে দিতে	পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন	নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একজন এগিয়ে এসে লেবেল লাগাবে	১০ মি.	হিউমেরাস
	একইভাবে ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’ ও ‘ঙ’ দলকে বিভিন্ন অঙ্গ অনুযায়ী নাম-এর লেবেল লাগাতে বলবেন। এরপর শিক্ষিকা প্রতিটি দলকে একটি করে কর্মপত্র দেবেন। (মূল্যায়নপত্র)		শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশ অনুসরণ করবে।		কনুই-কব্জি → রেডিয়াস-আলনা মেরুদণ্ড → ভার্টিব্রা কোমর, হাঁটু → ফিমার হাঁটু-গোড়ালি → টিবিয়া-ফিবিউলা
	‘ক’ দল * একহাতের কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত অস্থি সন্ধির সংখ্যা - ১টি, ২টি, ৩টি, ৪টি * সঠিক উত্তরটির তলায় দাগ দাও।	বোধমূলক দক্ষতার বিকাশ	‘ক’ দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তরটির তলায় দাগ দেবে। প্রয়োজন মত নিজের হাত দেখে গুণে নেবে।		৩টি
	‘খ’ দল কঙ্কালের ছবি দেখে এবং নিজেদের শরীরে অনুভব করে লেখ — মানবদেহের সব থেকে বড় হাড় হল—	অধীত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ	দলে আলোচনা করে এবং হাত দিয়ে নিজের শরীর স্পর্শ করে কঙ্কালের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে উত্তর দেবে ,,		ফিমার
	‘গ’ দল সঠিক উত্তরে ‘✓’ দাও — মেরুদণ্ডের হাড়টি ফিবিউলা/ভাটিব্রা নামে পরিচিত।				ভার্টিব্রা

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি
	'ঘ' দল সঠিক উত্তরে '✓' দাও — অস্থি-সন্ধি সহজে নড়াচড়া করে- হড়হড়ে তরলটি/ক্যালশিয়াম-এর জন্য।	,,			হড়হড়ে তরলটি
	'ঙ' দল কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশ ভাঁজ করতে পারি না কেন?	,,	শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করে দেখবে এবং পরে আলোচনা করে উত্তর লিখবে।		অস্থি-সন্ধি নেই বলে
	শিক্ষিকা কর্মপত্রগুলি সংগ্রহ করে একটি দলের কর্মপত্র অন্য দলকে দেখতে দেবেন। পরে তিনি নিজে সংশোধন করবেন।	মিথস্ক্রিয়া ও সহপাঠীদের মূল্যায়নে উৎসাহদান	শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশ মত কাজ করবে		

ব্যাপ্ত পাঠটীকা

বিদ্যালয়ের নাম শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নাম : শ্রেণি : ষষ্ঠ শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ৩০ উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ২০ সময় : তারিখ :	বিষয় : গণিত একক : বীজগাণিতিক চলরাশির ধারণা আজকের পাঠ : চল ও ধ্রুবক
শিক্ষন সহায়ক উপকরণ :- সাইকেল এবং রিক্সার মডেল, চার্ট, থার্মোকল বোর্ড, ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।	

উদ্দেশ্য : সাধারণ : চল এবং ধ্রুবক রাশি সম্বন্ধে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে।

বিশেষ : (1) চল এবং ধ্রুবক রাশি কাকে বলে জানবে।

(2) চল এবং ধ্রুবক রাশিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।

(3) বাস্তব ক্ষেত্রে চল এবং ধ্রুবক রাশির প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

(4) বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চল ও ধ্রুবক রাশির টেবিল তৈরি করতে পারবে।

আয়োজন স্তর

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
শ্রেণি প্রস্তুতকরণ, পূর্বজ্ঞান যাচাই, আজকের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি যোগ এবং গুণের ধারণা	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে দেবেন। যেমন - 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ'।	ভয়হীন পরিবেশ সৃষ্টি মূল্যবোধের বিকাশ দলগত কাজে উৎসাহ দান	শিক্ষিকাকে সুপ্রভাত জানাবে। শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে বসবে।		

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
	শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে বসার দিকে নজর দেবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে প্রবেশ করার প্রস্তুতি-কল্পে প্রতিটি দলকে একটি করে কর্মপত্র দেবেন।	পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আগ্রহ সৃষ্টি	শিক্ষার্থীরা দল অনুযায়ী কর্মপত্র গ্রহণ করবে এবং দলে আলোচলা শুরু করবে।	৫ মি.	
	'ক' দল এখানে মোট পুতুল কয়টি এবং তাদের মোট হাত কয়টি গণিতের ভাষায় লেখ।	পর্যবেক্ষণ	দলে আলোচনা করে কর্মপত্রটি পূরণ করবে।		৫×৩ = ১৫ টি পুতুল প্রতি পুতুলের দুটি করে হাত। ∴ ১৫×২ = ৩০টি হাত।
	'খ' - দল অঙ্কের ভাষায় লিখে সমাধান করো:- ড্রিল অভ্যাসের সময়	বাস্তবের	শিক্ষকের নির্দেশ মত দলে আলোচনা করবে এবং পূর্বজ্ঞান কাজে ৩টি		১২×৩ = ৩৬ মোট ৩৬ জন

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
	সারিতে 12 জন করে দাঁড়ালে মোট কতজন দাঁড়িয়েছ ? আরও চারটি সারিতে 12 জন করে এসে দাঁড়ালে মোট কতজন ড্রিল অভ্যাস করবে ?	সঙ্গে সাদৃশ্য	লাগিয়ে কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করতে পারবে সে ব্যাপারে সচেষ্ট হবে।		১২×৩ + ১২×৪ = ৩৬ + ৪৮ = ৮৪ মোট ৮৪ জন
যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার উপস্থাপন	**'গ' - বিভাগ** সমাধান করো :- ৩৬ ÷ ৩×২+১০-৪	পূর্বজ্ঞান যাচাই	পরস্পর আলোচনা করবে এবং সমস্যাটির সমাধান করবে।		৩৬÷৩×২+১০-৪ = ১২×২+১০-৪ = ২৪+১০-৪ = ৩৪ - ৪ = ৩০
	'ঘ' বিভাগ ২৮ ÷ ৪ = ? সমস্যাটি চিত্রের সাহায্যে সমাধান করো। শিক্ষিকা একটি দলের কর্মপত্র অন্যদলকে মূল্যায়ন করতে বলবেন ও সবশেষে নিজে দেখে নেবেন	কৃৎকলার সাথে সমন্বয়ন দক্ষতার বিকাশ সহপাঠীদের মূল্যায়নে উৎসাহদান	দলে আলোচনা করে চিত্র অঙ্কন করবে ও সমস্যাটি সমাধান করবে। নির্দেশ পালন করবে।		০ ২৮ ÷ ৪ = ৭

উপস্থাপন স্তর

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর কাজ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
বিভিন্ন বাস্তব জিনিস-যা সংখ্যায় অগুনতি হতে পারে। তেমন জিনিসের উদাহরণ দিয়ে চল ও ধ্রুবক রাশির ধারণা	শিক্ষিকা প্রথমে একটি বাই সাইকেল (মডেল) দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন— একটি বাই সাইকেলে কটি চাকা আছে?	মনোযোগ আকর্ষণ	সকলে হাত তুলবে শিক্ষক যাকে নির্দেশ দেবেন, সে উত্তর দেবে।		২টি চাকা আছে।
	শিক্ষিকা 'ক' দলের একজনকে আরও একটি বাই সাইকেলের মডেল দিয়ে প্রশ্ন করলেন — তাহলে দুটি সাইকেলের কটি চাকা এবং 'খ'	আগ্রহ সৃষ্টি	শিক্ষার্থীটি মডেল সাইকেল হাতে নিয়ে গুনবে		
	দলের একজনকে বোর্ডে পরপর লিখতে বলবে আগের ও পরের চাকার সংখ্যা বিদ্যালয়ের সাইকেল	সক্রিয় অংশ গ্রহণ	শিক্ষকের নির্দেশ পালন করবে		১ × ২ = ২ ২ × ২ = ৪
	গ্যারাজে সাইকেল দেখিয়ে-'গ' দলের একজনকে বলবেন ৪টি সাইকেল গুনে চাকার সংখ্যা গুনতে এবং বোর্ডে লিখতে	বাস্তব ঘটনার প্রয়োগ	নির্দেশ মত চাকা গুনবে এবং বোর্ডে লিখবে		৪ × ২ = ৮
	শিক্ষিকা এরপর জিজ্ঞাসা করবেন গ্যারাজে কটি	ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মত প্রকাশ			

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
	সাইকেল আছে? এবং তাদের চাকার সংখ্যা কত?		তারা গুনতে থাকবে এবং বোর্ডে লিখবে		৫ × ২ = ১০ ৬ × ২ = ১২ ৭ × ২ = ১৪
			শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলবে	30 মি.	গ্যারাজে অনেক সাইকেল আছে। এবং চাকার সংখ্যা লেখা যাবে কীভাবে?
	শিক্ষিকা এরপর জিজ্ঞাসা করবেন যে কোনও সাইকেল করে। গ্যারাজে কটি সাইকেল আসে?	স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ	বিদ্যালয়, রেল স্টেশন ইত্যাদি স্থানের সাইকেল গ্যারাজ দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে উত্তর দেবে।		অসংখ্য সাইকেল গ্যারাজে আসা যাওয়া
	এরপর শিক্ষিকা- শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন সাইকেলের চাকার সংখ্যার একটি টেবিল তৈরি করতে।	শিক্ষক-শিক্ষার্থী মত বিনিময়	শিক্ষকের নির্দেশ মতো খাতায় ছক করবে ও চাকার সংখ্যা লিখবে।		
	সাইকেলের সংখ্যা নির্দিষ্ট না হলে মোট সাইকেলকে 'n' ধরা যেতে পারে।	পুনঃ আলোকপাত	আলোচনা করে দেখবে তাহলে চাকার সংখ্যা ২ × n টি		

সাইকেলের সংখ্যা	চাকার সংখ্যা
১	২×১ = ২
২	২×২ = ৪
৩	২×৩ = ৬
৪	২×৪ = ৮
৫	২×৫ = ১০
৬	২×৬ = ১২
৭	২×৭ = ১৪
৮	২×৮ = ১৬
৯	২×৯ = ১৮
.....	.....
n	২×n = ২n

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
	শিক্ষক টেবিলটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন - এখানে 'n' দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে	পুনরায় বুঝিয়ে বলা	ভালো করে টেবিলটি দেখে শিক্ষার্থীরা বলবে		সাইকেলের সংখ্যা
	এরপর শিক্ষক প্রশ্ন করবেন এই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট না পরিবর্তনশীল? বুঝিয়ে বল।	সঠিক ধারণা সৃষ্টি	দলে আলোচনা করে বলবে		পরিবর্তনশীল কারণ সাইকেলের সংখ্যা ১,২,৩ ইত্যাদি হতে পারে
	এবার বল একটি সাইকেলে চাকার সংখ্যা কী নির্দিষ্ট	প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে উৎসাহ	ভালো করে সাইকেলের মডেলটি দেখবে এবং বলবে		হ্যাঁ
	শিক্ষক বুঝিয়ে বলে দেবেন পরিবর্তনশীল রাশিটিকে (n) চল বলে এবং নির্দিষ্ট রাশিটিকে ধ্রুবক বলে এরপর	পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া	মন দিয়ে শুনবে ও বোঝার চেষ্টা করবে		
	চার্টে গাড়ির ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন— এখানে চল এবং ধ্রুবক কোনটি?	ধারণা গঠন যাচাই	মনযোগসহকারে চার্টটি দেখবে		এখানে চল হচ্ছে ট্যাক্সির সংখ্যা এবং ধ্রুবক-চাকার সংখ্যা
			দলে আলোচনা করে শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করবে		চলরাশিটি 'n' দিয়েই লিখব কেন?
	শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন — চল চিহ্নিত করতে ইংরাজি বর্ণমালার যে কোনও অক্ষর ধরা যেতে পারে।				
	শিক্ষক জিজ্ঞাসা করবেন একটি ট্যাক্সির চাকার সংখ্যা 'n' না লিখে কীভাবে লিখবে? বুঝিয়ে বল	বোধগম্যতার যাচাই	শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লিখবে এবং বুঝিয়ে বলবে		$4 \times x$ এখানে x হল ট্যাক্সির সংখ্যা, চাকার সংখ্যা নির্দিষ্ট —৪

বিষয়	শিক্ষিকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
	এরপর শিক্ষক একটি রিক্সার মডেল দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন কয়টি চাকা আছে।	আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ	রিক্সার মডেলটি দেখে বলবে		৩টি চাকা
	x সংখ্যক রিক্সার চাকার সংখ্যা কীভাবে লিখবে। চল এবং ধ্রুবক কোনটি	সব শিখনে উৎসাহ	পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে লেখার চেষ্টা করবে		৩ × x এখানে x হচ্ছে চল এ ৩ ধ্রুবক
	শিক্ষক প্রতিটি দলকে রিক্সার চাকার সংখ্যা পাওয়ার জন্য একটি টেবিল তৈরি করতে বলবেন।	অর্জিত ধারণার বাস্তবে প্রয়োগ	শিক্ষার্থীরা নিজেদের দলে আলোচনা করে নির্দেশ পালন করবে		
	প্রতিটি টেবিল দেখবেন এবং ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন	সঠিক ধারণা গঠন			
	এরপর শিক্ষক প্রশ্ন করবেন — রিক্সার চাকার সংখ্যা জানার সহজ নিয়মটি বল	আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ বৃদ্ধি	তৈরি টেবিলটি দেখে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলবে		রিক্সার চাকার সংখ্যা = ৩ × রিকশার সংখ্যা
	পুনরায় চার্টে গাড়ির ছবি দেখিয়ে গাড়ির ক্ষেত্রে চাকার সংখ্যা কিরূপ হবে — যদি x সংখ্যক গাড়ি থাকে?	পুনঃ আলোকপাত	শিক্ষার্থীরা ভাল করে চার্ট দেখে পূর্বের উদাহরণ স্মরণ করবে ও বলবে এবং বোর্ডে লিখবে		$4 \times x$
	এই $4 \times x$ কে $4x$ লেখা যায়। (বোর্ডে লিখন)	সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপন	মনোযোগ সহকারে শুনবে ও বোঝার চেষ্টা করবে		
	এবার বল — এক্ষেত্রে চল বা ধ্রুবক কোনটি আগে বসবে?	বোধগম্যতার যাচাই	ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে বলবে		ধ্রুবক আগে বসবে
	একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বল আজকের পাঠে কি শিখলে। তোমাদের হাত-পা-এর সংখ্যা দিয়ে বল।	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ	খুব ভালো করে পূর্ব কৃত টেবিল পর্যবেক্ষণ করবে প্রত্যেকের কটি করে হাত পা আছে দেখবে এবং বলবে ও বোর্ডে লিখবে।		প্রত্যেকের ৪টি হাত-পা অতএব এই সংখ্যাটি ধ্রুবক আমরা অনেক জন এবং সংখ্যাটি পাল্টায় তাই এটি চল। এই মোট সংখ্যাটি $4x$ লেখা যাবে।

উপস্থাপনোত্তর স্তর

বিষয়	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর / বিভ্রান্তি
আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করতে পারল তা যাচাই করার জন্য কিছু কাজ ও কর্মপত্র দেওয়া হবে। চল ও ধ্রুবকরাশি এবং তাদের প্রকাশ করার নিয়ম	শিক্ষক চারটি দলকে চারটি পৃথক কর্মপত্র দেবেন। একটি দলের কর্মপত্র অন্য দলকে মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং পরিশেষে নিজে সংশোধন করে দেবেন যদি প্রয়োজন হয়। 'ক' - দল △ △ △ △ সহজ নিয়মে লেখ ত্রিভুজ তৈরিতে কটি কাঠি লাগবে। 'খ' - দল ট্যাক্সির চাকার সংখ্যা ☐ টি। x সংখ্যক ট্যাক্সিতে চাকার সংখ্যা ☐ টি 'গ' - দল ১২টি চতুর্ভুজের বাহু সংখ্যা ☐ × ☐ কোনটি চল ও কোনটি ধ্রুবক? 'ঘ' - দল চলকে ইংরেজি বর্ণমালার সাহায্যে কীভাবে প্রকাশ করা যায়?	বোধগম্যতার যাচাই দলগত কাজে উৎসাহ ভুল সংশোধন অধীত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ	শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর লিখবে	৫মি.	৩ × n সংখ্যক কাঠি লাগবে অর্থাৎ ৩n ৪টি ৪xটি ৪×১২ ৪→ ধ্রুবক ১২ → চল চল → a, b, c,d...n... x ইত্যাদি

ব্যাপ্ত পাঠটীকা

বিদ্যালয়ের নাম : শিক্ষার্থী-শিক্ষিকার নাম : শ্রেণি - চতুর্থ বিভাগ - 'ক' শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৩০ আজকের উপস্থিতি - ২২ সময় : তারিখ :	বিষয় : গণিত একক : আগের পড়া মনে করি আজকের পাঠ : দুই বা তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ ও ভাগ

শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ : মডেল, চার্ট, কর্মপত্র, বোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি

উদ্দেশ্য : সাধারণ : গুণ ও ভাগের ধারণা স্মরণ করে বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে জানবে।

বিশেষ : i) যোগের সংক্ষিপ্তরূপ — গুণ এবং বিয়োগের সংক্ষিপ্তরূপ — ভাগ, তা জানবে।

ii) গুণ ও ভাগ করার পদ্ধতি জানবে।

iii) কোন কোন ক্ষেত্রে গুণ করতে হয় এবং কখন ভাগ করতে হয় বুঝতে পারবে।

iv) সুসমঞ্জসভাবে কোনো কিছু সাজানো থাকলে — সহজেই গুণের মাধ্যমে তার সংখ্যাগত-রূপ প্রকাশ করতে পারবে।

v) বাগানে গাছ লাগানো ইত্যাদি বাস্তবক্ষেত্রে স্তম্ভ ও সারিতে নির্দিষ্ট সজ্জায় সাজাতে পারবে।

vi) লজেন্স ইত্যাদি সমানভাবে ভাগাভাগি করতে পারবে।

vii) গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিত্রাকারে সাজাতে পারবে।

আয়োজন স্তর

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
শ্রেণিসজ্জা পূর্বজ্ঞান যাচাই এবং আজকের পাঠের প্রস্তুতিকরণ	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুপ্রভাত জানিয়ে কুশল বিনিময় করবেন।	আনন্দদায়ক ও ভয়হীনপরিবেশ এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি	শিক্ষককে সুপ্রভাত জানাবে		
	এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫ - ৬ জন করে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেবেন। যেমন : 'ক', 'খ' এবং 'গ' দল।	দলগত কাজে উৎসাহ	শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী দলে ভাগ হয়ে বসবে।	10 মি.	
	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে বসার দিকে নজর দেবেন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠে প্রবেশ করার প্রস্তুতিকল্পে প্রতিটি দলকে একটি করে কর্মপত্র দেবেন।	পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আগ্রহ সৃষ্টি	শিক্ষার্থীরা দল অনুযায়ী কর্মপত্র গ্রহণ করবে এবং দলে আলোচনা শুরু করবে।		
এক সংখ্যার গুণ ও ভাগ	'ক' - দল 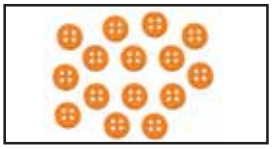 উপরের বোতামগুলি সঠিক-ভাবে তিনটি সারিতে সাজিয়ে উত্তরের বাক্সটি পূরণ করো	যোগের ধারণা গঠন	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুযায়ী বোতামগুলি সাজাবে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে		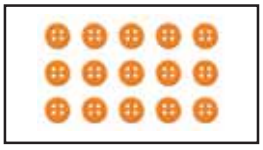 ৫ + ৫ + ৫ = ১৫
	'খ' - দল তিনটি করে বেলুন একবারে ফাটিয়ে দাও। কতবার ফাটালে বল।	বোধমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্যের বিকাশ	দলে আলোচনা করবে কতবার ফাটানো হল এবং একজন এগিয়ে আসবে কর্মপত্র পূরণ করার জন্য		তিনবার ৯ – ৩ = ৬ ৬ – ৩ = ৩ ৩ – ৩ = ০

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
পাঠঘোষণা- দুই বা তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ ও ভাগ।					
		উপস্থাপন স্তর			
দুই বা তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ ও ভাগ। গুণ প্রতিটি সারিতে ইটের সংখ্যা গণনা করে সারির সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে মোট ইটের সংখ্যা পাওয়া যাবে।	টেবিলে রাখা মডেলটি দেখাবেন এবং সারির সংখ্যা ও সারিতে কটি করে ইট আছে তা গুনতে বলবেন। 'ক' দলকে মোট ইটের সংখ্যা গুনতে বলবেন। 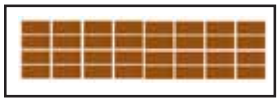 'খ' দল থেকে তিনজনকে ডেকে ৭টি করে কলম দেবেন। অন্য দল থেকে উত্তর দিতে বলবেন মোট কটি কলম হল। 'খ' দল থেকে বলো সংক্ষেপে কীভাবে ইটের সংখ্যা গুনবে।	সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার প্রতিফলন	'ক' দল থেকে একজন উঠে এসে গুনবে এবং 'খ' দলের একজন বোর্ডে লিখবে। শিক্ষিকার নির্দেশ পালন করে 'খ' দলের শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে। একজন এগিয়ে এসে বোর্ডে লিখবে।	20 মি.	সারি - ৪টি প্রত্যেক সারির ইটসংখ্যা - ৮টি ৮ + ৮ + ৮ + ৮ = ৩২টি ৮ × ৪ = ৩২টি
	'গ' দলের ৬ জনকে ডেকে প্রত্যেককে বলবেন দুহাতের আঙুল সংখ্যা গুনতে ও লিখতে। 'গ' - দল থেকে একজনকে এসে বোর্ডে লিখতে বলবেন মোট আঙুল সংখ্যা। 'খ' দল থেকে একজন ডেকে নেবেন ও গুণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলবেন।	দলগত কাজ বিষয়ে আলোকপাত ও মনোযোগ আকর্ষণ	শিক্ষিকার নির্দেশ পালন করবে। একজন এগিয়ে এসে এক একজনের আঙুলের সংখ্যা গুনে লিখবে। একজন এগিয়ে আসবে, অন্যরা তাকে উৎসাহ দেবে ও সহযোগিতা করবে।		১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ + ১০ = ৬০ ১০ × ৬ = ৬০

বিষয়বস্তু	শিক্ষকের আচরণ	যৌক্তিকতা	শিক্ষার্থীর আচরণ	সময়	সম্ভাব্য উত্তর/বিভ্রান্তি
	প্রত্যেককে বলবেন আগের সংখ্যাগুলি গুণ হিসাবে লিখতে।				
	চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি ফুলদানিতে কতগুলি ফুলের সংখ্যা, তা বলতে বলবেন।	পুনরায় আলোকপাত	একজন সামনে এসে বলে বলে গুনবে আরও একজন বোর্ডে লিখবে।		১২ × ৮ = ৯৬ মোট ফুল হল ৯৬টি
ভাগ— একটি বিশেষ সংখ্যক ইঁটকে সারিবদ্ধ করতে গেলে প্রতি সারিতে কয়টি করে রাখতে হবে	'ক' দলকে ডেকে একজনের হাতে ১৮টি ফুল দিয়ে বলবেন দলের ৬ জনে সমানভাবে যেন নেয়।	দলগত কাজে উৎসাহ	শিক্ষিকার নির্দেশ পালন করবে।		
	অন্য দলগুলি থেকে উত্তর দিতে বলবেন যে এক একজন কটা করে পেল এবং কীভাবে পেল?	পর্যবেক্ষণ ও স্ব-শিখন	'ক' দলের শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করবে এবং একজন বোর্ডে উঠে আসবে।		১৮ – ৩ = ১৫ ১৫ – ৩ = ১২ ১২ – ৩ = ৯ ৯ – ৩ = ৬ ৬ – ৩ = ৩ ৩ – ৩ = ০
	বিয়োগের সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করতে পারেন।	ভাগের ধারণা স্মরণ	'খ' দল নির্দেশ পালন করবে।		১৮ ÷ ৬ = ৩
	শিক্ষার্থীদের একটি বাগানের চার্ট দেখাবেন — 'গ' দলকে প্রশ্ন করবেন এলোমেলো ভাবে থাকা ২০টি গাছকে ৪টি সারিতে লাগালে প্রতি সারিতে ক'টা গাছ লাগাবে?	পর্যবেক্ষণ বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্য	শিক্ষার্থীরা নির্দেশ পালন করবে এবং একজন বোর্ডে লেখার চেষ্টা করবে।		২০ ÷ ৪ = ৫টি গাছ

চক-বোর্ড সারাংশ

১) সারি - ৪ টি

ইট সংখ্যা - ৮ টি

৮ + ৮ + ৮ + ৮ = ৩২ টি

২) ৮ × ৪ = ৩২ টি

৩) ১২ × ৮ = ৯৬

মোট ফুল হল ৯৬ টি

৪) ১৮ ÷ ৬ = ৩

৫) ২০ ÷ ৪ = ৫

উপস্থাপনোত্তর স্তর						
বিষয়বস্তু	**শিক্ষকের আচরণ**	**যৌক্তিকতা**	**শিক্ষার্থীর আচরণ**	**যৌক্তিকতা**	**সময়**	**সম্ভাব্য উত্তর/ বিভ্রান্তি**
আজকের বিষয় শিক্ষার্থীরা কতটা আয়ত্ত করতে পারল তা জানার জন্য প্রশ্ন সহকর্মপত্র (মূল্যায়ন) পত্র দেওয়া হবে : দুই ও তিন সংখ্যাকে এক সংখ্যা দিয়ে গুণ ও ভাগ এবং গুণ ও ভাগের সংক্ষিপ্তরূপ	শিক্ষক চারটি দলকে চারটি পৃথক কর্মপত্র দেবেন। একটি দলের কর্মপত্র অন্য দলকে মূল্যায়ন করতে বলবেন	বোধগম্যতা যাচাই	শিক্ষিকার নির্দেশ পালন করবে	আনুগত্য আত্মবিশ্বাস স্বাধীনতা		
	‘ক’ -বিভাগ 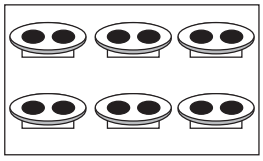 মোট কটি প্লেট আছে যোগ কর এবং প্লেটে কটি মিষ্টি আছে।	দক্ষতা	কর্মপত্রে প্লেট গুনবে এবং দলে আলোচনা করে লিখবে	পারস্পারিক মিথোস্ক্রিয়া	10মি.	২ + ২ + ২ + ২ + ২ + ২ = ১২ ৬ × ২ = ১২
	‘খ’ -বিভাগ 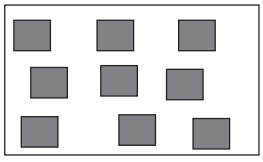 বাক্সগুলিকে ৩টি সারিতে সাজাও, প্রতি সারিতে কটি করে হবে?	দক্ষতা	কর্মপত্রে বাক্সগুলি সাজিয়ে ছবি আঁকবে ও উত্তর লিখবে	বিষয়মতো ধারণা ও সৃজনশীলতা		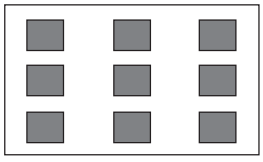 ৯ ÷ ৩ = ৩
	‘গ’ দল ৩০০টি লজেন্স খেলার মাঠে তোমরা ৩০জন সমানভাবে নিলে ক’টি করে পাবে?	বাস্তবের প্রয়োগ	দলে আলোচনা করবে	মতামত গ্রহণ ও চিন্তন		৩০০ ÷ ৩০ = ১০
	‘ঘ’ দল ২৬টি সারিতে ৮টি করে গাছ রাখলে মোট কটি গাছ লাগবে?	,,	,,	ধারণা গঠন		২৬ × ৮ = ২০৮ টি গাছ লাগাবে

সংশোধনী পাঠ

সংযুক্তিকরণ : শিক্ষার্থীদের ওই বিষয়ে পূর্বজ্ঞান আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। যদি কেউ উত্তর দিতে না পারে, তাহলে তাকে যথাযথ সাহায্য করতে হবে।

উদ্ভাবন : আজকের পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট কৌতূহলী কিনা, তাদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা মনোভাব জাগরিত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে।

ব্যাখ্যাকরণ : শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকে যথেষ্ট বুঝে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা, সেদিকে নজর দিতে হবে। যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ 'গুণ' এবং বিয়োগের সংক্ষিপ্ত রূপ 'ভাগ' তা বুঝতে পেরেছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে।

বিস্তৃত বিবরণ যোগ করা : বিষয়টি ভালোভাবে বুঝবে এবং না পারলে LTM-এর সাহায্য নিতে হবে।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারছে কিনা সেদিকে নজর দিতে হবে।

P_4 - Practicum : 4

বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলি

[School Based Activities]

ভূমিকা : শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে পুঁথিগত ধারণার সঙ্গে ব্যবহারিক কাজের সামঞ্জস্য অবশ্যই থাকা দরকার। একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কাজ করতে বলা উচিত নয়, যা তিনি নিজে করতে অপারগ। সেই জন্য D.El.Ed. কার্যক্রমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে বিদ্যালয় কার্যাবলির একটি যোগসূত্র থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

NCFTE - 2009, বিচারপতি ভার্মা কমিশন (2013)-র নির্দেশিকা এবং প্রস্তাবনা এবং NCTE-র নিয়ম নীতি (Norms and Standards – 2014) অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ (D.El.Ed) পাঠক্রমের সঙ্গে বিদ্যালয় কার্যাবলির যোগসূত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে দু-বছরের D.El.Ed. পাঠক্রমে ''বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলি''— বিষয়টিকে আবশ্যিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারাবছর ধরে চলতে থাকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সরাসরি যুক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ শিশু শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা যাবে।

উদ্দেশ্য :

(1) শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। এই লক্ষ্য পূরণে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সঙ্গে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

(2) প্রশিক্ষণ চলাকালীন অর্জিত তাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

(3) বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং কার্যাবলির সাথে সম্যক পরিচিতিলাভ করা যাতে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে।

(4) বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো ও তাঁদের বিদ্যালয়সংক্রান্ত শিক্ষণ এবং সহপাঠক্রমিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করা।

(5) বিদ্যালয় পরিবেশ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিশু শিক্ষার্থী, অভিভাবক ইত্যাদি সকলের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(6) শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের নিজেদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রের পরিবেশের বাইরে তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তিমূলক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো।

(7) বিদ্যালয় সমাবেশ, বিশেষ বিশেষ দিন উদ্‌যাপন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠন, পারদর্শিতার অভীক্ষা প্রস্তুতকরণ, সময় তালিকা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

(8) শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খেলাধূলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা।

(9) বাস্তব পরিবেশে ভবিষ্যতের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পেশার প্রতি সততা, আগ্রহ ও ভালোবাসা গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

(10) বিদ্যালয়-শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে, তার কারণ নির্ণয় করে সমাধানের উপায় নিশ্চিত করা।

(11) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করে, তার সম্বন্ধে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারা।

(12) শিক্ষানবিশী কার্যক্রম শুরু হবার আগেই বিদ্যালয় কার্যাবলি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলি

মূল্যায়ন (শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ) : মোট ১৬টি সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের (activities) মধ্যে ৫টি মূল্যায়ন করা হবে।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক ১৬টি সক্রিয়তাভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণ করলেও পরিশেষে ৫টি সক্রিয়তার বিবরণ মূল্যায়নের (assessment) জন্য জমা দেবে। মূল্যায়নকারী প্রশিক্ষক লক্ষ রাখবেন যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী-শিক্ষক একই বিষয়ের ৫টি বিবরণ জমা না দেয়। এই জটিলতা এড়িয়ে যাবার জন্য তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থী-শিক্ষকের জন্য ৫টি করে কাজের লটারি করবেন।

প্রতিটি কাজের মূল্যায়ন হবে সর্বাধিক ২০ নম্বরের।

অতএব মোট নম্বর = ২০ × ৫ = ১০০

৫টি সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের মূল্যায়ন সূচক :

1. সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের বিবরণী খাতা : 10
2. কাজের উপস্থাপন : 05
3. অংশগ্রহণ : 05

বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলি

[School Based Activities]

বিষয়বস্তু (Content)

(1) বিশেষ বিশেষ দিন উদ্‌যাপন এবং সচেতনতা তৈরি করার জন্য বিদ্যালয় সমাবেশে সম্ভাষণ (Addressing SchoolAssembly on Special Occasions for commemoration and Awareness Creation)

(2) শিক্ষামূলক ভ্রমণ আয়োজন (Organization of Educational Excursion)

(3) প্রদর্শনশীল কলার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের সচেতনতা প্রচারকার্যের সংগঠন (Organization of Awarenss Campaign in the locality for preservation of Environment through performing Art.)

(4) পারদর্শিতার অভীক্ষা প্রস্তুতিকরণ (Preparation of Achievement Test)

(5) পাঠ্যবিষয়বস্তুর কুইজ, ব্রেনস্টর্মিং, রোল-প্লে, ডিবেট প্রভৃতির আয়োজন (Organization of Quiz, Brainstorming, Role Play, Debate in Subject Areas)

(6) স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধিজয়ন্তী ও অন্যান্য বিশেষ দিন উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা (Organization of Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti and Public Holidays)

(7) সক্রিয় গবেষণা সম্পাদন (Conducting Action Research)

(8) শিখন-শিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতিকরণ (Developing Learning Teaching materials)

(9) বিষয় নির্বাচন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুতিকরণ (Selection of a Topic and preparation of Power Point Presentation)

(10) বিদ্যালয় ও শ্রেণির জন্য সময় তালিকা প্রস্তুতিকরণ (Preparation of school and class time-table)

(11) কেসস্টাডি সম্পাদন (Conducting a case study)

(12) বিশেষ অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজ (Holding March Past on special Occasions)

(13) ড্রিল প্রদর্শন (Drill display)

(14) বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা (Different Sports event)

(15) কৃষ্টিসংরক্ষণ, বিদ্যালয় পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা, TLM প্রদর্শনী, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন (Preservation of cultural Heritage, Organizing School Magazines, Wall Magazines, Exhibition of TLM, Beautification of School Surroundings)

(16) পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক কার্যাবলির সমন্বয়কারী অতিরিক্ত কার্যাবলি (Preparation of Extension Activities to Correlate Text-based Activities)

উপরোক্ত ১৬টি বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলি (School Based Activities) সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল নিম্নরূপ :

A. প্রতিটি কাজের মনোবিজ্ঞানগত, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও সাংস্কৃতিক যথার্থতা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

B. কাজগুলির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর দলগতভাবে সেগুলি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা প্রয়োজন।

C. কাজগুলি সম্পন্ন করার পর অভিজ্ঞতাগুলিকে একত্রীকরণের প্রয়োজন।

D. বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজ সম্পন্ন করার পর প্রতিটি কাজের প্রতিবেদন পেশ করা।

বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজ সম্পন্ন করার পর প্রতিবেদন পেশ করার কয়েকটি ধাপ নিম্নরূপ :

(a) কাজটির নাম —

(b) কাজটি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ

(c) কাজটির গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

(d) কাজের বিবরণ

(e) পদ্ধতি

(f) কাজটি সম্পন্ন করতে কী কী অসুবিধার সন্মুখীন হতে হল তা লিপিবদ্ধ করা।

কার্যাবলি : ১

বিদ্যালয় সমাবেশ সম্ভাষণ

Addressing School Assembly

যে-কোনও ভালো বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সকালের প্রথম বিদ্যালয় সম্ভাষণ পাঠক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিশুদের বিদ্যালয় কার্যাবলিতে মনোনিবেশ করার জন্য এবং প্রতিদিন শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নীতকরণের জন্য এই সমাবেশ-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় সকালে বা একটু বেলার দিকে — যখনই শুরু হোক না কেন এই সম্ভাষণ সমাবেশ দিনের শুরুতে সকলকেই এক সূত্রে বেঁধে বিদ্যালয় কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

বিদ্যালয় কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত সকলে যখন দিনের শুরুতে একত্রিত হয় তখন সমবেত প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকে পুণ্য এবং পূর্ণ হৃদয়ে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সম্ভাষণের মধ্যে গিয়ে নতুন প্রজন্মের সাথে পূর্ববর্তী প্রজন্মের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

দিনের শুরুতে এই সম্ভাষণ সমাবেশ-ই হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষণ-শিক্ষার্থী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। এবং পারস্পরিক মত বিনিময় করতে পারেন। এই সমাবেশ একদিকে যেমন শিক্ষণীয় তেমন মনোগ্রাহীও বটে। সর্বোপরি প্রতিদিনের এই অভ্যাস শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই সমৃদ্ধ করে।

বহু প্রাচীন যুগেও গুরুকুলে গুরুগৃহে গুরু-শিষ্যের সম্মিলিত বন্দনার মধ্যে দিয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন তৈরি হতো। National Curriculum Frame Work-2005-এও বিদ্যালয়ের সম্ভাষণ সমাবেশ নিয়ে কিছু কিছু recommendation আছে চতুর্থ অধ্যায়ে School and classroom environment পর্বে।

উদ্দেশ্য (Objectives) : বিদ্যালয়ে সম্ভাষণ সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। দিনের কার্যাবলি শুরু করার আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাকর্মীর মিলনক্ষেত্র এই সমাবেশ। W.R. Smith-এর কথায় "School assembly can serve as a focusing centre of all forms of extra curricular life." এই সমাবেশের উদ্দেশ্য একাধিক। এখানে বিশেষ কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

(1) বিদ্যালয়ের কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত সকলকে একতার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয় সম্পর্কে অনুভূতি—যে এটি একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান।

(2) শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা।

(3) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সাধারণ রীতিনীতি ও আদর্শের সঙ্গে একাত্ম করে তোলা।

(4) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধৈর্য, অন্যের মতামত শোনার ক্ষমতা, সামাজিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করার রীতি ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।

(5) শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাকর্মী সকলের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো যাতে প্রত্যেকেই আরো ভালো মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

(6) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সারাদিনের পড়াশুনোর জন্য মানসিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলা।

(7) জাতীয়তাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তোলা।

(8) বিদ্যালয় কার্যাবলির সঙ্গে এবং প্রতিদিনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটানো।

(9) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রত করা।

(10) শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও বিশেষ বিশেষ দিনে তাদের অভিজ্ঞতা, গল্প এবং অনুভূতি সকলের সামনে বলতে উৎসাহিত করা।

(11) বিশেষ বিশেষ কারণে শিক্ষার্থীদের সকলের সামনে পুরস্কার দিয়ে বা প্রশংসা করে কাজে উৎসাহিত করা।

(12) বিভিন্ন জাতীয় উৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মনীষীদের জন্মদিবস ইত্যাদি বিশেষ দিবস পালন করা ও সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

কাজের পরিকল্পনা (Plan of action) :

(1) বিদ্যালয় সমাবেশ সম্ভাষণ পরিকল্পনা করার সময় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা সংশ্লিষ্ট সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

(2) এই সমাবেশটি কখন হবে সেটি প্রথমে ঠিক করতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়ের কার্যাবলির প্রারম্ভে দিনের শুরুতে করা হয়ে থাকে।

(3) কোথায় সমাবেশটি হবে সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত বিদ্যালয়ের কোনও প্রশস্ত ঘরে, বারান্দায় বা প্রাঙ্গণে হতে পারে। অবশ্যই সেই স্থানটি দিনের আলোয় উদ্ভাসিত, আরামদায়ক এবং শান্ত (undisturbed) হবে।

(4) কতক্ষণ ধরে সমাবেশটি চলবে আগে থেকে ঠিক করা থাকবে। প্রতিদিনের সময় এবং বিশেষ বিশেষ সম্ভাষণের দিনের সময়।

(5) সপ্তাহের কোন দিন কি কি গান প্রার্থনা সভায় গাওয়া হবে এবং কোন দিন কি বিষয়ে সম্ভাষণ করা হবে।

Date	Value	Theme
26 Jan	জাতীয়তাবোধ	দেশপ্রেম

এইভাবে সেই সপ্তাহের জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত, ভাষণ ঠিক করা যেতে পারে।

(6) সাধারণত কতজন এই সমাবেশে প্রতিদিন উপস্থিত থাকবেন এবং বিশেষ বিশেষ দিনে বিদ্যালয় বহির্ভূত কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন কিনা।

(7) কোন কোন বয়সের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকবে।

(8) এই সমাবেশের জন্য যে খরচ হতে পারে তার উৎস ঠিক করে রাখতে হবে।

(9) স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে কিনা, হলে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(10) শিক্ষার্থীদের বিশেষত একটু কম বয়সীদের বুঝিয়ে দিতে হবে প্রার্থনা সভায় কীভাবে আচরণ করতে হবে।

কাজের বিবরণ (Description of work) :

উপকরণ : হারমোনিয়াম, কি-বোর্ড, বাঁশি, খবরের কাগজ, বিশেষ ঘটনা বা বাণী লেখা খাতা, স্বাস্থ্যপঞ্জী, স্বাস্থ্য চার্ট, রোল কলের খাতা ইত্যাদি।

বাস্তবায়ন (Inplementation) :

(1) সমাবেশের পাঁচ মিনিট আগে একটি ঘণ্টা পড়লে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হবে এবং শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রেণিগতভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

(2) প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, সহ শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সকলে সভাস্থলে উপস্থিত হবেন।

(3) শিক্ষক/শিক্ষিকা লক্ষ রাখবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে হাতজোড় করে দাঁড়ায় এবং প্রার্থনা সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হয়। তারা যাতে শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

(4) পূর্বে ঠিক করা প্রার্থনা সঙ্গীত সমবেতভাবে গাওয়া হবে। গানের সঙ্গে হাল্কা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

(5) সপ্তাহের প্রতিদিন একএকটি সঙ্গীত, প্রতি সপ্তাহের একটি প্রার্থনা সঙ্গীত অথবা সারা বছর একটি সঙ্গীত গাওয়া হতে পারে।

(6) একটু উঁচু শ্রেণির এক একজন করে শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করার জন্য।

(7) প্রার্থনা সঙ্গীতের পরে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রী প্রতিনিধি দিনের বিশেষ বাণী পাঠ করবে এবং অপর একজন সেদিনের বিশেষ সংবাদ বলবে।

(8) এরপরে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিদিনের বিশেষ কোনও ঘোষণা থাকলে করবেন।

(9) বিশেষ বিশেষ দিন অনুযায়ী সম্ভাষণ করবেন প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা অথবা সহ শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং নির্বাচিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

(10) এরপর সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে দিনের প্রার্থনা সভা সমাপ্ত হবে।

(11) জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকের দাঁড়াবার ভঙ্গি, গানটির সুরতাল এবং গানের মোট সময় যথাযথ হয়।

(12) সভা শেষে নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে যাবার সময় শিক্ষার্থীদের পোশাক, চুল, ত্বক, নখ ইত্যাদি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।

গুরুত্ব (Importance) :

(1) শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের সময়ানুবর্তী হতে সাহায্য করে।

(2) দিন শুরুর এই সম্ভাষণ সভার মধ্যে দিয়েই শিক্ষক/শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়।

(3) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলনেতা হবার গুণাবলি বিশেষত জনসমক্ষে কিছু বলার ক্ষমতার বিকাশ হয়।

(4) প্রতিদিন সম্ভাষণ সভায় উপস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যবোধের বিকাশ হয়।

(5) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অতিথি বক্তাদের বক্তব্য শিশু মনে আগ্রহ ও প্রেষণা জাগ্রত করে।

(6) বিদ্যালয় কার্যাবলির প্রতি আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চারে এই সভার গুরুত্ব অপরিসীম।

(7) প্রতিদিনের সমবেতপ্রার্থনা, বাণীপাঠ এবং বিশেষ বিশেষ, সম্ভাষণ প্রতিটি শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীদের আরও ভালো শিক্ষক/শিক্ষিকা, ভালো শিক্ষার্থী সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠতে শেখায়।

(8) গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘোষণার জন্য প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে এটি একটি আদর্শ ক্ষেত্র।

(9) দৈনন্দিন প্রার্থনা সম্ভাষণ সভা একটি ধনাত্মক গঠনমূলক চিন্তাধারার (Positive attitude) উন্মেষ ঘটায়।

পর্যবেক্ষণ এবং মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য সকলে পরামর্শ দেবেন— সম্ভাষণ সমাবেশের স্থান, সময়, সভার বিষয় ইত্যাদি নিয়ে। সম্ভাষণ সভার সঠিক বাতাবরণ তৈরি হলো কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রতিক্রিয়া/পর্যালোচনা (Feedback) :

- **শিক্ষক/শিক্ষিকা—** সম্ভাষণ সমাবেশ যাতে আরও সুন্দর হয় এবং সুদক্ষভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন। শিক্ষার্থীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করবেন ও পরামর্শ দেবেন। সকলের উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকলে ভালো হয়।

- **শিক্ষার্থী—** সম্ভাষণ সমাবেশের গুরুত্ব বুঝে নিজেদের ভূমিকা পর্যালোচনা করবে। উঁচু শ্রেণির এক একজন শিক্ষার্থীকে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। সে সবার আগে এসে দেখে নেবে সব ঠিক ঠাক আছে কিনা। কোথাও কোনও অসুবিধা হলে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে।

কার্যাবলি : ২

শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠন

''থাকবো নাকো বন্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।।''

Board (1970) had said that – "The only true geographical laboratory is the world out side the classroom." সারা পৃথিবীর বিষয়বস্তু ভূগোলের আলোচনার মধ্যে ব্যাপৃত রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে চার দেয়ালের মধ্যে থেকে সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তাই যথাযথ ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষামূলক ভ্রমণই হলো আদর্শ পদ্ধতি। "It is the best way to study geographical fact as the exit." শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং তাদের লব্ধ জ্ঞান চিরস্থায়ী হয়। এইরূপ শিক্ষামূলক ভ্রমণকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন — Excursion, Field Trip, School Trip, School Tour ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে সক্রিয়তার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ঘটে, বাস্তবমুখী হয়, ভৌগোলিক মনোভাব গড়ে ওঠে।

শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে শিশু মন হাঁপিয়ে ওঠে। তাছাড়া এভাবে সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানও অর্জন করা যায় না। বিশেষ করে ভূগোল, পরিবেশ, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষামূলক ভ্রমণই হলো আদর্শ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়, বাস্তবমুখী হয় এবং ভৌগোলিক মনোভাব গঠিত হয়।

উদ্দেশ্য :

(1) শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো।

(2) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল এবং ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করা।

(3) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব গড়ে তোলা।

(4) বাস্তব বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো।

(5) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহনশীলতা, সহানুভূতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব গড়ে তোলা।

(6) তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করা।

(7) শ্রেণিকক্ষে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার উপায় নেই, সেইসব অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ করে, গবেষণা করে লাভ করা।

(8) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবিষ্কারকের মনোভাব সৃষ্টি করা, তাদের মনে কার্য-কারণ উপলব্ধি করার প্রেরণা জাগানো এবং নানাবিধ নমুনা সংগ্রহে উৎসাহিত করা।

(9) শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দান করা।

(10) গ্রাম ও শহর সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করার জন্য গ্রামের শিক্ষার্থীদের শহরে ও শহরের শিক্ষার্থীদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া দরকার।

ভ্রমণের পরিকল্পনা : শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনার তিনটি ভাগ আছে —

(1) ফিল্ড পূর্ববর্তী স্তর :

(i) প্রথম কাজ হলো অঞ্চল নির্বাচন।

(ii) কোনো অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক দূরত্ব, পাঠক্রমের নিরিখে কতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভৃতি বিবেচনা করতে হবে।

(iii) খুব দূরের বা দুর্গম স্থান নির্বাচন করা যাবে না।

(iv) নিচু শ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী কোনো স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(v) স্থান নির্বাচনের পর ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে হবে।

(vi) নির্বাচিত স্থানটিতে অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিরাপদে কীভাবে যাওয়া হবে, কোথায় থাকা হবে ইত্যাদি শিক্ষক/শিক্ষিকা খোঁজ খবর নেবেন।

(vii) মোট যতজন শিক্ষার্থী যাবে তাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে, দলের দলনেতা ঠিক করে দিতে হবে। প্রতিটি দলনেতা নিজ নিজ দলের শিক্ষার্থীদের থেকে অভিভাবকের লিখিত সম্মতি সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকাকে দেবে।

(viii) প্রয়োজনীয় কী কী জিনিসপত্র সঙ্গে রাখতে হবে তার একটি তালিকা শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সাহায্যে তৈরি করবেন। যেমন : আই কার্ড, খাতা, পেন, পেনসিল, ওষুধ, জল, ছাতা, পোশাক ইত্যাদি।

(ix) শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত স্থানটির মানচিত্র, বিভিন্ন তথ্য, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি সংগ্রহ করবে।

(x) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(xi) শিক্ষামূলক ভ্রমণটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক স্তরে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(2) শিক্ষামূলক ভ্রমণ :

(i) নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্দিষ্ট সময় বা দিনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্বাচিত স্থানটিতে যাবেন।

(ii) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করতে বলবেন। যেমন— ওই স্থানটির মাটি, পাথর, ছোটো ছোটো প্রাণীর নমুনা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষের জীবনযাত্রা, বিভিন্ন গাছ, পশু-পাখি ইত্যাদির ফোটোগ্রাফ (দরকার হলে শিক্ষক/শিক্ষিকা ছবি তুলে রাখবেন) বিভিন্ন স্থানের স্থান মাহাত্ম্য, অন্যান্য বিবরণ ইত্যাদি।

(3) ফিল্ড পরবর্তী স্তর :

(i) সকলের কাছে থাকা ফিল্ড পূর্ববর্তী এবং ফিল্ড স্তরে রাখা তথ্য ও পরিসংখ্যান একত্রিত করা।

(ii) এরপর পরিসংখ্যানগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করা ও রাশি বিজ্ঞানের চিত্র অঙ্কন করে উপস্থাপন করা।

(iii) সংগৃহীত তথ্য ও ফেটোগ্রাফের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের একটি লিখিত বিবরণ তৈরি করা। বিবরণটি যেন বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক এবং ভৌগোলিক তথ্য সমৃদ্ধ হয়।

গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা :

(1) শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নতুন পরিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আনন্দের সঙ্গে।

(2) শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী সকলে একসঙ্গে যখন শিক্ষামূলক ভ্রমণে যায় তখন শিক্ষার্থীরা নতুন পরিবেশে বিভিন্ন গাছপালা, পশুপাখি, দুষ্প্রাপ্য কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার এবং নতুন নতুন অনেক তথ্য জানার সুযোগ পায়।

(3) দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষের প্রথাগত পরিবেশের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে কাটাবার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(4) সমবায় শিখনের প্রয়োগ শিক্ষাগত ভ্রমণে খুব ভালভাবে করা যায়। শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে নতুন পরিবেশটি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং একে অপরকে সাহায্য করে নতুন জ্ঞানার্জনে।

(5) শিক্ষাগত ভ্রমণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে অপ্রথাগতভাবে, পাঠ্য বই ইত্যাদি প্রতিদিনের পরিচিত ব্যবহার্য জিনিসের সাহায্য ছাড়া, যে শিক্ষা লাভ করে তাতে একঘেয়েমি আসে না।

(6) কোনও বিজ্ঞানকেন্দ্র, মিউজিয়াম, সংগ্রহশালা, ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণের সময় যদি সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি বিভিন্ন প্রদর্শিত বস্তুসমূহ শিক্ষার্থীর সামনে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন তাহলে তারা খুবই আনন্দ পায় এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে অজানাকে জানার আনন্দে।

(7) শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিক্ষায় একঘেয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য আনে।

(8) শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে একাধিক শিক্ষণ কৌশল অবলম্বন করা যায়। শ্রেণিকক্ষে বেশিরভাগ সময় শুধু দর্শনগত, বা শ্রবণ-দর্শনগত উপকরণ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে দেখার সুযোগ আছে।

(9) অনেক সময় দৈনন্দিন পাঠপরিকল্পনার কিছু কিছু কঠিন বিষয় ভ্রমণে গিয়ে পরিষ্কার করে বোঝানো যায়। কারণ সেক্ষেত্রে প্রকৃতি, একাধিক শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে শিখন কার্য সহজ হয়ে যায়।

(10) শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের কাছে শিখনের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনও বটে। শিক্ষার্থীদের অনেক অবাঞ্ছিত আচরণ শোধরানো যায় মুক্ত পরিবেশে। তারা নিজের কাজ নিজে করতে শেখে, পরিশ্রমী হয়ে ওঠে।

(11) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল জেগে ওঠে, ভৌগোলিক জ্ঞান সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, বাস্তববুদ্ধির উন্মেষ হয়।

(12) শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তার সাথে স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ফলে শিখন সুস্পষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(13) একসাথে দলগতভাবে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা, সহানুভূতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

অসুবিধা ও প্রতিকার :

(1) শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠনের সবথেকে বড়ো অসুবিধা হলো সময় বের করা। কারণ এটি সময়সাপেক্ষ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করার পক্ষে অন্তরায়।

সারা বছরের পাঠক্রম সময় অনুযায়ী বিভক্ত করে নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যতালিকা বছরের শুরুতেই তৈরি করে নিলে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োগ করলে দুই এক দিনের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠিত করা সম্ভব।

(2) যে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আর্থিক সমস্যা আছে, সেইসব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন বা কোনও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে স্বল্প ব্যয়েও অন্তত একদিনের জন্য শিক্ষার্থীদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(3) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে নতুন স্থান ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে যে আনন্দমূলক শিখন হয়, সেটি উপলব্ধি করতে না পারার জন্য এই ব্যাপারে অসম্মত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকার কর্তব্য অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা সভায় শিশুমনের জন্য ভ্রমণের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা।

(4) অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা কম থাকায় তাঁদের অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হয় ফলে ভ্রমণ বাধ্যতামূলক না হওয়ায় নতুন করে আর কোনও দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা বাড়াবার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাকেও ভ্রমণের গুরুত্ব বুঝে এই বাড়তি দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(5) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব থাকলে সুষ্ঠুভাবে ভ্রমণ সংগঠিত করা সম্ভব নয়।

সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে।

(6) শিক্ষক/শিক্ষিকা ভ্রমণকালীন সঠিক নির্দেশনা দেবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হবেন।

(7) বিদ্যালয়ের বাইরে অচেনা পরিবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আরও একটি সমস্যা শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্ব ভ্রমণের স্থান নির্বাচনের সময় স্থানটি নিরাপদ কিনা খোঁজ নেওয়া এবং তারপর স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নেওয়া।

উদাহরণসহ কার্যাবলির বিবরণ :

ভ্রমণের স্থান : দার্জিলিং

অবস্থান : অক্ষাংশগতভাবে দার্জিলিং 26°31′ উত্তর থেকে 27°13′ উত্তর এবং 87°59′ পূর্ব থেকে 88°53′ পূর্বে অবস্থিত।

সীমানা : উত্তরে সিকিম রাজ্য, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলা ও বিহারের পূর্নিয়া জেলা, পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলা, বাংলাদেশ, পশ্চিমে নেপাল অবস্থিত, জেলার আকৃতি অনেকটা অসমান ত্রিভুজের মতো।

দার্জিলিং ভ্রমণের পরিকল্পনা :

(i) ভ্রমণের স্থান নির্বাচন : বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকা ও ছাত্রী মিলিতভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সাত দিনের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য দার্জিলিংকে ভ্রমণের জন্য স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

(ii) আর্থিক বরাদ্দ : উক্ত স্থানে ভ্রমণের জন্য মাথা পিছু ৪০০০ টাকা করে ধার্য করা হলো।

(iii) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব : খাদ্য, পানীয়, থাকা ও যাবার জন্য দায়িত্ব ট্র্যাভেল এজেন্সির হাতে দেওয়া হয়েছিল। এবং শৃঙ্খলা রক্ষা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের পৃথক পৃথক শিক্ষিকা মহাশয়াদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। আমাদের ৪০ জনকে মোট ৪টি দলে ভাগ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক দলে একজন করে Group Leader ছিল। মেয়েরা তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছিল।

দার্জিলিং-এর অবস্থান

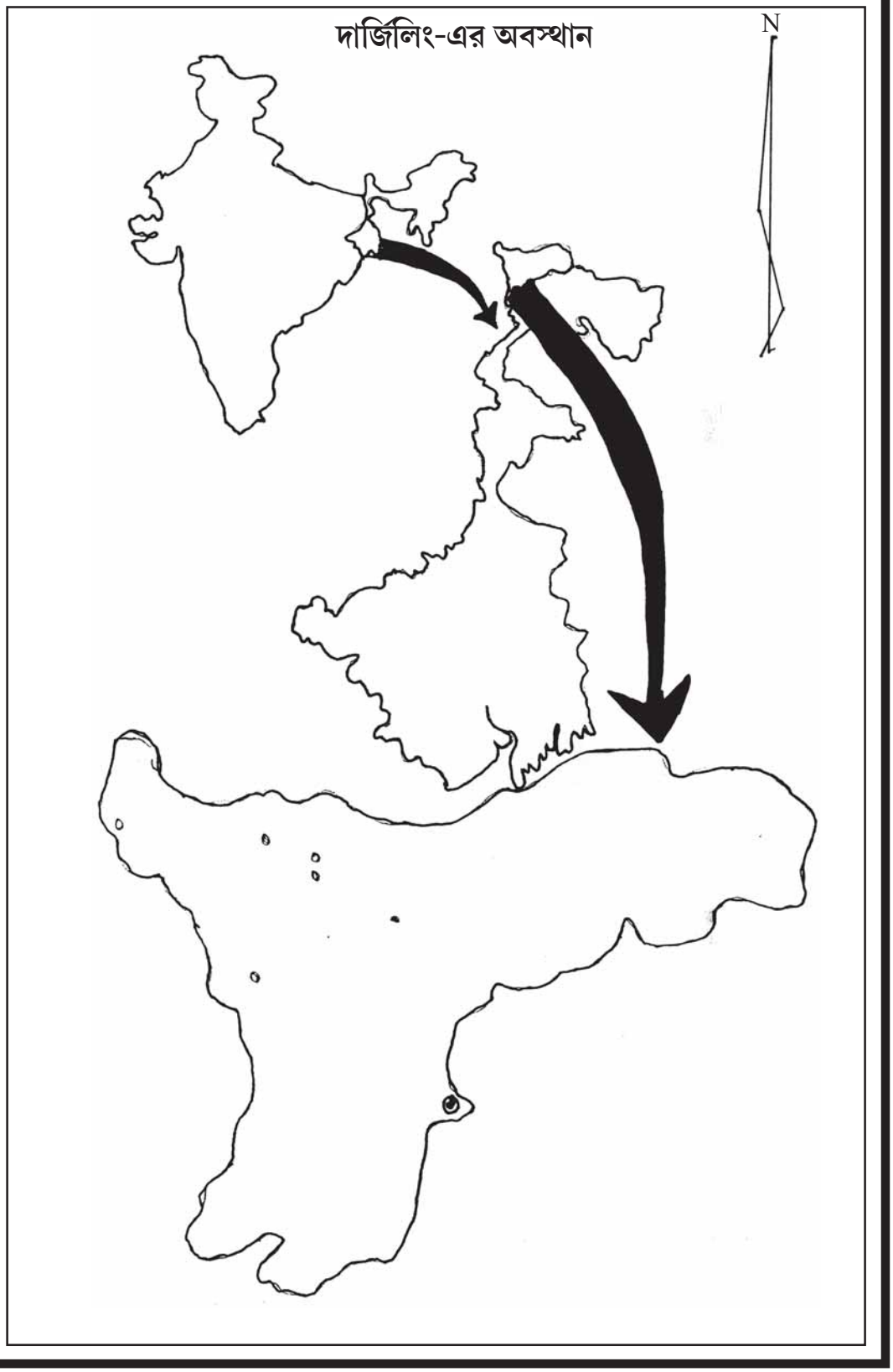

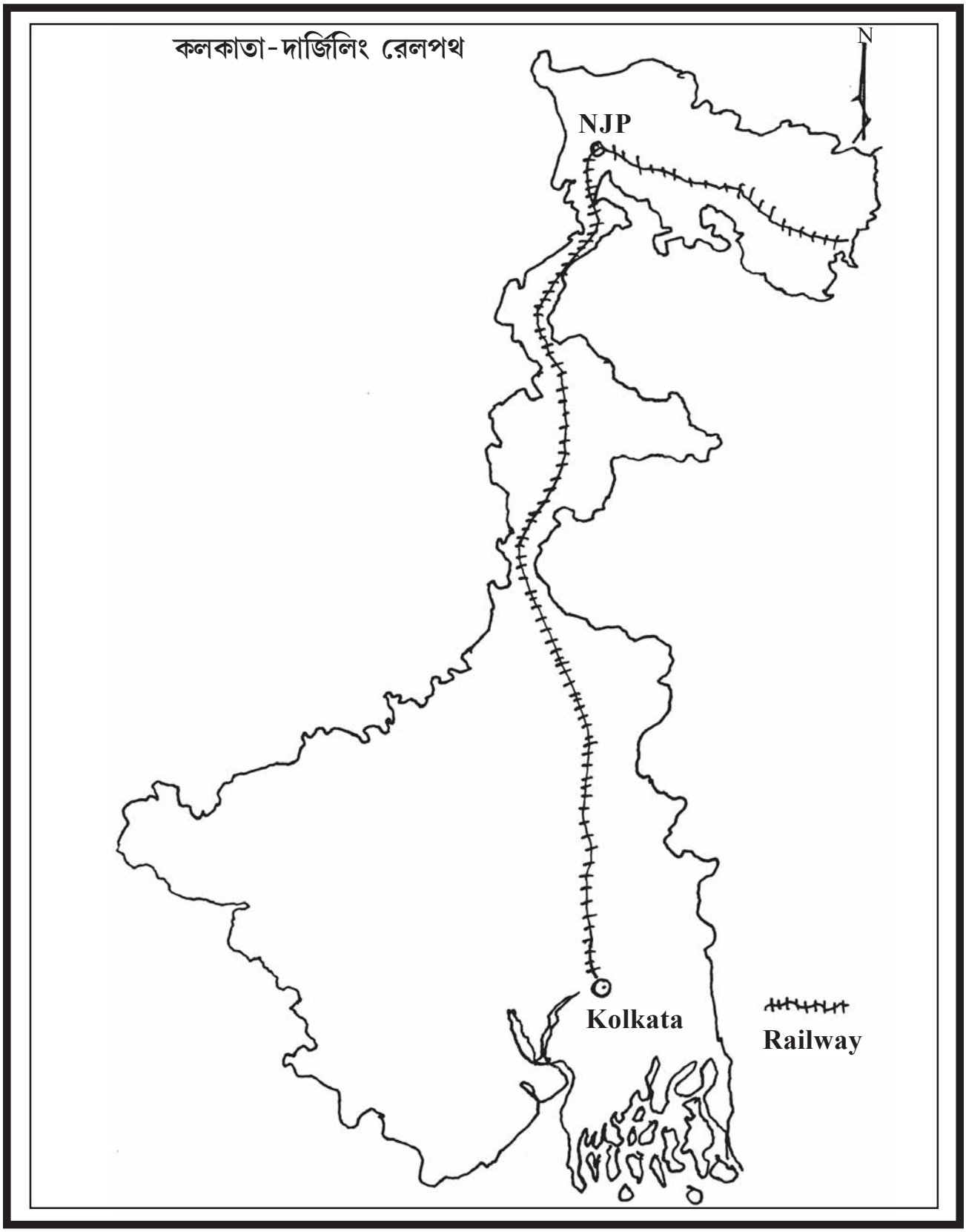
কলকাতা-দার্জিলিং রেলপথ
N
NJP
Kolkata
Railway

দার্জিলিং (রাজনৈতিক)
N
গ্যাংটক
কেডং
গোদাক
সান্দাকফু
পালবাজার
টাংলু
দার্জিলিং
কালিংপং
পানখাবারি
ঘুম
রংগিত
মংপু
গোরুবাথান
NH31
NH31
মিরিক
সেবক
নকশালবাড়ী বাগডোগরা
শিলিগুড়ি
NH31
INDEX
রেলপথ
জাতীয় সড়ক
ছোটো ও বড়ো শহর

ভূ-প্রকৃতি : দার্জিলিং-এর ভূ-প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে পর্বতের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চল।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলটি বন্ধুর পার্বত্যভূমি, খাড়া ঢাল, গভীর গিরিখাত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়। প্রধানত পাললিক এবং রূপান্তরিত শিলা দিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। তিস্তা নদী এই পার্বত্য অঞ্চলকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। তিস্তা নদীর পশ্চিমদিকে সিঙ্গালীলা ও দার্জিলিং শৈলশিরা অবস্থিত। সান্দাকফু (পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩,৬৩০ মি.), ফালুট (৩,৫৯৬ মি.) সবরগ্রাম (৩,৫৪৩ মি.) এবং টাংলু (৩,০৩৬ মি.) হলো সিঙ্গালীলা পর্বতশ্রেণির প্রধান শৃঙ্গ। তিস্তা নদীর পূর্বদিকে আছে দূরবীনদারা-এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ঋষিলা (৩,১৪৯ মি.)।

দক্ষিণের পর্বতের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চলটি হিমালয় থেকে আগত দক্ষিণমুখী অসংখ্য নদী দ্বারা বাহিত পলি, বালি, কাঁকর, নুড়ি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে গড়ে উঠেছে। অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন, স্যাঁতস্যাতে ও জলাভূমিপূর্ণ।

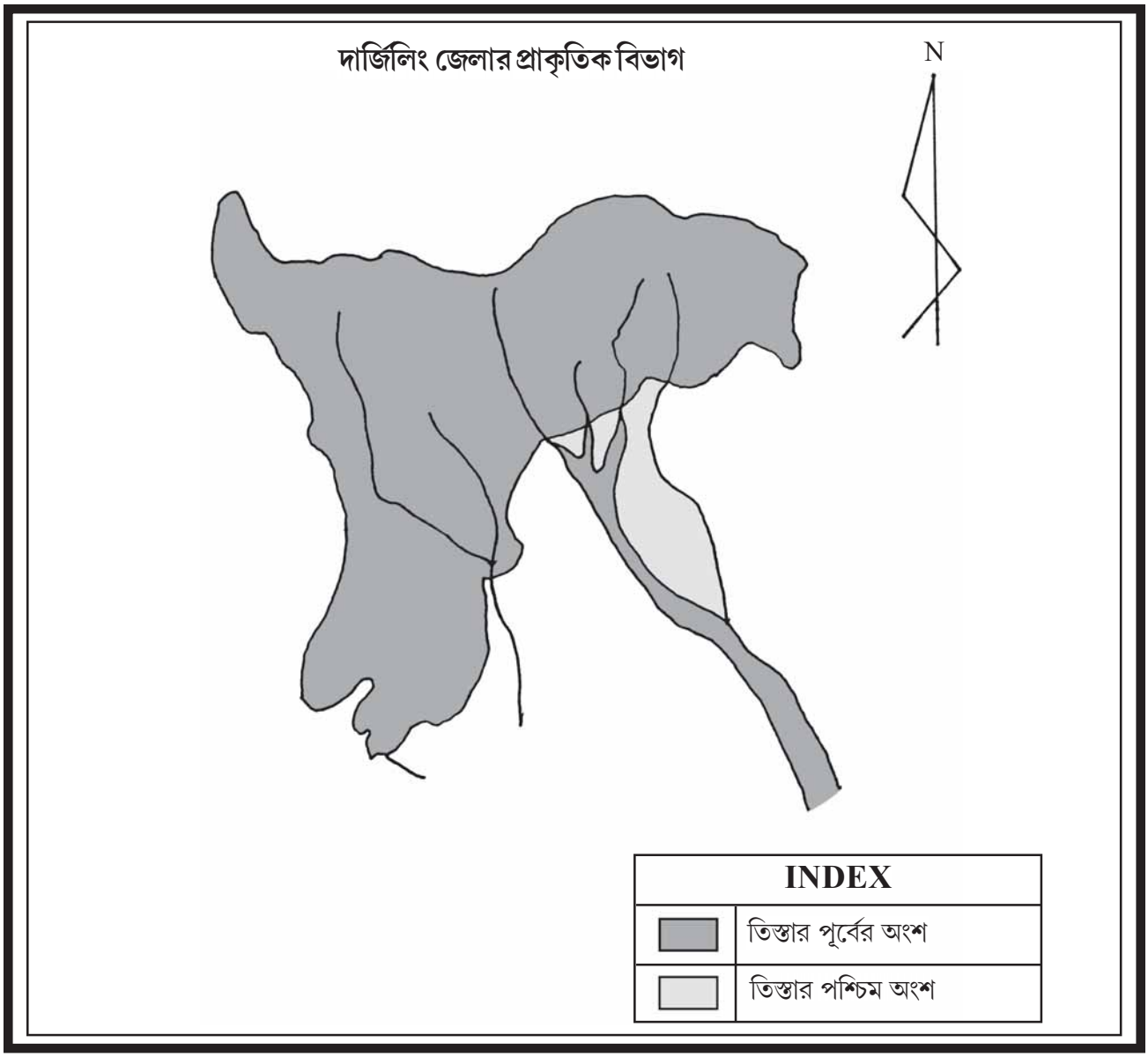

মৃত্তিকা :

মৃত্তিকা প্রধানত তিন ধরনের হয়, যথা :

(i) পডসল মাটি : জৈব পদার্থে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত অম্ল ধরনের এই মাটিতে চা চাষ ভালো হয়।

(ii) ধূসর বা বাদামি রঙের মাটি : এটি সামান্য উর্বর প্রকৃতির।

(iii) নুড়ি, কাঁকর, বালিমিশ্রিত মাটি : তরাই অঞ্চলের মাটিতে নুড়ি, কাঁকড় ও বালির পরিমাণ বেশি। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম।

নদনদী : দার্জিলিং জেলায় প্রধান নদী হলো তিস্তা। সিকিমের জম্বু হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ করেছে। তিস্তার পূর্ব দিকের নদীগুলির মধ্যে জলঢাকা, লিস, চেল, গিস নদী গুরুত্বপূর্ণ। আর পশ্চিমের নদনদীগুলি হলো মহানন্দা, মেচী, বালাসন।

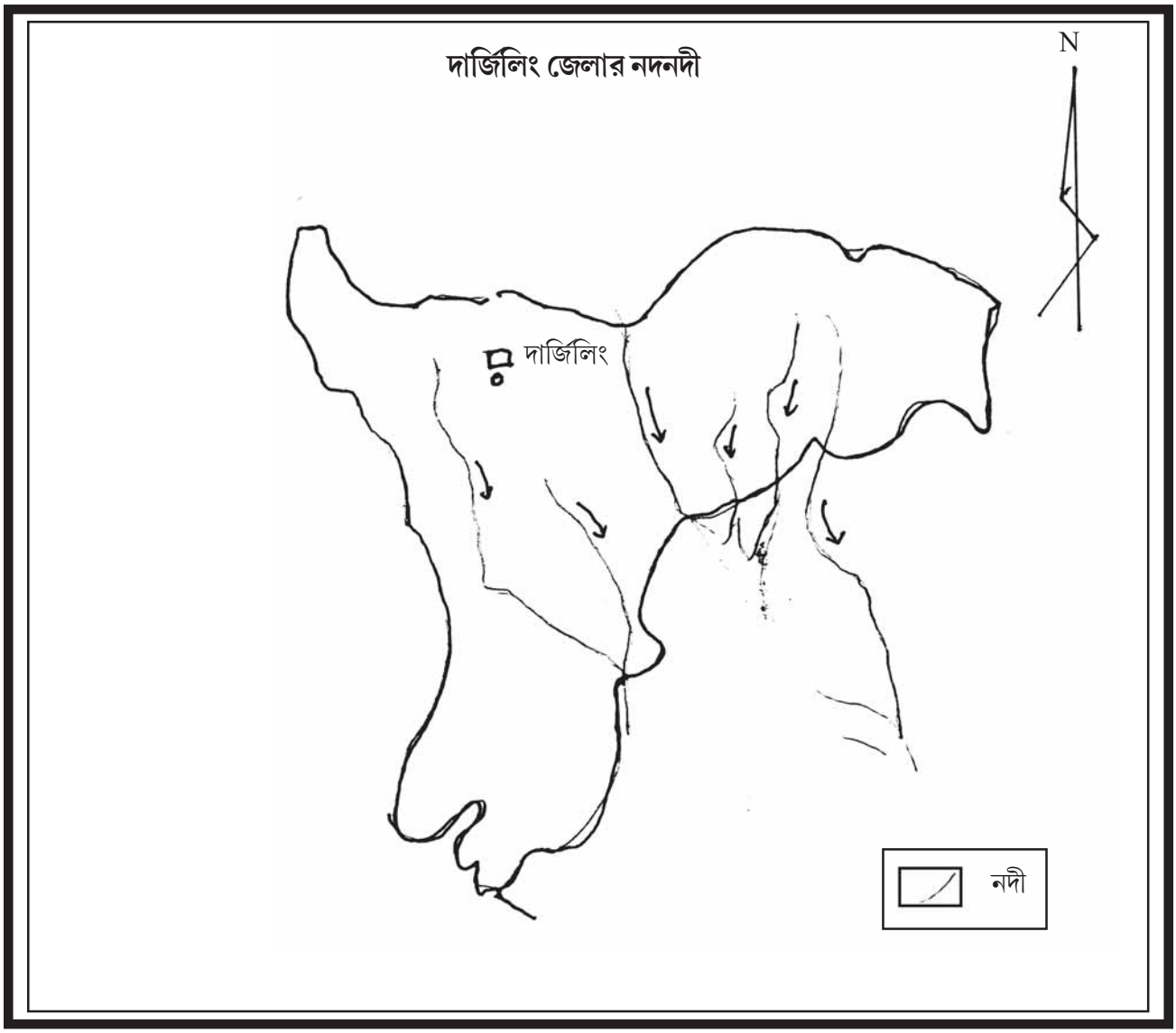

জলবায়ু : দার্জিলিং-এর উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণে তরাই অঞ্চল হওয়ায় জলবায়ুর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা 16°C – 17°C এবং শীতকালে 5°C / 6°C থেকে 1° C / 4°C, শীতকালে তুষারপাত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে 400cm থেকে 600cm বৃষ্টিপাত এবং তরাই অঞ্চলে বার্ষিক 200cm – 250cm বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।

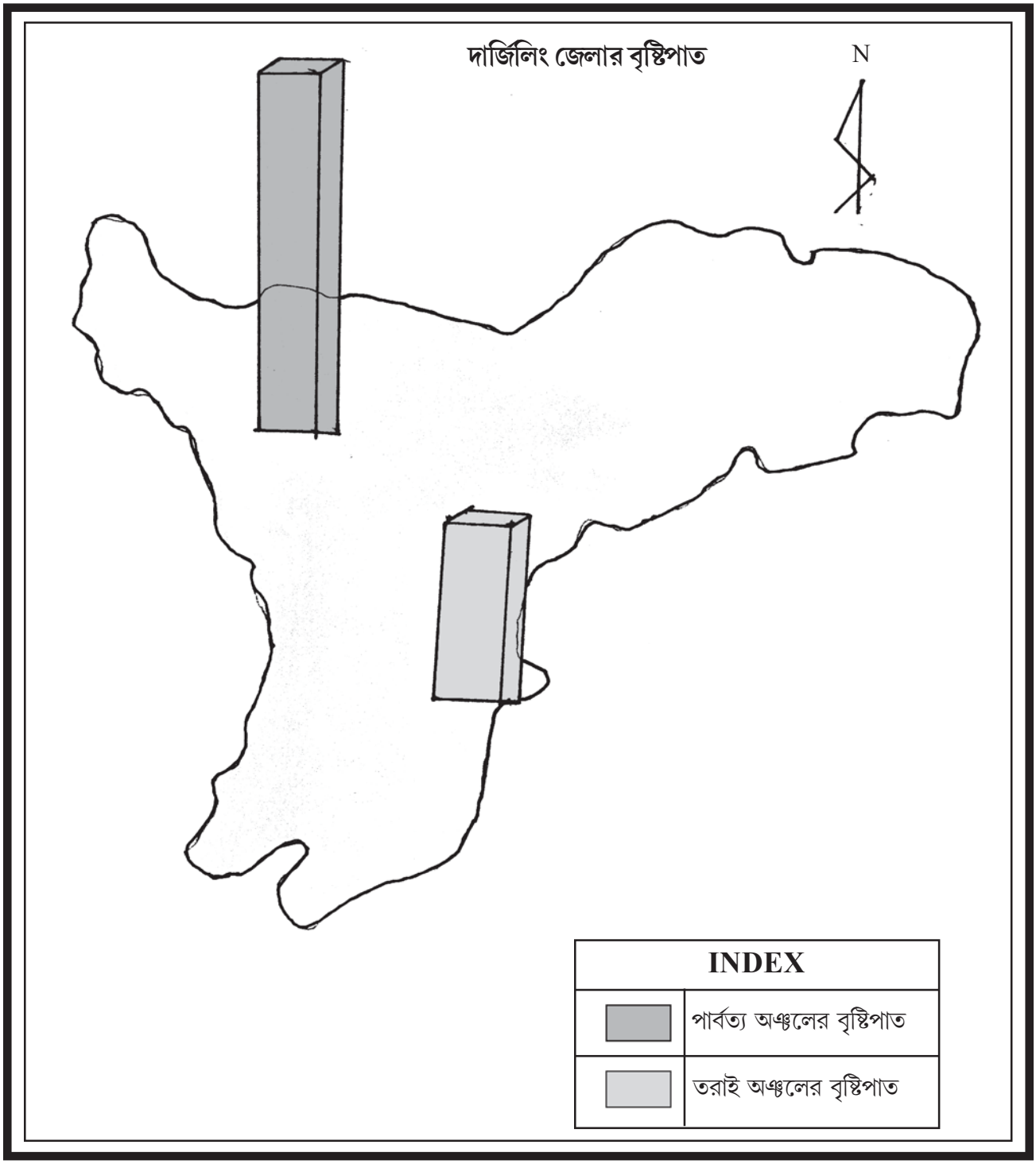

দার্জিলিং জেলার বায়ুপ্রবাহ

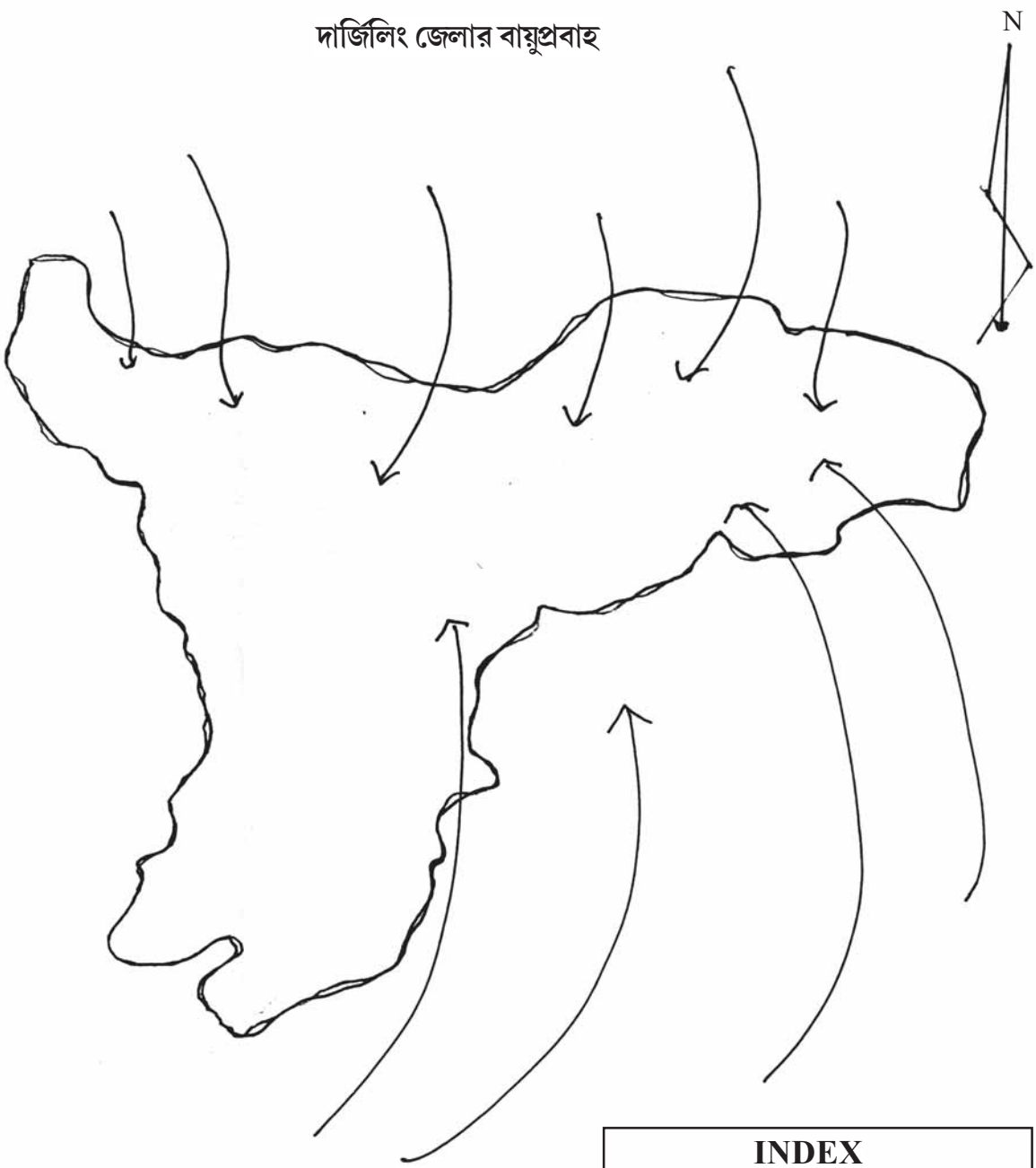

INDEX	
↓↓	উঃ পূঃ মৌসুমি বায়ু (শীতকালে)
↑↑	দঃ পঃ মৌসুমি বায়ু (গ্রীষ্মকালে)

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা, গঠন এবং ঢাল অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ জন্মায়।

(i) 1000 মিটার উচ্চতায় শাল, সেগুন, শিশু, গর্জন, চাঁপা।

(ii) 1000 – 1500 মিটার উচ্চতায় টারমিনালিয়া, সেডরেলা ইত্যাদি।

(iii) 1500 – 3200 মিটার উচ্চতায় সরলবর্গীয় ওক, ম্যাগনেলিয়া, বিড, বার্চফার ইত্যাদি।

(iv) 3200 মিটারের বেশি উচ্চতায় আল্পীয় ঘাস, ছোটো ছোটো ফুল, সিনভারফার ইত্যাদি জন্মায়।

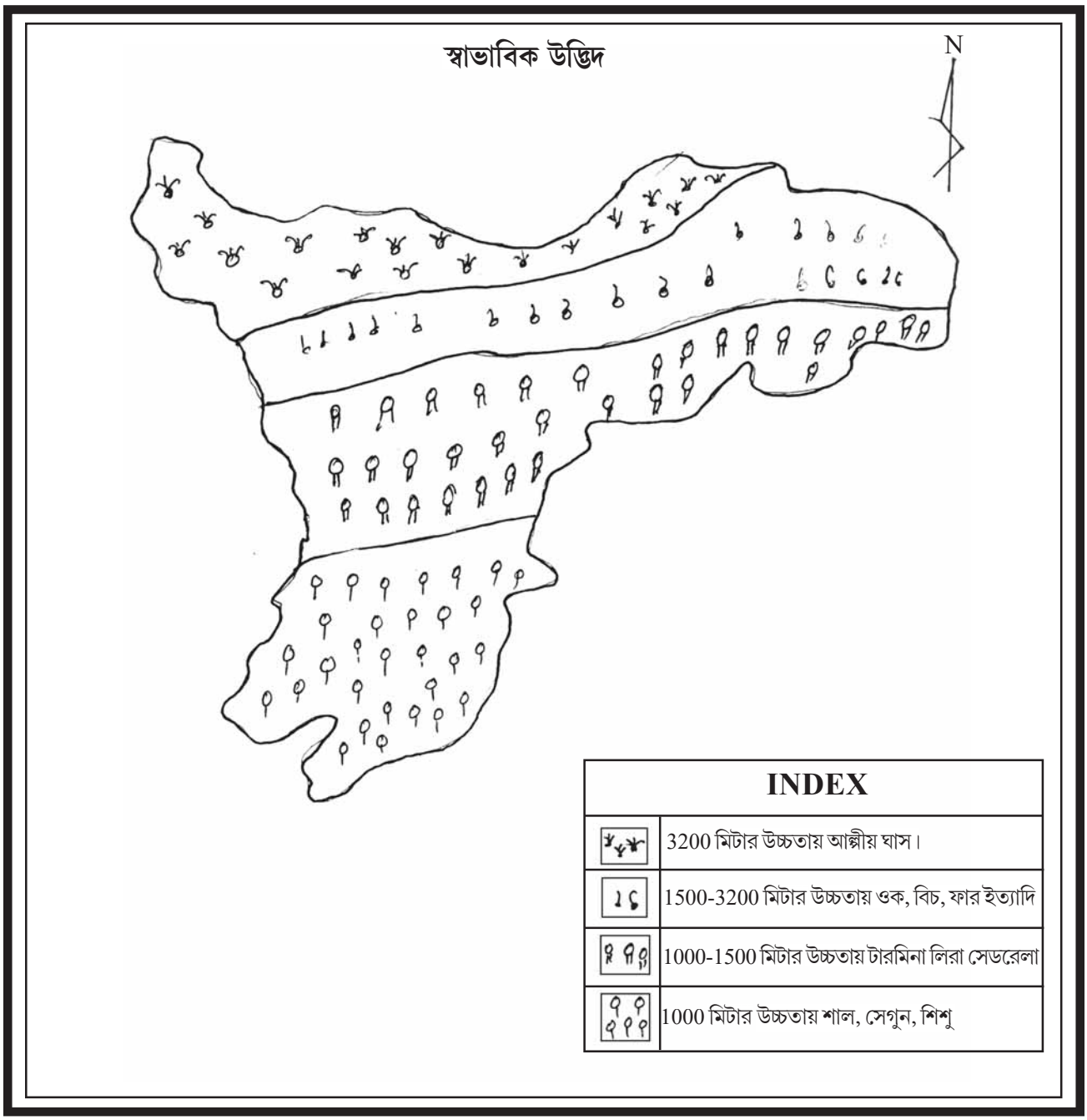

জনসংখ্যা : দার্জিলিং জেলা পার্বত্য অঞ্চল হওয়ায় সমভূমির চেয়ে লোকসংখ্যা কম। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যা 18,42,034-এর মধ্যে পুরুষ জনসংখ্যা 52.62% এবং মহিলা জনসংখ্যা 47.38%। জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 585 জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 15%।

দার্জিলিং জেলার স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত

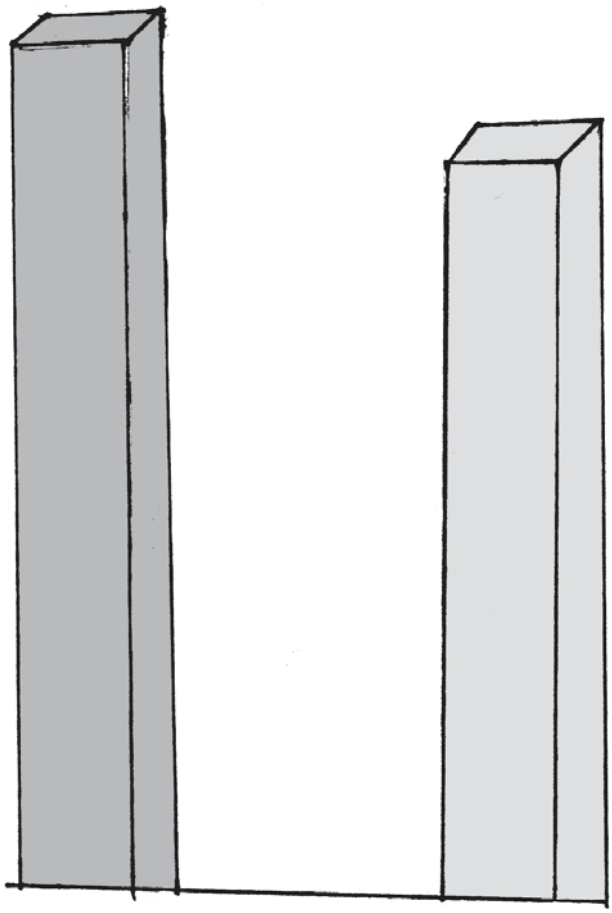

1cm = 10%

INDEX	
	পুরুষ
	স্ত্রী / মহিলা

সাক্ষরতার হার : সমতলের তুলনায় বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি কম হওয়ায় শিক্ষার ভাগ মধ্যম প্রকৃতির। এই জেলায় মোট শিক্ষার হার 74.27%-এর মধ্যে মহিলা শিক্ষার হার প্রায় 66% এবং পুরুষ শিক্ষার হার 81%। 2006-07 সালের তথ্য অনুযায়ী জেলায় মোট 1840 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

শিক্ষার হার

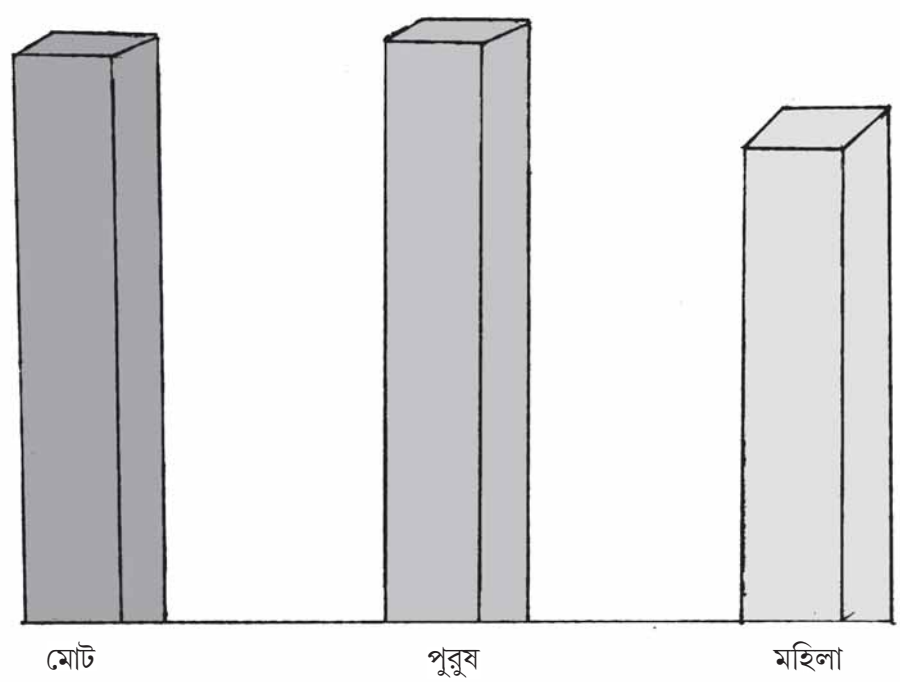

INDEX	
	মোট শিক্ষার হার
	পুরুষ শিক্ষার হার
	মহিলা শিক্ষার হার

চা বাগিচা : বাগিচা কৃষির অন্যতম ফসল হলো চা। দার্জিলিং-এর চা স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য সারা পৃথিবী বিখ্যাত। জেলার উল্লেখযোগ্য চা বাগিচাগুলি হলো হ্যাপিভ্যালি, লোপচু, মকাইবাড়ি, চা বাগিচাগুলিতে মহিলা শ্রমিকের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়, কারণ চা পাতা তোলার উপর চা-এর গুণমান নির্ভর করে। দুটিপাতা ও একটি কুঁড়ি তুলতে হয়। মহিলাদের আঙুল পুরুষের তুলনায় সরু হওয়ায় তারা এই কাজে দক্ষ এবং মহিলা শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ায় মহিলা শ্রমিকের প্রাধান্য বেশি। তবে পুরুষ শ্রমিকরাও কাজ করে। চা-কারখানাতে বেশি পুরুষ শ্রমিক দেখা যায়।

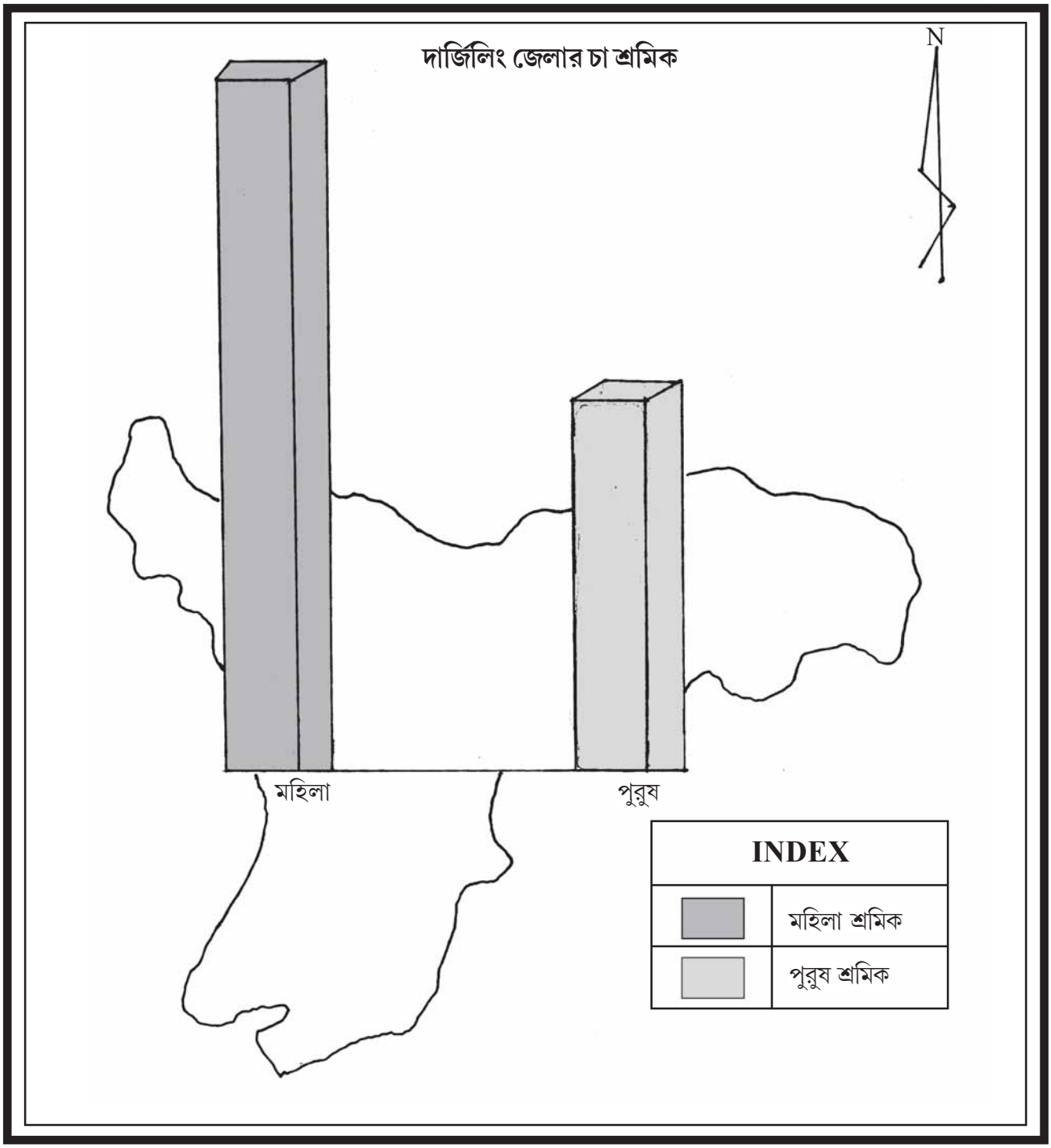

গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার স্তম্ভচিত্র

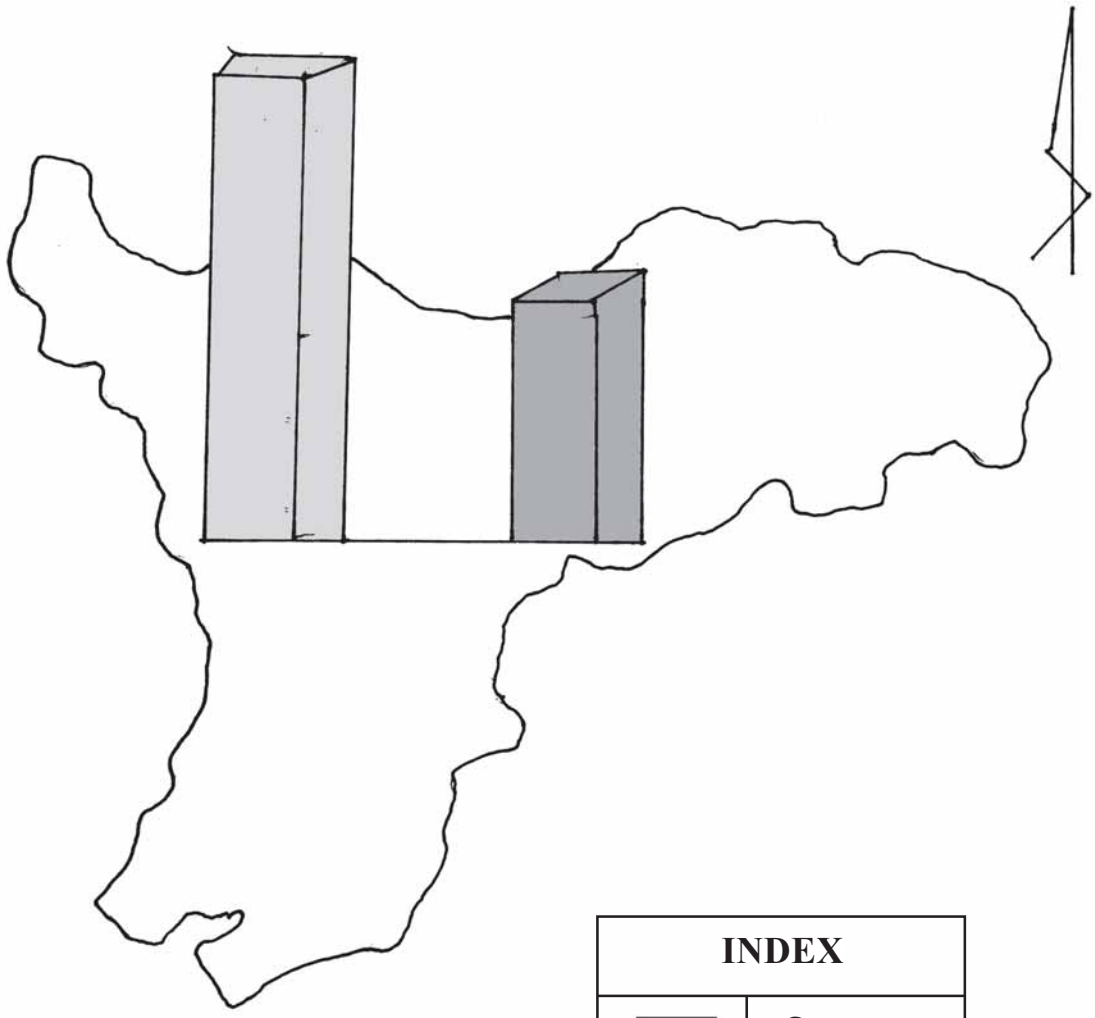

জাতি : দার্জিলিং-এ নেপালি, তিব্বতি, ভুটিয়া, কোচ, রাজবংশী, মুন্ডা, ওরাঁও, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। তাই দার্জিলিংকে বলে 'Babel of Tribes and Nations'।

উৎসব : পাহাড়ি অঞ্চলে নেপালিদের দশৈ, তিহার, তরাই অঞ্চলে রাজবংশীদের রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক কাহিনিভিত্তিক নটুয়াপালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দুর্গাপূজো, কালীপূজো, দোল উৎসব, হরিবোলা, মাঘীস্নান গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্রমণের বিবরণ :

Step – 1 : 23.11.2014, রবিবার পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমরা সবাই রাত ৮টার মধ্যে কলকাতা স্টেশনে উপস্থিত হলাম। রাত ৮.৩০ মিনিটে আমরা 'গরীব রথ' ট্রেনে, যে যার সিটে বসে পড়ি। তারপর রাত ৯টার সময় আমাদের ট্যুরঅপারেটারের কাকু রাতের খাবার দেন। তারপর ঠিক রাত ৯.৪০ মিনিটে আমরা ট্রেনে চেপে দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে রওনা হই।

Step – 2 : রাতের অন্ধকারে পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণ পর আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

Step – 3 : তারপর যখন ঘুম ভাঙে দেখি NJP স্টেশনের কয়েকটি স্টেশন আগে পৌঁছে গেছি। প্রচণ্ড ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমরা যে যার শীতের পোশাক পরে ফেলি। ভোরবেলা প্রচণ্ড কুয়াশা হওয়ার জন্য ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছাতে দেরি করে। 24.11.14, সোমবার ভোর ৪টার সময় NJP (নিউ জলপাইগুড়ি) স্টেশনে পৌঁছে যাই।

Step – 4 : তারপর আমরা সবাই NJP স্টেশনে বসেছিলাম দার্জিলিং যাওয়ার গাড়ি আসার অপেক্ষায়। এরপর প্রিন্সিপাল ম্যাম আমাদের ১০ জন করে ৪টি দলে ভাগ করে দেন এবং প্রত্যেক গাড়িতে ১টি দল এবং একজন করে ম্যাডাম ছিলেন। সকাল ৯.২৫ মিনিটে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং ট্যুর অপারেটরের কাকু আমাদের গাড়ির মধ্যে টিফিন দেন।

Step – 5 : এরপর তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা নদী পেরিয়ে যতই এগিয়ে যাই চারিদিকে সবুজ চা বাগান, চা শ্রমিকেরা চা পাতা তুলছে। এবং যেদিকেই তাকাই সেদিকেই পর্বত, পাহাড়, কুয়াশা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। এরপর যতই ওপরের দিকে যাচ্ছি ততই পাহাড়, কুয়াশা, মেঘ যেন হাতের মুঠোয় ধরা দিচ্ছে।

Step – 6 : তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 80 k.m. পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলাম দার্জিলিং-এর ঘুম স্টেশনে। তখন ঘড়ির কাঁটায় দুপুর ২.০০টা বাজে।

Step – 7 : এরপর আমরা সবাই সিলভার ক্যাসকেট নামক একটি হোটেলে গেলাম এবং সেখানে মেয়েদের ও ম্যামদের জন্য আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা প্রত্যেকে সেখানে ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাওয়া খেলাম এবং একটু বিশ্রাম নিলাম।

Step – 8 : বিকেল ৪টের সময় আমরা সবাই মিলে ম্যালে বেড়াতে যাই। ম্যাল হলো রোডের উপর একটি সমতল উঁচু ভূমি, যা হলো দার্জিলিং শহরের হৃৎপিণ্ড। এখানে সাধারণ মানুষেরা একটু রোদ পোহাতে এবং নিজেদের বা বিদেশিদের মধ্যে আলাপ-চারিতা করার জন্য আসে। শীতের পোশাক থেকে শুরু করে সব ধরনের জিনিস এখানে পাওয়া যায়। ম্যালে অনেক বসার বেঞ্চ রয়েছে। সেখানে বসে আমরা ম্যালের চারপাশের পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। এবং পাহাড়ের গভীর খাদ দেখছিলাম।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের অপূর্ব সৌন্দর্য দৃশ্য

Step – 9 : এরপর সন্ধে নেমে আসে। রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের সেই সৌন্দর্য দেখে মনে হলো যেন একঝাঁক জোনাকি মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর সেই অপূর্ব সৌন্দর্য দৃশ্য আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় থাকবে। এরপর রাত ৮টার মধ্যে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। রাত ৯টার সময় আমরা রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

Step – 10 : এরপর 25.11.14, মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০টার সময় ঘুম থেকে উঠে জানালার কাচ দিয়ে দেখলাম ভোরবেলায় পর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্য প্রাকৃতিক দৃশ্য। এরপর আমরা প্রত্যেকে প্রাতঃকর্ম সেরে চা ও টিফিন খেলাম। সকাল ১০টার সময় আবার আমরা সবাই মিলে কেনাকাটার জন্য ম্যালে গেলাম। সেখান থেকে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই একটু বিশ্রাম নিলাম।

Step – 11 : বিকেল ৩.৩০ মিনিটে আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশ্যে। বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো দার্জিলিং-এ অবস্থিত একটি দর্শনীয় স্থান। আমরা প্রত্যেকে অনেকটা হেঁটে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অপরূপ। LLoyd's Botanical Garden বা লয়েড্জ বোটানিক্যাল গার্ডেন হল দার্জিলিং-এর সবচেয়ে পুরানো বোটানিক্যাল গার্ডেন। এর উচ্চতা 7000 ফিট এবং এটি 40 acres জমির উপর বেষ্টন করা। এই জায়গায় বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় প্রকৃতির গাছকে সংরক্ষণ করে 1878 সাল থেকে। এই গার্ডেনে একদিকে তরঙ্গায়িত সমতলভূমি আর একদিকে ঢালু জায়গা, যেখানে বড়ো বড়ো বুনোগাছ, ঘাস, গুল্মঅর্কিড রোডোডেনড্রন, লিলি প্রভৃতি গাছ এখানে পাওয়া যায়। এই সংরক্ষণাগারে ১৫০ প্রজাতির ক্যাকটাস ও অন্যান্য কোমল গাছদের সংরক্ষণ করে। এই গার্ডেনটি সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আমরা ওখানে খুব আনন্দ করেছিলাম। এরপর রাত ৮টার সময় আমরা হোটেলে ফিরে আসি এবং রাত ৯টার মধ্যে রাতের খাওয়ার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

''টাইগার হিলের'' অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য

Step – 12 : ২৬ শে নভেম্বর ভোর ৩.৩০ মিনিটে আমরা গাড়িতে করে টাইগার হিলের দিকে রওনা দিয়েছিলাম। টাইগার হিল দার্জিলিং থেকে 11 k.m. দূরত্বে অবস্থিত। উচ্চতা ২৫৬৭ মিটার। এটি হলো দার্জিলিং পর্বতশৃঙ্গের প্রধান শৃঙ্গ। টাইগার হিল হলো দার্জিলিং-এর প্রধান অবস্থান, যে স্থান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এবং ওখানে পৌঁছানোর পর সূর্যোদয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করা যায় যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে স্পর্শ করে। সূর্য প্রথমে একটু একটু করে উদিত হয় পর্বতের কোণ থেকে। তারপর সম্পূর্ণ সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া যায়। যার আলো কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলিকে বর্ণময় রঙিন করে তোলে। যে দৃশ্য আমরা ২৬শে নভেম্বর নজরবন্দি করলাম। যে দৃশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ বার টাইগার হিলে পৌঁছেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেখতে পাননি।

Step – 13 : এরপর ওখান থেকে আমরা গেলাম 'বাতাসিয়া লুপ'। 'বাতাসিয়া লুপের' প্রাকৃতিক দৃশ্য অপরূপ। সেখানকার পরিবেশটা ছিল খুবই শান্ত ও মনোরম। 'বাতাসিয়া লুপটি' হলো একটি পেঁচানো (স্পাইরাল) রেল, যেটি তৈরি হয় ক্রমোচ্চ আরোহণে পাহাড়ের ঢালু ভারের মাত্রা কমানোর জন্য। এই লাইনটি পাহাড় ও সুড়ঙ্গপথ দিয়ে চলে। এটি শুরু হয় 1919 সালে। এটি দার্জিলিং থেকে 5 কি.মি. দূরে 'ঘুমের' নীচে অবস্থিত। এছাড়াও এখানে ছিল নানান রং-বাহারি ফুলের গাছ। এবং মানুষের বিনোদনের জন্য ছিল বসার জায়গা। এখান থেকে চিনের প্রাচীর দেখা যায়, যা আমরা টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখলাম। এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য দর্শন করলাম।

''বাতাসিয়া লুপ''-এর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য

বৌদ্ধ মন্দির

Step – 14 : এরপর বাতাসিয়া লুপ থেকে আমরা সকাল ৮টার সময় বৌদ্ধমঠ গেলাম। এই বৌদ্ধমঠ হিলকার্ট রোড ডালিতে অবস্থিত। যেটির দূরত্ব দার্জিলিং থেকে ৫ কিমি। এটি খুবই বড়ো ও বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ। এটিকে স্থানীয়রা ডালিমঠ বা ডালিগর্মব্য বলে। এটি বিখ্যাত, তাঁর স্থাপত্য বিদ্যা ও বিভিন্ন খোদিত ছবি, মূর্তি ও নকশাদি নির্মাণের পদ্ধতির জন্য। এই মঠের উদ্দেশ্য হলো তিব্বতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা। এই বৌদ্ধ মঠটির অভিষেক করেন দালাই লামা ১৯৯৩ সালে, সর্বধর্মের জন্য এর দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকে। এখানে প্রার্থনা হয় সকাল ও বিকেল ৫টা থেকে ৬.৩০ মিনিটে। এই মঠটির সম্পূর্ণ নাম হলো ড্রক থুপটেন সানসাক চেয়েলিং মনাস্ট্রি। এখানে বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ প্রচার করা হয়। এখানে ২০০জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ছাত্ররা পড়াশুনা করেন। বৌদ্ধদেবের মন্দিরটি এতই সুন্দর যে চোখ সরানো যাচ্ছিল না। এরপর ৯টার সময় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

Step – 15 : তারপর হোটেলে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে টিফিন খেয়েছিলাম, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য। প্রথমে গেলাম দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৮। এই চিড়িয়াখানাটির নামকরণ করা হয় সরোজিনী নাইডুর কন্যা পদ্মজা নাইডুর নামানুসারে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই চিড়িয়াখানাতে ১৫৫টি প্রাণী ছিল। এখানে আমরা যেসব প্রাণী দেখেছি সেগুলি হলো Red Panda, Snow leopard, Clouded leopard, blue Sheep, Barking deer, Sambar Deer, Himalayan Goral, African Gray Parrot ইত্যাদি ইত্যাদি।

Himalayan Institute টি প্রতিষ্ঠিত হল 4th November, জওহরলাল নেহরু দ্বারা। এই Institute ছিল মাউন্ট এভারেস্টের প্রথম আরোহী তেনজিং নোরগের স্বপ্ন। তিনি ছিলেন এই Institute-এর প্রথম ডিরেক্টর। আমরা এই Institute-এর মিউজিয়ামে দেখেছিলাম পর্বতের ওঠার নানান রকম পদ্ধতি ও জিনিসপত্রের নমুনা। সেখানে ছিল তেনজিং নোরগের জীবনী, Tenzing Memorial,আর ছিল হিমালয়ের একটি মডেল, যা আমাদের হিমালয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সাহায্য করে। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন সৈনিকের পোশাক, পাখি, সাপ, সৈনিকের বিছানা, জুতো, বন্দুক ইত্যাদি। ভেতরে ছবি তোলা নিষিদ্ধ ছিল বলে ছবি তুলতে পারিনি।

দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানা (**Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park**)

Step – 16 : তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ১১ টার সময় পৌঁছে গেলাম "Happy Valley" চা বাগানে। সেখানে প্রিন্সিপাল ম্যাম আমাদের চা খাইয়েছিলেন। চা বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এরপর আমরা কয়েকজন এখানে চা কিনেছিলাম।

Step – 17 : এরপর ওখান থেকে আমরা বৌদ্ধ মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। বৌদ্ধ মন্দিরটির নাম ছিল Peace Pagoda। সেখানে বুদ্ধদেবের বাল্যকালের জীবন কাহিনি দেখলাম। এরপর দুপুর ২টার সময় হোটেলে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। বিকেল ৫টার সময় আমরা প্রত্যেকে আবার ম্যালে কেনাকাটা করার জন্য যাই। কিছুক্ষণ ম্যালে কাটিয়ে আনন্দ করে রাত্রি ৮টায় সময় হোটেলে ফিরে আসি। হোটেলে হাত মুখ ধুয়ে প্রত্যেকে নিজে নিজেদের রুমে খুব আনন্দ করলাম। এরপর রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

Step – 18 : 27.11.14 তারিখে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকর্ম সেরে, স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম মহাকাল মন্দিরের দিকে। মন্দিরটি ছিল অনেক উঁচুতে, আমরা সবাই মিলে সেখানে পুজো দিই। এরপর বেলা ১১টার সময় হোটেলে ফিরে আসি।

'হ্যাপী ভ্যালি' চা বাগান

Step – 19 : এবার ফিরে যাওয়ার পালা। কিছুতেই মন চায় না তাও ফিরে যেতে হবে। জানি দিনের শেষে সন্ধ্যা নামে, জোয়ারের শেষে ভাটা আসে, তেমনি আমাদের ফিরে যেতে হবে। হয়তো এখানে থেকে যেতে পারতাম কিন্তু তাহলে এই মনোমুগ্ধকর অপরূপ সৌন্দর্য আমার কাছে তখন আর অপরূপ থাকত না। যা দেখলাম তা আমার মনের গভীর কোণে চিরস্মরণীয় থাকবে।

Step – 20 : এরপর আমরা সবাই বিকেল ৫টার মধ্যে গাড়িতে করে NJP স্টেশনে পৌঁছাই। এবং ৫.৩০ টার সময় 'গরীব রথ' ট্রেনে উঠলাম এবং সেখান থেকে ট্রেনটি শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ট্রেনে আমরা খুব মজা করছিলাম। যখন ট্রেনটি শিয়ালদহ পৌঁছায়, তখন ঘড়ির কাঁটায় ভোর ৫টা বাজে। এরপর আমরা একে একে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দিই।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের মূল্যায়ন : ভ্রমণ নিছক আনন্দের জন্য নয়। শিক্ষাদানের এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি। এর সার্থক মূল্যায়ন প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু এই পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষাদান করা যায় সেইজন্য শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত মূল্যায়নের থেকে শিক্ষামূলক মূল্যায়ন কিছু ভিন্নধর্মী।

(i) **অভিজ্ঞতা বর্ণনা :** বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীর সমাবেশে, ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীরা পরপর বক্তৃতার সাহায্যে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে।

(ii) **পত্রিকা প্রকাশ :** বিদ্যালয়ের প্রাচীর পত্রে (দেওয়াল পত্রিকা) উক্ত ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধ, রিপোর্ট, ফোটো, মানচিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করা যাবে।

(iii) **বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা :** ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দ্বারা সংগৃহীত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, স্বহস্তে তৈরি মডেল, চার্ট, লিখিত বিবরণী, পত্র-পত্রিকাগুলিকে বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা যায়।

পর্যালোচনা বা ফিডব্যাক : শিক্ষামূলক ভ্রমণ—শিক্ষণের একটি কার্যকরী পদ্ধতি। তবে প্রতিক্ষেত্রেই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ভ্রমণ শেষ করার পর নিজেরাই পর্যালোচনা করবেন কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে সেগুলি সংশোধন করা যায়।

স্ব-মূল্যায়ন : নির্বাচিত অঞ্চলের প্রয়োজনীয় তথ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যক্তিগত প্রতিবেদন শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে। সেখানে বিভিন্ন চিত্র ও মানচিত্রও থাকবে। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে প্রতিবেদন আদান-প্রদান করবে এবং কতটা শিখন হয়েছে তার বিচার করবে।

মন্তব্য

দার্জিলিং-এর শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘ কৌতূহলী আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে। ভৌগোলিক জীবগত ও ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক দিক থেকে দার্জিলিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দার্জিলিং-এর জনবসতিগুলি বিচ্ছিন্ন ও বাড়িগুলি সাধারণত কাঠের ও পাকা হয়। পাহাড়ের ধাপে ধাপে অসংখ্য ছোটো ছোটো বাড়ি। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দূরদূরান্ত থেকে মানুষকে এখানে আকৃষ্ট করে। আর সেই টানেই আমরাও দার্জিলিং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এই অঞ্চল সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, যা আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কার্যাবলি : ৩

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা প্রচার কার্যের সংগঠন

ভূমিকা :-

সমগ্র জীবজগৎ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পরিবেশ নষ্ট করে চলেছে ফলে জীববৈচিত্র্যের ওপর তার প্রভাব পড়ছে। ফলে মানুষসহ সমস্ত জীবকুল বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাই নিজেদের বাঁচার জন্যই আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে সম্প্রতি পরিবেশ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক, গবেষণা ও সচেতনতা প্রচার কার্য শুরু হয়েছে। নিজেদের বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর 'নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার' ও 'শিশুমিত্র বিদ্যালয় পুরস্কার' ঘোষণা করেছেন।

উদ্দেশ্য:-

সচেতনতা প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য হলো —

(১) মানুষকে সচেতন করে তোলা

(২) পরিবেশ-এর গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানো

(৩) প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা

(৪) নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ ঘটানো

(৫) নিজের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

(৬) মানুষের গতানুগতিক জীবন অভ্যাসের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করা

(৭) বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দূষণকারী পদার্থের অপসারণে সচেতনতা জাগ্রত করা

(৮) পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলন (যেমন— চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, Ganga Action Plan ইত্যাদি) সম্পর্কে অবগত করা।

সচেতনতা প্রচারকার্যের পরিকল্পনা

বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেই সচেতনতা প্রচারকার্য কী কী হতে পারে তা ঠিক করতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকারাও এতে শামিল হবেন।

বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার কার্য :-

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

(২) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

(৩) বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

(৪) জ্বালানি সাশ্রয়

(৫) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

(৬) স্বাস্থ্য সচেতনতা অভিযান

(৭) সৌরশক্তির ব্যবহার

এগুলি ছাড়াও শিক্ষার্থীরা আরও নতুন ধরনের প্রচারকার্যের প্রতি আলোকপাত করতে পারে।

● বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার ও তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার কার্য শুরু করার আগে জেনে নিতে হবে বর্জ্য পদার্থ বলতে কী বোঝায়, বর্জ্য পদার্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বর্জ্য পদার্থজনিত সমস্যা, তার থেকে মুক্তির উপায় ইত্যাদি।

বর্জ্য কী? — বর্জ্য বলতে সাধারণত পরিত্যক্ত কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থকে বোঝায় যা আপাতভাবে কোনো প্রয়োজনে আসে না বরং আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে তোলে।

বর্জ্য পদার্থের প্রকারভেদ :-

বর্জ্য পদার্থজনিত সমস্যা :-

- কলকারখানা থেকে দূষিত বর্জ্য জলে মিশে জল দূষিত করছে, ফলে জলজ জীবকুলের প্রাণ সংশয় দেখা দিচ্ছে।
- কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশক, রাসায়নিক সার জল ও মাটিকে দূষিত করছে।
- প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতেই দৈনন্দিন কাজের শেষে প্রচুর বর্জ্য তৈরি হয় যেগুলি ঠিকমতো অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপসারণ না করার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।
- আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বাড়ছে ই-ওয়েস্ট (ই-বর্জ্য যেমন অব্যবহৃত মোবাইল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসমূহ, সি. ডি ইত্যাদি) যা ধীরে ধীরে জঞ্জালের আকার নিচ্ছে ও পরিবেশ দূষিত করছে।
- পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার জন্য প্রচুর রাবিশ বাড়ির চারপাশে জমা হচ্ছে ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।
- হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রের বর্জ্য সাংঘাতিকভাবে পরিবেশ দূষিত করছে।
- রাস্তাঘাটে বর্জ্য পদার্থ সঠিক সময়ে অপসারণ না করার ফলে দুর্গন্ধ হচ্ছে ও পোকামাকড়ের উৎপাত বাড়ছে এবং দৃশ্য দূষণ ঘটাচ্ছে।

সচেতনতামূলক পদক্ষেপ

- বর্জ্য পদার্থের ভয়াবহতা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করার জন্য বিদ্যালয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও স্বাস্থ্য বিধান দিবস পালন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশারদদের ডাকা যেতে পারে।
- বিদ্যালয়ে দুটি বড়ো ড্রাম রাখা থাকবে যার একটিতে 'পচনশীল বর্জ্য' পদার্থ ফেলতে হবে ও অপরটিতে 'অপচনশীল বর্জ্য' ফেলতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর দুটি ড্রামই পরিষ্কার করতে হবে।

- বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণ মানুষকে এব্যাপারে সচেতন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পদযাত্রার আয়োজন করতে পারেন। এই পদযাত্রায় বর্জ্য পদার্থের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পোস্টার, ব্যানার, ট্যাবলো ইত্যাদি রাখা যেতে পারে পথ চলতি মানুষদের সচেতন করার জন্য।
- বিজ্ঞান ক্লাব বা বিজ্ঞানমঞ্চের আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা, বিতর্কসভা, স্লাইড শো-র ব্যবস্থা থাকবে যাতে শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ বোধ করে।
- গ্রামাঞ্চলে ধোঁয়াহীন উনুন ব্যবহার করার জন্য প্রচার চালাতে হবে।
- চারপাশের মানুষকে এব্যাপারে সচেতন করার লক্ষ্যে সপ্তাহের/মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে পথ-নাটিকার আয়োজন করা যেতে পারে এবং লোকালয়ের বা পাড়ার সকলকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- পচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরির ব্যাপারে চাষি ভাইদের উৎসাহিত করতে হবে। গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়ে এভাবে জৈব সার তৈরি করা যায় এবং উৎপাদিত সার বিদ্যালয়ের বাগানে ব্যবহার করা যায়।
- সরকারি স্তরে রেডিয়ো, টি.ভি ও বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার কার্য চালাতে হবে।
- বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট দিনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে পরিবেশ কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা চার্টের মাধ্যমে, মডেলের মাধ্যমে, পোস্টার বা কম্পিউটারের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।
- বিদ্যালয়ে থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিকটবর্তী বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হসপিটাল, কারখানা, তীর্থস্থান, কৃষির জমি, পুকুর বা নদীর ধারে ফিল্ড ট্রিপ-এ নিয়ে যেতে হবে যাতে তারা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ও তাদের অপব্যবহার চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পায়।
- সরকারি স্তরে বর্জ্য পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনে বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন পরিদর্শন ও যথাযথ শাস্তির/ফাইনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

সচেতনতা প্রচার কার্যের গুরুত্ব :-

(১) সচেতনতা প্রচারকার্যের ফলে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যায়।

(২) শিক্ষার্থীরা নিজেদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলে।

(৩) পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

(৪) প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে শেখে।

(৫) বর্জ্য পদার্থের পুনরায় ব্যবহারে উদ্যোগী হয় ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনে সচেষ্ট হয়।

(৬) পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে সকলকে অবগত করা যায়।

সীমাবদ্ধতা :-

- বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি বন্ধ করা যাবে না — প্রতিদিনই-এর উৎপত্তি হচ্ছে।
- বর্জ্য পদার্থ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের অভাব আছে।
- বর্জ্য পদার্থের পুনরায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকের অনীহা আছে।
- আর্থিক দিক থেকে উপযুক্ততার অভাব আছে বহু বিদ্যালয়ে।

মূল্যায়ন :- হাজার সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা থাকলেও পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে সকলকেই একজোট হতে হবে। সচেতনতা প্রচারকার্যের মাধ্যমেই গড়ে তুলতে হবে পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সুস্থ, সুন্দর নির্মল পরিবেশ আমরা সকলেই চাই তাই ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক,স্থানীয় মানুষজন সকলকেই পরিবেশ বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে।

কার্যাবলি : ৪

পারদর্শিতার অভীক্ষা প্রস্তুতিকরণ

(Preparation of Achivement Test)

ভূমিকা :-

জ্ঞান এবং দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাই হলো পারদর্শিতার অভীক্ষা।

নির্দিষ্ট সময়সূচি ও নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে জন্মগত বৈশিষ্ট্যাবলির যে পরিবর্তন সাধন হয় তা পরিমাপ করার কৌশলকে পারদর্শিতার অভীক্ষা বলে। এর দ্বারা কোনও ব্যক্তির জ্ঞান এবং দক্ষতা (Knowledge and Proficiency) পরিমাপ করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই অভীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য:-

(1) শিক্ষার্থীদের অর্জিত বিদ্যা ও শিক্ষাদীক্ষা (attainments and accomplisments) পরিমাপ করা।

(2) নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের পর একজন শিক্ষার্থীর শিখন পরিমাপ করা

(3) দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মান নির্ণয় করা (grading)

(4) শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ত্রুটি নির্ধারণ করা

(5) শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা পরিমাপ করা

(6) শিক্ষাগত নির্দেশনা দান করা

(7) শিক্ষকের নিজস্ব পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল মূল্যায়ন করা এবং উন্নীত করা

(8) শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতার পরিমাপ করা।

- **কাজের পরিকল্পনা:-** ● পারদর্শিতার অভীক্ষা গঠনের আগে এর বিভিন্ন ভাগগুলি শিক্ষককে জানতে হবে। যেমন :-

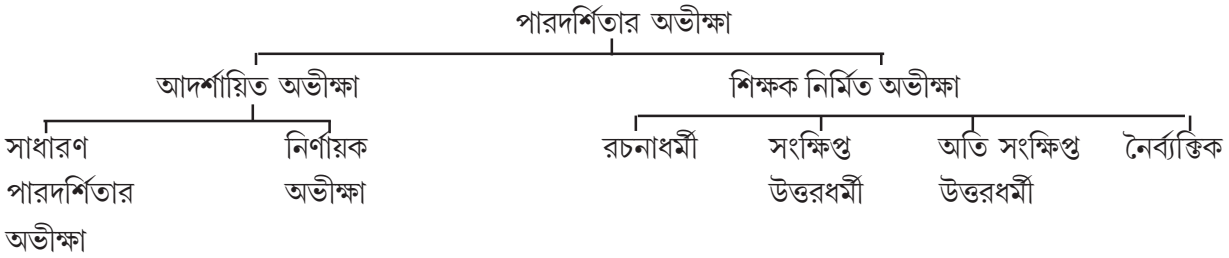

(2) প্রথমেই ঠিক করতে হবে কোন বিষয়ের কোন এককের কোন উপ-এককগুলি থেকে অভীক্ষাপত্র তৈরি করা হবে।

(3) এরপর ঠিক করতে হবে কোন জায়গায় বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

(4) এরপর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে তার প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।

কাজের বিবরণ :-

প্রথম স্তর :- বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ — চতুর্থ শ্রেণির জীব ও জড় উপাদান এককের জলচর প্রাণী, উড়তে পারে যারা ও বাঘ হারিয়ে যাচ্ছে — এই তিনটি উপ-এককের ভিত্তিতে 20 নম্বরের উপর একটি অভীক্ষাপত্র উল্লেখিত হলো।

দ্বিতীয় স্তর :- সামর্থ্যভিত্তিক উদ্দেশ্য -

(1) জ্ঞানমূলক :- শিক্ষার্থীরা -

ক) জলচর প্রাণী কাদের বলে জানবে, তাদের বৈশিষ্ট্য জানবে ও বাস্তবে তাদের চিনতে পারবে।

খ) কারা উড়তে পারে, তাদের কী বলে, তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য জানবে।

গ) বন্য প্রাণী কাদের বলে, কিছু কিছু বন্য প্রাণী লুপ্ত প্রায় কেন, তার প্রতিকার কী জানবে।

বোধমূলক :-

ক) বিভিন্ন জলচর প্রাণীদের পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে।

খ) পাখিরা কেন উড়তে পারে বুঝতে পারবে, অন্যান্য উড়ন্ত বস্তুর সঙ্গে পাখিদের পার্থক্য করতে পারবে।

গ) কী কারণে বিভিন্ন বন্য প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে এবং তা রোধ করার উপায়গুলি উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক :-

ক) বিভিন্ন জলচর প্রাণীর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির ছবি আঁকতে পারবে এবং কার কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

খ) বিভিন্ন পাখিদের ডানার রং, ঠোঁটের বিশেষত্ব, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে।

গ) কোন কোন বন্য প্রাণী হারিয়ে যেতে বসেছে তার তালিকা তৈরি করতে পারবে এবং সম্ভাব্য প্রতিকার বিষয়ে ধারণা দিতে পারবে।

তৃতীয় স্তর :- পূর্ণমানের ভিত্তিতে নম্বর বিভাজন :-

20

- উপ-একক অনুযায়ী

উপ-একক	প্রশ্নসংখ্যা	নম্বর	শতকরা
জলচর প্রাণী	4	4	20%
উড়তে পারে যারা	4	7	35%
বাঘ হারিয়ে যাচ্ছে	6	9	45%

- প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী

রচনাধর্মী	2	6	30%
সংক্ষিপ্ত	2	4	20%
অতি সংক্ষিপ্ত	3	3	15%
নৈর্ব্যক্তিক	7	7	35%

- আচরণগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী

জ্ঞানমূলক	8	8	40%
বোধমূলক	3	4	20%
প্রয়োগমূলক	2	5	25%
দক্ষতামূলক	1	3	15%

চতুর্থ স্তর :- পারদর্শিতার অভীক্ষাপত্র রচনার পরিকল্পনা (ব্লু প্রিন্ট)

উপ-একক	রচনাধর্মী প্রশ্ন				সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন				অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন				নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন				মোট নম্বর	শতকরা
	জ্ঞান	বোধ	প্রয়োগ	দক্ষতা	জ্ঞান	বোধ	প্রয়োগ	দক্ষতা	জ্ঞান	বোধ	প্রয়োগ	দক্ষতা	জ্ঞান	বোধ	প্রয়োগ	দক্ষতা		
জলচর প্রাণী									(1) 1	(1) 1			2 1+1				4	20 %
উড়তে পারে যারা			(1) 3			(1) 2							(1) 1	(1) 1			7	35 %
বাঘ হারিয়ে যাচ্ছে				(1) 3		(1) 2			(1) 1				(1) 1+1+1				9	45 %
মোট নম্বর	6				4				3				7				20	100%

উপরের ছকে বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাটি প্রশ্নের সংখ্যা এবং বন্ধনীর বাইরের সংখ্যাটি বন্ধনীর ভেতরের প্রশ্নগুলির জন্য মোট নম্বর।

পঞ্চম স্তর :- অভীক্ষা পত্র

সময় : 25 মিনিট শ্রেণি - চতুর্থ পূর্ণমান - 20

1. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ করো :- $4 \times 1 = 4$

   ক) সাঁতার কাটার জন্য মাছেরা _____ ব্যবহার করে। (জ্ঞান)

   খ) পাখিদের শরীর _____ হয়। (বোধ)

   গ) মরিশাসের _____ আজ আর নেই। (জ্ঞান)

ঘ) গ্যালাপোগাস দ্বীপের _____ বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী (জ্ঞান)

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :- $3 \times 1 = 3$

ঙ) কচ্ছপ একটি (জলচর/স্থলচর/নিশাচর) প্রাণী। (জ্ঞান)

চ) চামচিকের (পালক/ডানা/পাখনা) থাকে। (জ্ঞান)

ছ) কৃষ্ণসার একটি (প্রাণী/জঙ্গল/সাগর)-এর নাম। (জ্ঞান)

2. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :- $3 \times 1 = 3$

ক) মাছ ও মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য লেখ ? (বোধ)

খ) মরিশাস দ্বীপটি কোন মহাসাগরে অবস্থিত ? (জ্ঞান)

গ) ২টি জলজ প্রাণীর নাম লেখো। (জ্ঞান)

3. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :- $2 \times 2 = 4$

ক) হাঁসেরা অনেক দূর উড়তে পারে না কেন? (বোধ)

খ) চোরাশিকারিদের হাত থেকে কীভাবে প্রাণীদের বাঁচানো যাবে? (প্রয়োগ)

4. রচনাধর্মী প্রশ্ন:- $2 \times 3 = 6$

ক) পাখিদের চিনব কী করে? (প্রয়োগ)

খ) হারিয়ে যাচ্ছে এমন 6 টি প্রাণীর নামের তালিকা তৈরি করো। (দক্ষতা)

6. ষষ্ঠ স্তর :-

i) মূল্যায়নের নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে উত্তরপত্রের নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে।

ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ ও নির্দেশিকা মতো পরীক্ষকের উত্তরপত্রের নম্বর নির্ধারণ করতে হবে।

iii) উত্তরপত্রের মান মূল্যায়নের পর সামগ্রিক যে চিত্র পাওয়া যাবে তা থেকে প্রত্যেকের ত্রুটি ঘাটতি নির্ধারণ করে তা নিরাময়ের জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **গুরুত্ব (Importance) :-**

(1) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদেরও সহায়তা করে পারদর্শিতার অভীক্ষা।

(2) শিক্ষকের শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা শিক্ষক বিচার করতে পারেন শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার অভীক্ষা নিয়ে।

(3) শিক্ষণ প্রক্রিয়া গ্রহণে শিক্ষার্থীর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা বুঝতে সাহায্য করে এই ধরনের অভীক্ষা।

(4) পারদর্শিতার অভীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণ কৌশল প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করতে পারেন।

(5) মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীদের গ্রেডিং করতে সাহায্য করে এই ধরনের অভীক্ষা।

(6) কোনও শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ছে কিনা এবং পড়লে তার কারণ জানতে পারা যায়।

(7) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক পৃথক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন।

(8) পারদর্শিতার অভীক্ষা শিক্ষামূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক।

(9) এই অভীক্ষা সংশোধনমূলক পরিকল্পনা রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(10)এই অভীক্ষাগুলি সংশোধনমূলক পরিকল্পনা রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করে।

অসুবিধা

(1) পারদর্শিতার অভীক্ষার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লে আমাদের পাঠদান পদ্ধতি যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

(2) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যকে এই ধরনের অভীক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(3) পারদর্শিতার অভীক্ষা দ্বারা শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যর পরিমাপ করা যায় না।

(4) এই অভীক্ষার ব্যবহারে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির আংশিক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

কার্যাবলি : ৫

পাঠ্যবিষয়বস্তুর অন্তর্গত ক্যুইজ/ ব্রেনস্টর্মিং/ভূমিকায়ন/ডিবেট প্রভৃতির সংগঠন

ভূমিকা :

ক্যুইজ, ব্রেনস্টর্মিং, ডিবেট ইত্যাদি সবগুলিই দলগত শিখন পদ্ধতি। এই ধরনের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শেখে। পাঠ্য বিষয়বস্তু উপরিউক্ত পদ্ধতিতে শিখনে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান ঘটে এবং জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন তথ্যের জোগান দেয়। বর্তমানে রেডিয়ো, টি.ভি ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলিতে কুইজ, বিতর্কসভা-র বহু অনুষ্ঠান দেখা যায় ফলে এগুলির জনপ্রিয়তা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

ক্যুইজ (Quiz)

ক্যুইজ হলো এমন একটি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি যেখানে সাধারণত দল গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোনো একটি বিষয়ের ওপর খুব দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা, উত্তরদানের ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এটি একটি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি যেখানে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই চটপটে, তৎপর ও স্থির-বুদ্ধির অধিকারী হতে হয়। ক্যুইজ চলাকালীন খুব দ্রুত দলের অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে নিতে হয় কারণ দলগত প্রতিযোগিতায় কোনো ব্যক্তিবিশেষের পারদর্শিতার চেয়েও বড়ো হলো দলের পারদর্শিতা।

উদ্দেশ্য :-
- শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি দূর করা।
- পরস্পরের সাথে আলোচনার ফলে বিষয়ের জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করা।
- পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- পাঠে বৈচিত্র্য আনা।
- শিক্ষার্থীদের চটপটে ও সঠিক উত্তর দেবার ক্ষিপ্রতাবোধ তৈরি করা।

পদ্ধতি/নিয়মাবলি :- (1) প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবিষয়বস্তুর অন্তর্গত কোনো একক বা উপ-একক থেকে ক্যুইজ পরিচালনা করা যেতে পারে।

(2) প্রথমে শ্রেণিতে ক্যুইজের বিষয় কী হবে তা স্থির করা হবে। তবে প্রশ্ন করার দায়িত্ব থাকবে প্রশ্নকারীর/শিক্ষকের।

(3) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দুটি/তিনটি দলে ভাগ করে দিতে হবে এবং নামকরণ করতে হবে যেমন — 'A' দল, 'B' দল, 'C' দল ইত্যাদি।

(4) 'A' দলকে প্রথমে প্রশ্ন করা হবে। 'A' দল না পারলে 'B' দলকে ঐ প্রশ্ন করা হবে আবার 'B' দল না পারলে ওই একই প্রশ্ন করা হবে। এক্ষেত্রে 'B' দল ও 'C' দল পারলে তারা বোনাস পয়েন্ট পাবে। সরাসরি প্রশ্নের মান ও বোনাস পয়েন্টের মান ক্যুইজ পরিচালক বা শিক্ষকই স্থির করবেন।

(5) প্রতি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর উত্তর দিলে তা সঠিক হলেও গ্রাহ্য করা হবে না।

(6) বিভিন্ন দলের প্রশ্নগুলি সমজাতীয় কিন্তু ভিন্ন হবে।

(7) প্রশ্নগুলি হবে অতিসংক্ষিপ্ত বা নৈর্ব্যক্তিক।

(8) নির্দিষ্ট সময় শেষে যে দল সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

(9) দলে আলোচনা করে একজনকেই উত্তর দিতে হবে। সকলে মিলে বলতে চাইলে তা গ্রাহ্য হবে না।

(10) ক্যুইজে বৈচিত্র্য আনার জন্য শুধুমাত্র প্রশ্নোত্তরে আটকে না থেকে কোনো ভিডিয়ো ক্লিপিংস বা কোনো সুর বাজিয়ে বা ছবিও দেখানো যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

পাঠ্যপুস্তক থেকে উদাহরণ :-

শ্রেণি : চতুর্থ

বিষয় : আমাদের পরিবেশ

একক : শরীর

প্রশ্নের নমুনা

Gr - A	Gr - B
1. উদ্ভিদ থেকে পাই এমন দুটি খাবারের নাম করো।	1. প্রাণী থেকে পাই এমন দুটি খাবারের নাম করো
2. চোখের পক্ষে ভালো এমন একটি ফলের নাম বলো।	2. দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে এমন একটি ফলের নাম বলো।
3. দাঁত ব্যথার একটি কারণ বলো।	3. দাঁত ব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় বলো।
4. শ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসের কোন গ্যাসটি আমাদের ফুসফুসে ঢোকে।	4. গাছ খাবার তৈরির সময় বাতাসের কোন গ্যাস গ্রহণ করে?
5. মৌমাছি ফুলের রস কীভাবে খায়?	5. টিয়াপাখি ফল কীভাবে খায়?

ক্যুইজের গুরুত্ব :-

(১) সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(২) শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে, বিচার বিশ্লেষণ করতে ও চটপট উত্তর দিতে দক্ষ করে তোলে।

(৩) ছোটোরা ক্যুইজের মধ্যে দিয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারে।

(৪) শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলে।

(৫) শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় ও আনন্দের পরিবেশ গড়ে ওঠে।

(৬) শিশু ও কিশোরদের বিকাশে এই মনস্তাত্ত্বিক খেলার গুরুত্ব অসীম।

(৭) পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ক্যুইজ পরিচালনার মতো দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসে।

(৮) পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান সুদৃঢ় হয় ও তার স্থায়িত্ব বাড়ে।

(৯) দলগত শিখনে উৎসাহিত বোধ করে।

(১০) শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন যাচাই করতে পারবে।

ক্যুইজ পরিচালনার অসুবিধা :-

(১) অনেকের মতে ক্যুইজের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না।

(২) দলের সকল সদস্য সমান আগ্রহী হয় না।

(৩) ক্যুইজ পরিচালনা ঠিকমতো করা না হলে ক্যুইজের গুরুত্বই দিশাহীন হয়ে পড়ে।

(৪) অনেক শিক্ষকেরই ক্যুইজ পরিচালনা করার মতো দক্ষতা, সদিচ্ছা ও আগ্রহ থাকে না।

(৫) সময়ের অভাব।

উপসংহার :

ক্যুইজের ব্যাপারে অনেকের বিরুদ্ধ মত থাকলেও শিক্ষাক্ষেত্রে দলগত শিখনের একটি অন্যতম পদ্ধতি হলো ক্যুইজ। শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করতে, তাদের সক্রিয় করে তুলতে ও সঠিক সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ক্যুইজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষানীতি ও তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্যুইজের জয়যাত্রা চলতেই থাকবে।

বিতর্ক (Debate)

বিতর্ক একটি বহুল প্রচলিত দলগত শিখন পদ্ধতি। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু শেখে এবং এইভাবে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়। দলগতভাবে কাজ করতে করতে পরস্পরের সাথে মতের অনৈক্য হয়, তর্ক-বিতর্ক হয় আবার এসবের মধ্যে দিয়েই সঠিক মতকে চিহ্নিত করা যায় এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো যায়। বিতর্ক সভায় সচেতনভাবে প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয় যা না হলে প্রজ্ঞার সংগঠনের কোনোরকম পরিবর্তন হয় না। আর প্রজ্ঞার সংগঠন স্থবির ও নিশ্চল হয়ে পড়লে জ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন কোনো তথ্যের সংযোজন হয় না যা কখনোই কাম্য নয়।

উদ্দেশ্য :-

- যুক্তির ভিত্তিতে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য ও যুক্তির মেলবন্ধন ঘটানো
- বিপক্ষের মতামত মন দিয়ে ও ধৈর্য সহকারে শোনার মানসিকতা তৈরি করা
- দলগত শিখনে উৎসাহী করে তোলা
- নিজের মতামত অন্যের সামনে অকপটে যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করার সাহস তৈরি করা।

পদ্ধতি/নিয়মাবলি :-

(১) এমন একটি বিষয় বিতর্কের জন্য নির্বাচন করতে হবে যাতে দ্বিমত/দ্বন্দ্ব আছে।

(২) দুটি দলে বিতর্কসভা চলবে। একদল পক্ষে ও অন্যদল বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে তাদের মতামত প্রতিষ্ঠা করবে।

(৩) সময় নির্দিষ্ট থাকবে এবং একদল তাদের বক্তব্য পেশ করার সময় অন্য দল অযথা বাধা দেবে না।

(৪) প্রতিটি দলের প্রতিটি অংশগ্রহণকারী/শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে বিতর্কসভায় বক্তব্য রাখতে হবে।

(৫) বিতর্কসভা পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই একজন পরিচালক/শিক্ষক থাকবেন।

(৬) একজন বিচারক থাকতে হবে।

(৭) বিতর্কসভায় একাধিক শ্রোতা উপস্থিত থাকবে।

পাঠ্যপুস্তক থেকে উদাহরণ :-

আয়োজন :- বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন শিক্ষক এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করবেন যা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে এবং সেটি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত হতে হবে। এইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দীপিত করবেন নিজেদের মতামত জানাতে। টিফিনের পর শিক্ষকমহাশয় উক্ত শ্রেণির আটজন শিক্ষার্থীকে নিজেদের নির্বাচিত বিষয়ের ওপর বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করতে বলবেন। তিনি বিতর্কের নিয়মাবলি বলে দেবেন, নির্দিষ্ট সময়সীমা (৫ মিনিট) বলে দেবেন এবং কারা পক্ষে বলবে এবং কারা বিপক্ষে বলবে তা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আলোচনা করে ঠিক করে নেবে।

নির্বাচিত বিষয় :- হারিয়ে যাচ্ছে বাঘ

শ্রেণি : চতুর্থ

পক্ষে	বিপক্ষে
(১) বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। কিন্তু ধীরে ধীরে বাঘ বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। কারণ মানুষেরা জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে, চোরা শিকারীরা বাঘের নখ-চামড়া এসবের জন্য বাঘ মেরে ফেলছে যা ক্রমশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।	(১) মানুষের প্রয়োজনেই জঙ্গল কাটতে হচ্ছে— বাড়িঘর রাস্তাঘাট ইত্যাদি বানানোর জন্য। আর বাঘের নখ, চামড়া বিভিন্ন কাজে লাগে (যেমন—জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি ইত্যাদি) বলেই চোরা শিকারীরা বাঘ মারে — ইচ্ছা করে নয়।
(২) মানুষেরাই মাংসের জন্য হরিণ, বুনোশুয়োর, পাখি শিকার করে ফলে এইসব প্রাণীদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে যেমন বাঘ, সিংহ ইত্যাদি - এদের সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। তাই খাদ্যের খোঁজেই বাঘেরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরাই পিটিয়ে বাঘ মেরে ফেলছে।	(২) এজন্য সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বন দপ্তরকে সজাগ থাকতে হবে। কোনো বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়লে খবর পাওয়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাঘকে ধরতে হবে। না হলে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে গ্রামাবাসীরাই পিটিয়ে বাঘ মেরে ফেলতে বাধ্য থাকবে।
(৩) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জাতীয় পশুর ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখানোর থাকবে না— এমন দিন আর খুব বেশি দূরে নেই। তাই বাঘ সংরক্ষণ করা আমাদেরই কর্তব্য।	(৩) বাঘ ও অন্যান্য লুপ্তপ্রায় প্রাণী সংরক্ষণের জন্য আমরা আলাদাভাবে কিছু করতে পারবো না। এব্যাপারে সরকারের সঠিক পদক্ষেপ ও আইন প্রণয়নই পারে পথ দেখাতে।

সিদ্ধান্ত :

উপরিউক্ত আলোচনাতে দু-পক্ষের যুক্তি ও প্রতিযুক্তি শুনে বিচারকগণ বিজয়ী দল ঘোষণা করবেন।

বিতর্কের গুরুত্ব :

(১) শিক্ষার্থীদের যুক্তিবোধ ও বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) যুক্তির সাহায্যে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে ও অন্যের মত খণ্ডন করতে শেখে।

(৪) শিক্ষার্থীদের জড়তা কেটে যায়, ভাষা জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে ও অনেক নতুন তথ্য জানা হয়ে যায়।

(৫) অন্যের মত ধৈর্য্যসহকারে শোনার ক্ষমতা তৈরি হয়।

কার্যাবলি : ৬

বিশেষ বিশেষ দিবস উদ্‌যাপন পরিকল্পনা : স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ভূমিকা : পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে ভারতমাতার বীর সন্তানেরা তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে চরম অপমান, যন্ত্রণা সহ্য করেও লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগস্ট ভারতবাসী স্বাধীনতার সূর্যোদয় চাক্ষুষ করে। তাই সমগ্র ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অপরিমেয় শ্রদ্ধা, ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। প্রতি বছর ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি অফিস-আদালত, ক্লাবে এমনকি পাড়ায় পাড়ায় এই ১৫-ই আগস্ট দিনটি অত্যন্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হয়। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে প্রতিটি ভারতবাসীর রোমকূপে ছড়িয়ে যায় এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও স্বাধীনতার পরশ।

উদ্দেশ্য : স্বাধীনতা দিবস পালনের/উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে—

- উক্ত দিবসের গুরুত্ব ও মর্যাদাবোধ গড়ে তোলা।
- স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
- স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে পার্থক্যের বোধ গড়ে তোলা।
- বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সকলের সামনে নিজেকে তুলে ধরতে পারার ক্ষমতা অর্জন।
- স্বাধীনতা দিবস উপযোগী গান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার উন্মেষ ঘটানো।
- জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।
- সংস্কৃতিমনস্ক হিসাবে নিজেদের তৈরি করা।
- শৃঙ্খলাপরায়ণ মনোভাব ও দেশের প্রতি মমত্ববোধ গড়ে তোলা।

পরিকল্পনা :

(১) বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ বিশেষ দিনগুলি উদ্‌যাপন করা হবে।

(২) সেইমতো প্রস্তুতি অন্তত একমাস আগে থেকে নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সকলকেই অংশগ্রহণ করতে হবে। এব্যাপারে তাদের অবগত করতে হবে।

(৩) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুষ্ঠানের আগে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মিটিং করবেন। সেখানে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য কি কি খরচা হবে/অনুষ্ঠানের বর্ণনা/কতক্ষণ সময় লাগবে/আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা/কোন কোন শিক্ষকদের ওপর মূল দায়িত্ব থাকবে তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(৪) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যাবার পর তার ভুলত্রুটি ও সমাধানের উপায় আলোচনা করতে হবে সকলের সাথে।

(৫) স্বমূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কাজের বিবরণ :

- স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও অনুষ্ঠান মঞ্চ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে শিক্ষার্থীদের।
- বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে হবে যেমন — আমন্ত্রণপত্র (যা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তৈরি করবে) বিলি করা, শহিদবেদি তৈরি করা, ফুল মালা নিয়ে আসা, আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার ব্যবস্থাপনা, মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বারবার অভ্যাস করা, খাবারের প্যাকেটের বণ্টন ইত্যাদি।
- উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষিকারাও যুক্ত থাকবেন একাত্মভাবে।
- সমগ্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরি ছোটো ছোটো কাগজের জাতীয় পতাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানসূচি :

- সকাল ৮টায় শিক্ষার্থীরা স্কুল ইউনিফর্ম পরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হবে
- উদ্বোধনী সঙ্গীত
- প্রধান শিক্ষকের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ
- প্রধান শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের কয়েকজনের উক্ত বিশেষ দিবস সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন
- মূল অনুষ্ঠান — মার্চ পাস্ট, দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি ও প্রতিবেদন পাঠ
- প্রভাত ফেরী
- পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক মূল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা
- অনুষ্ঠান শেষে সবকিছু গুছিয়ে রেখে তারপর শিক্ষার্থীদের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে
- সমগ্র অনুষ্ঠানের ছবি তুলে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠান সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ

- প্রথমদিকে সকলের উৎসাহ থাকলেও পরের দিকে আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না।
- অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব।
- শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি।
- রিহার্সালের অভাব।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নজরদারির অভাব।
- মোটিভেশনের অভাব।
- সদিচ্ছার অভাব
- পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব।
- নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া।

স্বমূল্যায়ন : অনুষ্ঠান শেষে সকল শিক্ষক একত্রে বসে অনুষ্ঠানের ভালো দিক ও মন্দ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে যে সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলির সমাধান সূত্র আলোচনা করে বের করতে হবে। এর ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ কম হবে এবং অনুষ্ঠান আরও আকর্ষণীয় ও সুন্দর হবে। প্রত্যেক আমন্ত্রিত অতিথির কাছে গিয়ে বিদ্যালয়ের 'আপনার মতামত' খাতাটিতে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ওনার মতামত লিখে জানাতে বলা হবে। এতে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রেরণা পাবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ভালোভাবে কাজটি/অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করতে পারবে।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব :

- স্বাধীনতা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে জানতে পারবে
- পরাধীন ভারতবর্ষের কথা জানতে পারবে ফলে স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠবে।
- অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে, সাহসী হবে ও জড়তা কেটে যাবে।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা বোধ বৃদ্ধি পাবে।

কার্যাবলি : ৭

(Action Research)

ভূমিকা : একটি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সত্য, যুক্তিযুক্ত ঘটনার তাৎপর্য ও অর্থ অন্বেষণ করাই হলো গবেষণা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করা হলো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য শিক্ষা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাৎক্ষণিক নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে Action Research প্রয়োগ করে থাকেন। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Kurt Lewin নামে একজন সমাজ মনোবিজ্ঞানী।

Action Research একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন, কারণ অনুসন্ধান করে, নতুনভাবে ভুলভ্রান্তির জায়গাগুলি সংশোধন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যথার্থতা ও মূল্যায়ন করে নতুন পথে শিক্ষক/শিক্ষিকারা এগিয়ে যেতে পারেন।

Action Research-এর উদ্দেশ্য :

(1) বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ কার্যাবলি তথা শ্রেণিগত বিভিন্ন কর্মসূচির উন্নতিসাধন করা।

(2) বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

(3) বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, সহশিক্ষক/শিক্ষিকা, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য সকলকে সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণামুখী করে তোলা।

(4) শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মান বৃদ্ধি করা।

(5) শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(6) শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী ইত্যাদি সকলকে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা।

কাজের পরিকল্পনা — Action Research সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য কতগুলি স্তরে বিভক্ত করে কাজের পরিকল্পনা করা হয়।

(1) প্রথম স্তরে : সমস্যার নির্বাচন ও পরিকল্পনা — বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে গুরুত্ব বিচার করে তাৎক্ষণিকভাবে একটি সমস্যা নির্বাচন করা হয়। পঠন-পাঠনের কাজে নানাবিধ সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে সমস্যাটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হওয়া প্রয়োজন সেই সমস্যাটি চিহ্নিত করা হয়। লক্ষ রাখতে হবে সেটি যেন Action Research দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও সমাধান করা যায়।

(2) দ্বিতীয় স্তরে : তথ্য সংগ্রহ — সমস্যার কারণগুলি নির্ণয় করার জন্য সেই সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহ পক্ষপাতহীন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে করা উচিত। সংগৃহীত তথ্য থেকে সমস্যার কারণগুলির তালিকা তৈরি করা হয়।

(3) তৃতীয় স্তরে : তথ্য বিশ্লেষণ — প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ বা সমস্যার কারণগুলির বিশ্লেষণ একান্ত জরুরি। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনেরই কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা হয়।

(4) চতুর্থ স্তরে : বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান গঠন — বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে hypothesis বা অনুমান পঠন প্রয়োগ করা হয়। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য কারণগুলির ওপর নির্ভর করে অনুমান পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিভিন্ন নমুনা দলের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়।

(5) পঞ্চম স্তরে : পরিসংখ্যানের সাহায্যে সমাধান সূত্রে পৌছানো — নমুনা দলের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান ও তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে পাঠদান ও পাঠের মূল্যায়ন দ্বারা Action Research-এর সফলতা যাচাই করা হয়। সফলতা পেলে তা থেকে একটি সাধারণ নিয়ম নির্ণয় করা যায় যা শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

- **কাজের বিবরণ** — পরিবেশ বিজ্ঞান পাঠে দুর্বল শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার জায়গাগুলি ও দুর্বলতার কারণ শনাক্ত করে তাদের দুর্বলতার দিকগুলি নিরাময় করে বিষয়টিতে পারদর্শিতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য Action Research প্রয়োগের দিকটি এখানে উদাহরণস্বরূপ দেখানো হলো।

(1) প্রথম স্তর — সমস্যার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে হবে। বিভিন্ন একক অথবা উপ-এককগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। সমস্যার সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে।

সমস্যাটি নির্ণয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের সমস্যাযুক্ত একক বা উপ-একক সম্পর্কিত দুর্বলতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তথ্য পাওয়া যাবে।

(i) কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের অংশগুলিই বলতে পারে।

(ii) ছোটো সংজ্ঞা বলতে পারলেও জটিল সংজ্ঞা পারে না।

(iii) বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনা করতে পারে না।

(iv) বিষয় সম্পর্কিত বাস্তব উদাহরণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিতে পারে না।

(v) বিষয় পাঠে সহজে প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

(vi) যথাযথ শব্দ নির্মাণে অসুবিধা হয়।

(vii) বিমূর্ত ধারণা গঠন করতে পারে না।

(viii) কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

(ix) চিত্র অঙ্কন করতে পারে না।

(2) দ্বিতীয় স্তর — সমস্যার সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়ের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ইত্যাদি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য কারণগুলি হলো—

(i) শিক্ষক/শিক্ষিকার গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের একঘেয়ে লাগে।

(ii) শিক্ষার্থীদের বয়স, বিকাশ, মানসিক চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে পাঠদান না করা।

(iii) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ঘটনাবলি এবং বাস্তব উদাহরণ সহকারে পাঠদান না করা।

(iv) পাঠদানের সময় সক্রিয়তার নীতি অনুসরণ না করা।

(v) প্রয়োজনীয় উপকরণ ও চিত্র ব্যবহার না করা।

(vi) পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন না করা।

(vii) শিক্ষকের সীমিত বিষয়জ্ঞান।

(viii) শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে পাঠদান না করা।

(ix) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠদান না করা।

3. তৃতীয় স্তর — তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা হয়।

(i) আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত, উন্নত পাঠদান পদ্ধতি একক, উপ-এককগুলি পাঠদানের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

(ii) বাস্তবসম্মত, সহজ, মূর্ত উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের দ্বারা পাঠদান করতে হবে।

(iii) পাঠদানের সময় সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(iv) শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রশ্নকরণ ক্ষমতার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষক/শিক্ষিকাকে পাঠদানের সময় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(v) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠদান করতে হবে।

(vi) বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপযুক্ত চার্ট, মডেল, তালিকা ইত্যাদি প্রদীপন ব্যবহার করে পাঠদান করতে হবে।

(vii) প্রদীপনগুলি যাতে বাস্তবসম্মত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(viii) বিজ্ঞানের বিষয়কে বাস্তব ঘটনাবলির সঙ্গে যুক্ত করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী ও আগ্রহী হবে।

(ix) বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিয়ে হাতেকলমে করিয়ে তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করা যাবে।

(x) শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রকৃতি কোণ, ফিল্ড ট্রিপ ইত্যাদি করিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে অনুরাগ তৈরি করতে হবে।

(xi) সহজ স্বহস্ত নির্মিত যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিয়ে করালে তারা পাঠের সঙ্গে একাত্মবোধ করবে।

(xii) শিক্ষার্থীদের কৌতূহলকে সম্মান জানিয়ে তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে পাঠদান করতে হবে।

(xiii) বায়ো লুডো খেলা, বনসৃজন, বায়ো ওয়েভ খেলা ইত্যাদি আধুনিক খেলাভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে।

(xiv) শিক্ষার্থীদের দিয়ে পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় প্রকল্প আকারে গ্রহণ করে পাঠদান প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

4. চতুর্থ স্তর — Action Research দ্বারা প্রাপ্ত নির্বাচিত সম্ভাব্য নিরাময় উপায়গুলির ওপর নির্ভর করে অনুমান পাঠদান ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে বিভিন্ন নমুনা দলের ওপর। Hypothesis বা অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে Prediction-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। Action Research-এ এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

5. পঞ্চম স্তর — পুনরায় ফলাফল যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন করতে হবে। ত্রুটি থাকলে সংশোধন করতে হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্যের বিশ্লেষণ করে শিক্ষক/শিক্ষিকা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা নির্ণয়ে Action Research কতটা সার্থক বিচার করে নিতে পারবেন। এর দ্বারা পরিবেশ বিজ্ঞানে দুর্বল শিক্ষার্থীরা তাদের দুর্বলতার জায়গাগুলিতে সামর্থ্য অর্জন করে দুর্বলতা মুক্ত হতে পারবে। পরিবেশ বিজ্ঞানের অন্যান্য একক বা উপ-এককের ক্ষেত্রে একই ক্রম অনুসরণ করা যেতে পারে।

গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা —

(1) শ্রেণিকক্ষের ভিতরে অথবা বাইরে শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মপদ্ধতির উন্নতিসাধন করে।

(2) উদ্ভূত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের উপায় নির্ণয়ে Action Research খুবই কার্যকরী।

(3) এটি এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যা একজন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(4) ব্যক্তির কাজের উন্নতিসাধন করে ও নৈপুণ্য বাড়ায়।

(5) শিক্ষাথীরা সর্বোচ্চ উন্নতিতে শিখন ও শিক্ষক/শিক্ষিকার পাঠদান উপযোগী পরিবেশ ও পদ্ধতি নির্ণয়ে সহায়তা করে।

(6) অন্যান্য গবেষণার তুলনায় Action Research-এর জন্য অনেক কম সময়, প্রচেষ্টা ও অর্থলগ্নি করতে হয়।

(7) Action Research-এর ফলে ব্যক্তির কাজের উৎসাহ, আগ্রহ, উদ্দীপনা, নৈপুণ্য, আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদির সার্বিক বিকাশ ঘটে।

(8) শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতি ঘটে।

(9) Action Research-এর দ্বারা শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজেদের শিক্ষকতায় উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিচালন দক্ষতারও উন্নতিসাধন করতে পারেন।

(10) এই গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোনও বিষয়ে দুর্বলতার জায়গাগুলি চিহ্নিত করে, তার উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

(11) শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী ইত্যাদি বিদ্যালয় কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, একতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

(12) শিক্ষাকার্যে যুক্ত সকলেই শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়ে ওঠে।

(13) শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য, বিদ্যালয়ে সঠিক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য, সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য Action Research-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

অসুবিধা :

১। এটি কোনো নীতি, তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা নয়।

২। দেখা গেছে এই গবেষণার মান তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের।

৩। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সাথে সাথে স্বল্প পরিসরে এই ধরনের গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া সম্ভব নয়।

৪। Action Research সংগঠনের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নেই।

৫। একটি শ্রেণিকক্ষের গবেষণা-অর্জিত ফলাফল অন্য একটি শ্রেণিকক্ষে যে প্রযোজ্য হবে এমনটা নাও হতে পারে।

৬। শ্রেণিকক্ষের মতোই একটি বিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ ফলাফল অন্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমনটা হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

প্রতিকার :

(1) বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নতি করা দরকার। পরিকল্পিত গ্রন্থাগার থাকলে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সুবিধা হবে।

(2) বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

পর্যালোচনা : যিনি Action Research বা কর্ম গবেষণা পরিচালনা করবেন তিনি সম্ভাব্য সমাধানটি শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করে দেখবেন তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন কিনা। এই বিষয়ে তিনি প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা বা অন্যান্য সহকর্মীর পরামর্শ নিতে পারেন। তাঁকে সূক্ষ্মভাবে কাজটি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে আরও কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়। পাঠদান কার্যক্রম আরও উন্নত করা যায় কীভাবে সেই বিষয়ে চর্চা করতে হবে।

কার্যাবলি ৮ :

শিখন-শিক্ষণ উপকরণ তৈরি

ভূমিকা : শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিক্ষণকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষককে যেসব সহায়ক উপকরণ বা কৌশল ব্যবহার করতে হয় সেগুলি শিক্ষণ-শিখন সহায়ক উপকরণ হিসাবে পরিচিত। শিক্ষক এগুলির সাহায্যে পাঠ্যবিষয়ের বিমূর্ত অংশকে মূর্ত করে তুলতে পারেন। H. N. Saunders বলেছেন — "No wise man refuses help and no wise teacher ignores aid. মাদাম মন্তেসরী তার শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে তাই বিভিন্ন ধরনের শিখন সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন।

ফ্রয়েবেলও তার শিক্ষণ পদ্ধতিতে 'Gifts' & 'Occupation'-এর মাধ্যমে শিশুর সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিশু মনোবিদগণের মতে প্রথম জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোনো চিহ্ন বা শব্দের মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে পাঠে অধিকতর মনোযোগী করাই মূল কথা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে ভালো সাড়া পাচ্ছে।

শিখন সহায়ক উপকরণ ও NCF 2005 :

শিশুর জ্ঞান অর্জনের পথে শিশুর স্থানীয় পরিবেশ ও তার আপন অভিজ্ঞতাই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শিক্ষার্থী যদি তার দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের প্রসঙ্গকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে না পারে তাহলে সেই পুঁথিগত শিক্ষা শুধুই তাকে তথ্যভারাক্রান্ত করে তুলবে, যা কখনোই কাম্য নয়। এব্যাপারে তাই শিখন সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব অসীম।

শিখন সহায়ক উপকরণের শ্রেণিবিভাগ :-

শিখন সহায়ক উপকরণগুলিকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ : যেমন মডেল, ছবি, চার্ট, প্রকৃত বস্তু বা নমুনা, ওভারহেড প্রোজেক্টর এপিডায়োস্কোপ, ফ্লানেলগ্রাফ ইত্যাদি।

দৃষ্টি নির্ভর উপকরণকে আবার শ্রেণিবিভাগ করা যায়, যা নীচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো।

(২) শ্রবণ-নির্ভর উপকরণ : যেমন- রেডিও, টেপ রেকর্ডার, গ্রামোফোন ইত্যাদি।

(৩) শ্রবণ ও দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ : যেমন- টিভি, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার, সি.ডি ইত্যাদি।

(৪) পঠন-নির্ভর উপকরণ : যেমন, পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র, বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন ইত্যাদি।

(৫) সক্রিয়তাভিত্তিক উপকরণ : যেমন- অভিনয়, ফিল্ড ট্রিপ, বিধিবদ্ধ নির্দেশনা ইত্যাদি।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষা

শিখন সহায়ক উপকরণ

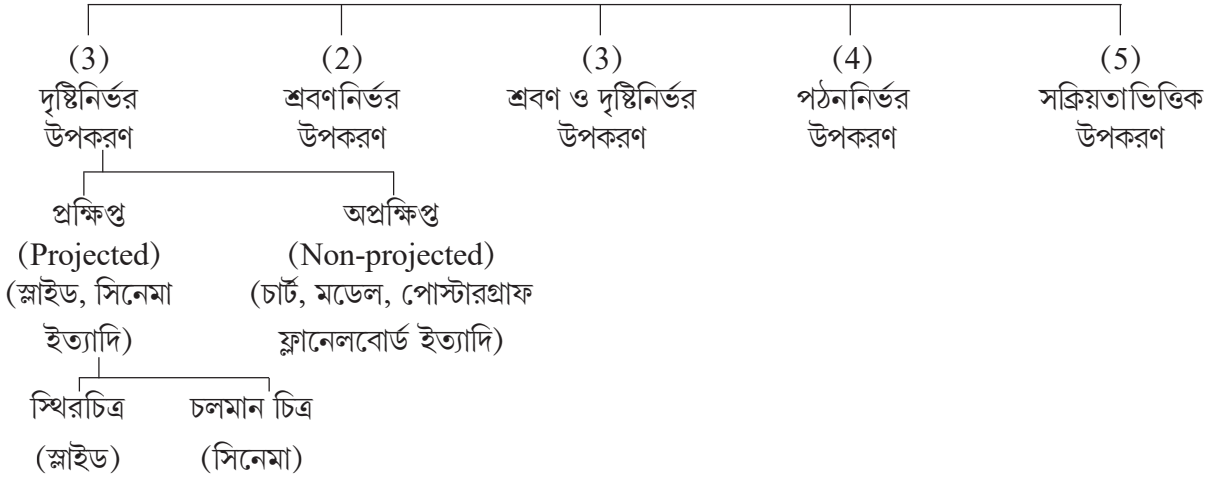

উপকরণ প্রস্তুত ও নির্বাচনের নীতি :

(1) শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে রেখে উপকরণ নির্বাচন করা উচিত।

(2) বিষয়বস্তু ও শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উপকরণ প্রস্তুত ও নির্বাচন করা উচিত।

(3) উপকরণ খুব বেশি দামি ও চাকচিক্যপূর্ণ না হওয়াই ভালো কারণ, তাতে শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায় — শিক্ষার্থীরা উপকরণের বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকেই বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হয়ে ওঠে।

(4) যে উদ্দেশ্য নিয়ে শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা যাতে কার্যকরী হয় সেব্যাপারে শিক্ষককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(5) শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পরিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে কিছু কিছু উপকরণ বিদ্যালয়েই তৈরি করতে হবে।

(6) যে সমস্ত উপকরণ শ্রেণিতে নিয়ে আসা সম্ভব নয় সেগুলি যেখানে অবস্থিত সে জায়গায় নিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করাতে হবে।

(7) উপকরণগুলি থেকে শিশুরা যাতে কোনোভাবেই আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(8) অনাবশ্যক, অতিরিক্ত শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ শ্রেণিকক্ষে না নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(9) উপকরণগুলি শিক্ষার্থীরা যাতে নেড়েচেড়ে দেখতে পারে তার জন্য সেগুলির গঠন সহজ-সরল ও সহজ ব্যবহারযোগ্য হয় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

(10) শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ (যেমন- টেবিল, বেঞ্চ, দরজা, জানালা, দেয়াল, চক ইত্যাদি) গুলিও শিখন সহায়ক উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে — এব্যাপারে উপকরণ নির্বাচনে শিক্ষকের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের নীতি :

(১) উপকরণ শ্রেণিকক্ষে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী ভালোভাবে দেখতে পায়।

(২) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষকের যথেষ্ট দক্ষতা থাকা দরকার।

(৩) শ্রেণিতে উপকরণ ব্যবহারের পর সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে প্রয়োজনের সময় সহজেই যাতে পাওয়া যায় যে ব্যাপারে শিক্ষককে সজাগ থাকতে হবে।

(৪) উপকরণ সহযোগে পাঠদান চলাকালীন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে, প্রশ্ন করতে ও নতুন তথ্য উত্থাপন করতে উৎসাহিত করবেন।

(৫) যখন যে উপকরণ ব্যবহারের সময় আসবে ঠিক তখনই সেটি ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর সেটি সরিয়ে রাখতে হবে।

(৬) শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ শিক্ষকের শিক্ষাদানে সহায়তা করে মাত্র, কখনোই শিক্ষকের বিকল্প হতে পারে না।

শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের উপযোগিতা :

(১) শিক্ষক অনেক কম কথা বলে কম সময়ে সঠিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন।

(২) উপকরণ ব্যবহার করলে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীদের একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ঘটে ফলে শিখন স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়।

(৩) শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান ও নতুন জ্ঞানের সেতুবন্ধনে উপকরণের গুরুত্ব অসীম।

(৪) অনেক সময় শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক সহজ উপকরণ তৈরি করেন। ফলে নিজেদের হাতে তৈরি উপকরণ যখন শিক্ষক পাঠদানকালে ব্যবহার করেন তখন শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি উৎসাহী, আগ্রহী ও মনোযোগী হয়ে ওঠে।

(৫) উপকরণের সাহায্যে পাঠদান করলে অনেক জটিল সমস্যা ও ধারণাকে অধিকতর সহজ করে তোলা যাবে।

(৬) উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষকের শিক্ষাদানে ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে বৈচিত্র্য আসে ফলে একঘেয়েমি দূর হয়। শ্রেণিকক্ষে আনন্দময় ও স্বাধীন পরিবেশ গড়ে ওঠে।

(৭) যেখানে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সংস্পর্শে এসে ধারণা গঠন করা যায় না সেক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

(৮) উপকরণ শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবধর্মী করে তোলে, যুক্তিশীল মনোভাব গড়ে তোলে।

(৯) শিক্ষার্থীরা স্ব-শিখনে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

(১০)শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তৈরি করা উপকরণগুলি যদি বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে (যেমন- বার্ষিক প্রদর্শনী, সরস্বতী পূজা, অভিভাবক সভা ইত্যাদি) প্রদর্শিত করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি আনন্দ লাভ করে ও প্রেরণা পায়।

শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতিকরণ, ব্যবহার ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ :

শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারে শিক্ষকের বিচক্ষণতা জরুরি। কিন্তু উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করতে পারেন, তাহলে উপকরণগুলির উপযোগিতামূল্য বহুগুণ বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীরা নিজেরা হাতেকলমে কাজ করে বলে তারা অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পাঠ্য বিষয়, শিক্ষক, বিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের সঠিক ও যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে ওঠে। শিখন, শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ তৈরিতে 'Low Cost No Cost' নীতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

(১) শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়ির অব্যবহার্য বা ফেলে দেওয়া জিনিস, যেমন খালি ওষুধের শিশি, প্যাকিং বক্স, জুতোর বাক্স, খারাপ হয়ে যাওয়া C.D, নষ্ট বাল্ব, কৌটোর ঢাকনা ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনতে পারে বিদ্যালয়ে।

(২) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীরা, পুকুর বা জলাশয় থেকে ব্যাঙের ডিম, ব্যাঙাচি, মাছের চারা, শুঁয়োপোকা, গুটি বা কোকুন, বিভিন্ন ধরনের প্রকৃত বস্তু বা নমুনা অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারে। তবে এব্যাপারে শিক্ষকের উৎসাহ ও সঠিক নির্দেশনার প্রয়োজন।

(৩) উপকরণ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার পর শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জনের ছোটো ছোটো দল তৈরি করে দেবেন শিক্ষক এবং ছোটো ও সরল উপকরণ তৈরির নির্দেশাবলি দিয়ে দেবেন। উপকরণ তৈরির সময় শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে

সহায়তা দান করবেন ও কাজটি সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

(৪) শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়েই রং, তুলি, ক্রেয়ন দিয়ে চার্ট, বর্ণমালার কার্ড, সংখ্যার কার্ড, পোস্টার, কাট-আউট ইত্যাদি বানাতে পারে।

(৫) উপকরণগুলি নিজ হাতে তৈরির পর শিক্ষক সেগুলি পাঠদানের সময় ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহী হয়ে ওঠে।

(৬) শিক্ষার্থীরা উপকরণগুলি তৈরির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের স্থান ও কার্যপ্রণালী নিজেরাই ব্যাখ্যা করতে পারে।

(৭) বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে, প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থী নিজেদের হাতে তৈরি উপকরণগুলি সাজাতে পেরে গর্বিত বোধ করবে, যা পরবর্তীতে তাদের আরও নতুন নতুন উপকরণ তৈরিতে উৎসাহ জোগাবে।

(৮) উপকরণগুলি তৈরির পর ব্যবহারের সময় কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে নিজেরাই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বা শিক্ষকের সহায়তায় সেগুলি দূর করতে সচেষ্ট হবে।

(৯) উপকরণ তৈরি করার পর সেগুলির সংরক্ষণেও শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে। চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি নির্দিষ্ট র‍্যাকে রাখতে হবে। দামি উপকরণগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

(১০)ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে নানারকম প্রাণী যেমন- মৌমাছি, কেঁচো, ঝিনুক, প্রজাপতি ইত্যাদি বিভিন্ন বোতলে ফরমালিন দিয়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

(১১)বিভিন্ন শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের তালিকা শিক্ষার্থীরাই তৈরি করবে।

(১২)মাঝে মাঝে উপকরণগুলি পরিষ্কার করতে হবে এবং পোকা বা উইয়ের হাত থেকে বাঁচাতে মাঝে মাঝে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

এইভাবে উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ-এ শিক্ষার্থীর আন্তরিক অংশগ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

শিখন-শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতিকরণ ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে ব্যবহার :

উদাহরণ (১)

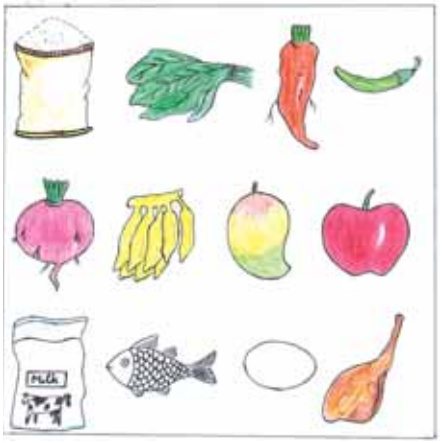

বিষয় : আমাদের পরিবেশ

শ্রেণি : চতুর্থ

একক : শরীর

উপ-একক : খাবার কোথা থেকে পাই

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল/উপকরণ :

(১) বড়ো চার্ট পেপার

(২) রং, তুলি, ক্রেয়ন, দুটি সরু প্লাস্টিকের পাইপ

(৩) পেনসিল, ইরেজার, ইত্যাদি

প্রস্তুতিকরণ : (1) প্রথমে চার্ট পেপারটিতে সমান দূরত্ব বজায় রেখে মার্জিন দেওয়া হলো।

(2) এরপর ভিতরের অংশটিকে সমান কতগুলি খোপে ভাগ করে কালো পেন দিয়ে ভালো করে বর্ডার দিয়ে দিলাম।

(3) এরপর ঐ প্রতিটি খোপে প্রথমে পেনসিল দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে যে যে ফল, সবজি, মাছ ইত্যাদির ছবি আছে সেগুলি এঁকে নিলাম।

(4) তারপর রং-তুলি/ক্রেয়নের সাহায্যে ছবিগুলি রঙিন করে তুললাম।

(5) এরপর চার্ট পেপারটির ওপরে কালো কালিতে বড়ো বড়ো করে খাবার তৈরির উপকরণ কথাটি লিখলাম।

(6) এরপর যে দুটি প্লাস্টিকের পাইপ এনেছিলাম সেগুলিকে মাঝখান থেকে চিরে নিলাম এবং চার্ট পেপারটির ওপর ও নীচে লাগিয়ে দিলাম।

(7) এবার শ্রেণিকক্ষে ঝোলানোর জন্য উক্ত চার্টটির উপরের পাইপটির মাঝখানে সুতো আটকিয়ে দিলাম যাতে সকল শিক্ষার্থী ভালোভাবে দেখতে পায়।

(8) উক্ত চার্টটি তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থাকলে ভালো হয়।

ব্যবহার :

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক প্রথমেই উক্ত চার্টটি যথাস্থানে টাঙিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা চার্টটিতে কী কী দেখতে পাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। খাবারগুলি সম্পর্কে তারা কী জানে অর্থাৎ তাদের খাবারগুলি/ফল/সবজি সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা

জেনে নেবেন। এরপর শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের কতগুলি দলে ভাগ করে বিভিন্ন কর্মপত্র দেবেন। শিক্ষার্থীরা উক্ত চার্টটি দেখে কর্মপত্রগুলি পূরণ করবে।

কর্মপত্র : ১

এমন কিছু যা সরাসরি খাওয়া যায়	যে যে খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে বানানো হয়

কর্মপত্র : ২

সকালে খাই	দুপুরে খাই	বিকালে খাই	রাতে খাই

কর্মপত্র : ৩

খাবারের নাম	বছরের কোন সময় পাওয়া যায়	রং কেমন	কাঁচা খাওয়া যায়	কাঁচা ও পাকা দুভাবেই খাওয়া যায়	রান্না করে খেতে হয়
● ধান ● পালংশাক ● কলা ● মুরগির মাংস					

এরপর শিক্ষক পূরণ করা কর্মপত্রগুলি নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে এই সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য আহ্বান করবেন, কোনো ভুল ধারণা থাকলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করবেন। সবশেষে আজকের পাঠ থেকে তারা কি শিখল ও চার্টটি কেমন হয়েছে, কীভাবে চার্টটি তাদের আজকের পাঠে সাহায্য করেছে তা জেনে নিতে হবে।

শিখন সহায়ক উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা/অসুবিধা :

- উপযুক্ত চার্ট, মডেল তৈরি করতে যে সামান্য পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা অনেক বিদ্যালয়ের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয় না।
- উপকরণ তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময় সময়সারণিতে থাকে না।
- উপকরণ তৈরিতে অনেক শিক্ষকের সদিচ্ছা বা উৎসাহের অভাব লক্ষ করা যায়।
- সামান্য অব্যবহার্য ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করার চেয়ে বাজার থেকে কেনা চার্ট ও মডেল দিয়ে পড়াতেই শিক্ষকরা বেশি আগ্রহী।
- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় উপকরণ তৈরি করা গেলেও অনেকে ক্লাসে সেটি নিয়ে গিয়ে পড়াতে চান না, ফলে শিক্ষা উপকরণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।
- বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে আলাদা কোনও ঘর-ই নেই যেখানে উপকরণগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়।
- নির্মিতিবাদ দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ না করে শিক্ষকদের বেশিরভাগ অংশই গতানুগতিক চেয়ারে বসে বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদানে অভ্যস্ত।
- শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে সাথে সরকারি স্তরে উপযুক্ত মনিটরিং-এর অভাব।

কার্যাবলি: ৯

পাওয়ার পয়েন্ট প্রস্তুতিকরণ

- এই বিষয়ের উপরে এখানে পৃথকভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। CC-05-Computer Application in Education) - এই বিষয়ে বিশদভাবে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

কার্যাবলি : ১০

বিদ্যালয় ও শ্রেণির জন্য সময়তালিকা প্রস্তুতকরণ

ভূমিকা : বিদ্যালয়ের সমগ্র কর্মকাণ্ডের দর্পণ হলো সময়তালিকা। বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান হাতিয়ার হলো সময়তালিকা। এটি একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা, যা প্রতিটি বিষয়, শ্রেণি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট সময়কে সূচিত করে। সময়তালিকাকে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি বলেও অভিহিত করা হয়। পাঠ্যক্রমিক বিষয়সমূহের কাঠিন্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে পড়াবার নির্দিষ্ট প্রাপ্ত সময়কে কয়েকটি পিরিয়ডে ভাগ করে নেওয়া হয়। এছাড়া সময়তালিকায় বিরতি ও বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকেও স্থান করে দেওয়া হয়। ফলে পরিকল্পনামাফিক প্রতিটি বিষয়ের কার্যক্রম সময় তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের সময়তালিকা হল একটি দর্শন যার মধ্যে সমগ্র শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়।

উদ্দেশ্য :

- বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করা।
- বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত সময় ও মনোযোগ দান করা।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা।
- শিক্ষার্থী, পাঠ্যবস্তু, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করা।
- নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা অর্থাৎ সময়ের অপচয় রোধ করা।
- বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলাকে ত্বরান্বিত করা।
- বিদ্যালয়ের সকলকে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে চলতে উৎসাহিত করা।

সময়তালিকার প্রকারভেদ :

কাজের সুবিধার জন্য সময়তালিকাকে ভাগ করা হয় —

(1) একত্রিত সময়তালিকা (Consolidated Time Table)

এ ধরনের সময়তালিকায় শ্রেণি ও শিক্ষকের বিভিন্ন কর্মসূচি একত্র করে দেখানো হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি হলে এই জাতীয় সময়তালিকা খুবই জটিল হয়। তবে এই ধরনের সময়তালিকা থেকে এক নজরেই প্রত্যেক শ্রেণির পাঠ্যবিষয়ের বণ্টন, কোন্ শিক্ষক, কোন্ শ্রেণিতে কি কর্মকাণ্ডে কতক্ষণ যুক্ত আছেন তা সহজেই দেখা যায়।

(2) শ্রেণিভিত্তিক সময়তালিকা (Classwise Time Table)

এই ধরনের সময়তালিকায় প্রতিটি শ্রেণি ধরে ধরে বিভিন্ন পিরিয়ডে বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন শিক্ষককে নির্দেশিত করা হয়ে থাকে। প্রতিটি শ্রেণিতে এই শ্রেণিভিত্তিক সময়তালিকা থাকা দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

(3) শিক্ষকভিত্তিক সময়তালিকা (Teacherwise Time Table)

এই ধরনের সময়তালিকায় প্রত্যেক শিক্ষকের দৈনন্দিন কর্মসূচিসহ সারা সপ্তাহের কর্মসূচি নির্দেশ করা থাকে। এটি Staff room-এ রাখা থাকে।

(4) সাময়িক সময়তালিকা (Provisional Time Table)

বিদ্যালয়ে কোনোদিন কোনো শিক্ষক কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে সেই দিনের কর্মকাণ্ড সচল রাখার জন্য অনুপস্থিত শিক্ষকদের জায়গায় অন্যান্য শিক্ষকদের Class দেওয়া হয়। এটি সাধারণত বিদ্যালয়ের প্রথম পিরিয়ডের মধ্যেই তৈরি করে ছাত্র ও শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় সময়তালিকা

বার	শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম	১১.০০-১১.৪০	১১.৪০-১২.২০	১২.২০-১.০০	১.০০-১.৪০	১.৪০-২.২০	২.২০-২.৫৫	২.৫৫-৩.৩০
		প্রথম পিরিয়ড	দ্বিতীয় পিরিয়ড	তৃতীয় পিরিয়ড	চতুর্থ পিরিয়ড		পঞ্চম পিরিয়ড	ষষ্ঠ পিরিয়ড
সোমবার	প্রধান শিক্ষক	বাংলা	ইংরেজি	বিজ্ঞান	গণিত		প্রথম ভাষা (স)	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
		চতুর্থ	তৃতীয়	চতুর্থ	চতুর্থ	টি	দ্বিতীয়	প্রথম
	১ম সহ-শিক্ষক	বাংলা	ইংরেজি	কলাশিক্ষা	পঃ পরিচিতি	ফি	প্রথমভাষা (স)	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
		তৃতীয়	চতুর্থ	তৃতীয়	তৃতীয়	ন	প্রথম	দ্বিতীয়
	২য় সহ-শিক্ষক	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	কলাশিক্ষা		কলাশিক্ষা	গণিত
		দ্বিতীয়	দ্বিতীয়	প্রথম	প্রথম		চতুর্থ	তৃতীয়
	৩য়/পার্শ্ব শিক্ষক	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	কলাশিক্ষা		গণিত	ইতিহাস
		প্রথম	প্রথম	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়		তৃতীয়	চতুর্থ
মঙ্গলবার	প্রধান শিক্ষক	গণিত	পরিবেশ পঃ	প্রকৃতি বিজ্ঞান	ভূগোল		ইংরেজি	বাংলা
	১ম সহ-শিক্ষক	III	III	IV	IV		II	II
		ইংরেজি	বাংলা (স)	বাংলা	ইংরেজি	টি	ইংরেজি	বাংলা
	২য় সহ-শিক্ষক	IV	II	III	III	ফি	I	I
		গণিত	গণিত	ইংরেজি	বাংলা	ন	বাংলা	ব্রতচারী
	৩য় /পার্শ্ব শিক্ষক	II	IV	I	I		IV	III
		গণিত	বাংলা (স)	ইংরেজি	ব্রতচারী		বাংলা	ব্রতচারী

বার	শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম	১১.০০-১১.৪০	১১.৪০-১২.২০	১২.২০-১.০০	১.০০-১.৪০	১.৪০-২.২০	২.২০-২.৫৫	২.৫৫-৩.৩০
		প্রথম পিরিয়ড	দ্বিতীয় পিরিয়ড	তৃতীয় পিরিয়ড	চতুর্থ পিরিয়ড		পঞ্চম পিরিয়ড	ষষ্ঠ পিরিয়ড
বুধবার	প্রধান শিক্ষক	ইংরেজি	বাংলা	ইংরেজি	গণিত		বিজ্ঞান	বাংলা
		II	III	III	I		IV	IV
	সহ-প্রধান শিক্ষক	পরিবেশ পঃ	গণিত	গণিত	ইংরেজি	টি	বাংলা (স)	বাংলা (স)
		III	I	IV	IV	ফি	III	II
	সহ-শিক্ষক দ্বিতীয়	ভূগোল	গণিত	বাংলা	গণিত	ন	কলাশিক্ষা	ব্রতচারী
		IV	II	II	III		II	III
	সহ/পার্শ্ব শিক্ষক	ইংরেজি	ইতিহাস	বাংলা	গণিত		কলাশিক্ষা	বাংলা (স)
		I	IV	I	II		III	I
বৃহস্পতিবার	প্রধান শিক্ষক	ইংরেজি	বাংলা	ইংরেজি (স)	গণিত		গণিত (স)	কলাশিক্ষা
		III	III	II	II		I	I
	১ম সহ-শিক্ষক	গণিত	বাংলা	ইংরেজি (স)	গণিত	টি	গণিত(স)	কলাশিক্ষা
		IV	IV	I	I	ফি	II	II
	২য় সহ-শিক্ষক	বাংলা	ইংরেজি	ভূগোল	পরিবেশ পঃ	ন	ইংরেজি	কলাশিক্ষা
		II	II	IV	III		IV	III
	৩য় /পার্শ্ব শিক্ষক	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	কলাশিক্ষা		বাংলা	বাংলা (স)
		I	I	III	IV		III	IV

বার	শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম	১১.০০-১১.৪০	১১.৪০-১২.২০	১২.২০-১.০০	১.০০-১.৪০	১.৪০-২.২০	২.২০-২.৫৫	২.৫৫-৩.৩০
		১ম পিরিয়ড	দ্বিতীয় পিরিয়ড	তৃতীয় পিরিয়ড	চতুর্থ পিরিয়ড		পঞ্চম পিরিয়ড	ষষ্ঠ পিরিয়ড
শুক্রবার	প্রধান শিক্ষক	ইংরেজি (স)	পরিবেশ পরিচয়	বাংলা (স)	ইংরেজি (স)		বিজ্ঞান	ব্রতচারী
		II	III	I	III	টি	IV	I
	১ম সহ-শিক্ষক	ইংরেজি	বাংলা	গণিত	বাংলা(স)	ফি	ইংরেজি	বাংলা (স)
		I	I	IV	IV	ন	III	III
	২য় সহ-শিক্ষক	কলাশিক্ষা	ইংরেজি	বাংলা (স)	গণিত		কলাশিক্ষা	ব্রত চারী
		III	IV	II	II		II	II
	৩য়/পার্শ্ব শিক্ষক	কলাশিক্ষা	বাংলা	গণিত	গণিত		কলাশিক্ষা	ইতিহাস
		IV	II	III	I		I	IV
শনিবার	প্রধান শিক্ষক	ব্রতচারী	কলাশিক্ষা	ইংরেজি	বাংলা(স)			
		III	III	II	II			
	১ম সহ-শিক্ষক	বাংলা(স)	ইংরেজি(স)	ইংরেজি	বাংলা(স)টি			
		IV	IV	I	Iফি			
	২য় সহ-শিক্ষক	গণিত	বাংলা	গণিত	শারীরশিক্ষান			
		II	II	IV	IV	ছু		
	৩য় পার্শ্ব শিক্ষক	গণিত	বাংলা	গণিত(স)	পরিবেশ পরিচিতি	টি		
		I	I	III	III			

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জন্য সময়-তালিকা

বার	১০.৫০- ১১.০০	১১.০০- ১১.৪০	১১.৪০- ১২.২০	১২.২০- ১.০০	১.০০- ১.৪০	১.৪০- ২.২০	২.২০- ২.৫৫	২.৫৫- ৩.৩০	মন্তব্য
সোমবার	প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা	প্রথম ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	বিজ্ঞান	গণিত (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	বিরতি	কলাশিক্ষা	ইতিহাস (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	
মঙ্গলবার	বিধান শ্রেণি সজ্জা,	দ্বিতীয় ভাষা	গণিত	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	ভূগোল (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	,,	প্রথম ভাষা	স্বাস্থ্য, ব্রতচারী ও শারীরশিক্ষা	
বুধবার	ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা	ভূগোল	ইতিহাস	গণিত	দ্বিতীয় ভাষা	,,	বিজ্ঞান (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	প্রথম ভাষা	
বৃহস্পতিবার	পরীক্ষা	গণিত	প্রথম ভাষা	ভূগোল	কলাশিক্ষা	বিরতি	দ্বিতীয় ভাষা	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	
শুক্রবার		কলাশিক্ষা	দ্বিতীয় ভাষা	গণিত	প্রথম ভাষা	,,	বিজ্ঞান	ইতিহাস	
শনিবার		প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	দ্বিতীয় ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	গণিত	স্বাস্থ্য, ব্রতচারী ও শারীরশিক্ষা	ছুটি			

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য সময়তালিকা

বার	১০.৫০- ১১.০০	১১.০০- ১১.৪০	১১.৪০- ১২.২০	১২.২০- ১.০০	১.০০- ১.৪০	১.৪০- ২.২০	২.২০- ২.৫৫	২.৫৫- ৩.৩০	মন্তব্য
সোমবার	প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা	প্রথম ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা	গণিত	কলাশিক্ষা	বিরতি	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	স্বাস্থ্য,শিক্ষা ব্রতচারী ও শারীরশিক্ষা	
মঙ্গলবার	বিধান শ্রেণি সজ্জা,	গণিত	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	দ্বিতীয় ভাষা	স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্রতচারী ও শারীরশিক্ষা	বিরতি	দ্বিতীয় ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	প্রথম ভাষা	
বুধবার		দ্বিতীয় ভাষা	গণিত	প্রথম ভাষা	গণিত (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	বিরতি	কলাশিক্ষা	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	
বৃহস্পতিবার	ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা	প্রথম ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	গণিত	,,	গণিত (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	কলাশিক্ষা	
শুক্রবার	পরীক্ষা	দ্বিতীয় ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	প্রথম ভাষা	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)	গণিত	,,	কলাশিক্ষা	স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্রতচারী ও শারীরশিক্ষা	
শনিবার		প্রথম ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা	গণিত	প্রথম ভাষা (সক্রিয়তা ভিত্তিক)				

সময়তালিকা গঠনের মূলনীতি

সময়তালিকা তৈরির সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয় —

- **বিষয়বিন্যাস :** সময়তালিকা তৈরির প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে কোন্ বিষয়ের কাঠিন্য মান কতটা এবং তার গুরুত্ব কতটা। সেই অনুযায়ী বিষয়গুলি (মাতৃভাষা, গণিত, ইংরাজি, পরিবেশ) সময়তালিকায় স্থান দিতে হবে। প্রথমে দুটি পিরিয়ডে শিশুদের উদ্যম ও উৎসাহ বেশি থাকে বলে এইসময় মাতৃভাষা বা গণিতের ব্যবস্থা রাখাই ভালো। বিরতির পর খেলা, হাতের কাজ, গান ইত্যাদি বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি হলে ভালো হয়।

- **প্রতি পিরিয়ডের সময়কাল :** বিষয়ের কাঠিন্য, পরিধি, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ক্লান্তি ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রতি পিরিয়ডের সময়কাল ঠিক করা হয়। দিনের প্রথম দিকের পিরিয়ডগুলি ৪০/৪৫ মিনিট হতে পারে এবং ধীরে ধীরে দিনের শেষের দিকের পিরিয়ডগুলির সময়সীমা ৩৫/৩০ মিনিট রাখা হয়। এসবই শিক্ষার্থীদের উদ্যম ও অবসাদ বিবেচনা করে করা হয়। তবে বিরতির পর গান, খেলাধূলা এসবের জন্য পরপর দুটো পিরিয়ড রাখা যেতে পারে।

- **বিরতি :** একটানা দীর্ঘক্ষণ পঠন-পাঠন চললে শিক্ষার্থীদের ক্লান্তি আসবেই। ফলে সময়তালিকাতে চার পিরিয়ডের পর আধঘন্টা বা চল্লিশ মিনিটের বিরতি বা মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা Mid-day meal রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে অনেক বিদ্যালয়ে দুই পিরিয়ডের পর একটি স্বল্পকালীন বিরতি (১০ - ১৫ মিনিটের) দেওয়া হয়।

- **ক্লান্তি :** শিক্ষার্থীদের বয়স, শরীর প্রভৃতির সঙ্গে ক্লান্তির একটা সম্পর্ক আছে। তবে শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়-ই ক্লান্তি উৎপাদন করে এমন নয় ঋতুভেদেও ক্লান্তির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সময়তালিকা রচনার সময় একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর বিষয়গুলি পরপর না দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

- **বিষয়-বৈচিত্র্য :** সময় তালিকা প্রণয়ন করার সময় বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত। অর্থাৎ সহজ ও কঠিন বিষয় পর পর রাখলে শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি আসে না। আবার একই বিষয়ের ব্যবধান যদি খুব বেশি দিনের হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। অর্থাৎ বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা মাথায় না রেখে সময়তালিকা তৈরি করলে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যেই অবসাদ দেখা দেবে, যা কখনোই কাম্য নয়।

- **ছুটি :** বিভিন্ন প্রকার ছুটি বাদে সম্ভাব্য মোট কার্য দিবসের সংখ্যা নির্ধারণ করে তবেই সময়সারণি তৈরি করতে হবে।

- **শিক্ষকদের কাজের সমবণ্টন :** সময়তালিকা তৈরির সময় সকল শিক্ষকের ক্লাসের যেন সমবণ্টন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ কোনো শিক্ষকের ওপর যেন অতিরিক্ত বোঝা না পড়ে সেদিকে প্রধান শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আবার উপযুক্ত শিক্ষক যেন তার যোগ্য কাজ পান সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার একই শ্রেণিতে পরপর ২-৩ পিরিয়ড একই শিক্ষক পাঠদান যাতে না করেন সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

সময় পত্রিকার মধ্যে শিক্ষার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ MID-DAY-MEAL BREAK

সময়তালিকা রচনার সময়ে শিক্ষার্থীদের নান্দনিক ও স্বাস্থ্যের বিকাশের বিষয়টি নজরে রাখতে হবে।

সময়তালিকা পরিকল্পনার সময়ে শারীরশিক্ষা ও খেলাধূলাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সময়তালিকায় স্থান না পেলেও, প্রাত্যহিক কর্মদিবসের অবসানে শিক্ষার্থীদের সর্বাপেক্ষা উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত — ''ছুটি''

- **নমনীয়তা :** প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রতিটি শ্রেণির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় তালিকা থাকে। তবে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ও ঋতুভেদে সময়তালিকাকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত পাঠ বা ইচ্ছামত পাঠের সুযোগ সময়তালিকায় দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে বিদ্যালয় প্রধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বিদ্যালয় প্রধান যদি ছাত্রদের সুবিধার্থে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মনে করেন, কোন নতুন উদ্ভাবনভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভালো ফল পাবেন তাহলে তিনি সময় তালিকাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন।

- **বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ ও বিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রদীপন :**

বিদ্যালয়ে কতগুলি শ্রেণিকক্ষ আছে, প্রতিটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা, বিদ্যালয়ের শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে সময়তালিকা নির্বাচন করা উচিত। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে যাতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারে সে কথা আগে থেকেই ভাবতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণিতে একই দিনে একই সময়ে যাতে খেলার ক্লাস, কম্পিউটার ক্লাস না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে।

সময়তালিকার গুরুত্ব

(1) সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করে।

(2) শিক্ষকদের কাজের সমবণ্টনকে মর্যাদা দেয়।

(3) প্রশাসনিক কাজে সহায়তা প্রদান করে।

(4) পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে।

(5) মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচনা করা হয় বলে আদর্শ সময়তালিকা বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে।

(6) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি গুণাবলির বিকাশ ঘটে সময়তালিকার মাধ্যমে, যেমন— শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা ইত্যাদি।

(7) বিষয়ের আনুপাতিক গুরুত্ব বজায় থাকে।

(8) উপযুক্ত সময়তালিকা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও বিচক্ষণতার উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি করে।

(9) সময়তালিকায় বিষয় স্থিরীকৃত থাকার ফলে শিক্ষক পরের দিনের বিষয় পরিকল্পনা করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে পারেন।

(10) শিক্ষক সময়তালিকা দেখেই যে কোনও সময় জানতে পারেন কোন শ্রেণিতে কখন তাকে পাঠদান করতে হবে।

সময়তালিকার অসুবিধা :

(১) একটি বিদ্যালয়ের সময়তালিকা রচনা করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য কাজ, যা মূলত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। বিশাল সিলেবাস, বাঁধাধরা সময়, অপ্রতুল শিক্ষক, অপরিণত পরিকাঠামো ইত্যাদির সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মনোবিজ্ঞান সম্মত সময়তালিকা তৈরি করা হলেও শিক্ষকদের একটা না একটা অভিযোগ থেকেই যায়।

(২) ছকে বাঁধা সময়তালিকা অনুসারে কাজ করার ফলে শ্রেণিপাঠ কিছুটা হলেও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

(৩) ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়তালিকাভিত্তিক একটার পর একটা ক্লাস এগিয়ে চলে ফলে ইচ্ছা না থাকলেও শিক্ষার্থীকে ঐ পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয় পড়তে হয়।

(৪) আবার কোন বিষয়ের Class চলাকালীন বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক মুহূর্তে হয়তো ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজে ওঠে ফলে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা না থাকলেও জোর করে পরবর্তী বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়।

(৫) পরবর্তী বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের মন প্রস্তুত করতে যে সময়ের দরকার সময়তালিকায় সে সুযোগ রাখা যায় না।

(৬) যথাসম্ভব চেষ্টা করেও কাজের ভার সবসময় সবক্ষেত্রে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয় না।

(৭) শিক্ষার্থীদের আগ্রহের বৈষম্য অস্বীকার করা যায় না।

(৮) সময়তালিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারোরই ইচ্ছা মত কাজ করার স্বাধীনতা থাকে না।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরামর্শদান/প্রতিকার

বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় সময়তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়তালিকা নিয়ে বারবার অভিযোগ শিক্ষকদের কাছ থেকে আসতেই থাকে। এর প্রতিকারের উপায় হিসাবে —

(1) প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে সময় তালিকা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।

(2) অভিযোগকারী শিক্ষকদের সাময়িকভাবে প্রতিকারের উপায় বা তাদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে বলতে পারেন।

(3) সময়তালিকা অনুসারে শিক্ষকরা পড়াবেন তাই তাদের অসুবিধার যৌক্তিকতা বিচার করে যেখানে আবশ্যক সেখানে প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিতে পারেন আলোচনা সাপেক্ষে।

(4) সময়তালিকাকে আরও মনোবিজ্ঞান সম্মত ও যুগোপযোগী কীভাবে করা যায় সেব্যাপারে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মতামত নিতে পারেন, যা পরবর্তীকালে তাকে সময় তালিকা তৈরিতে সাহায্য করবে।

(5) সময় তালিকা প্রণয়নের ভার মাঝে মাঝে শিক্ষকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া দরকার এতে অভিযোগ অনেক কম আসে।

কাজটির স্ব-মূল্যায়ন : সময়তালিকা তৈরি করার পর প্রধান শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারেন —

(1) সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে সময়তালিকায় কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা তা জানতে চাইতে পারেন।

(2) উপরিউক্ত ভুল ত্রুটিগুলিকে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

(3) সেগুলির সমাধানসূত্র লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এব্যাপারে তিনি শিক্ষকদের খোলা মনে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা দিতে পারেন।

(4) আরো উন্নত সময়তালিকা কীভাবে তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে নিজেকে নিয়ত ভাবনার স্তরে রাখতে হবে।

(5) অন্যের বিরুদ্ধ মতামতকেও সম্মান জানাতে হবে যদি তা উন্নত সময়তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

কার্যাবলি ১১ :

কেস স্টাডি সম্পাদন

ভূমিকা : কোনও ব্যক্তি, বিষয়, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায় Case Study-র মাধ্যমে। কোনও ব্যক্তি শিক্ষাগত, সামাজিক, মানসিক বা ব্যক্তিগত কোনও সমস্যায় পড়লে তাকে 'Case' বলা হয়। এই সমস্যা নিরাময়ের প্রচেষ্টাকে বলে 'Case Study', যে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করা হয় তার অতীত ইতিহাস, বর্তমান সমস্যার প্রকৃতি ও সমস্যাটি সমাধানের জন্য ভবিষ্যতে কি সুবিধা হতে পারে — ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করেই Case Study করা হয়।

শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই কেসস্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কোনও বিষয়কে গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে বিচার করার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

শিক্ষাবিদ জন ডিউই বলেন, মানুষের শিক্ষা দুটি ধারায় চলে। একটি ধারা, শিক্ষালয়ের শিক্ষা—এখানে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা চলতে থাকে। এই ধারাটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। অপর ধারাটি অলক্ষ্যে শিশু / শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে কাজ করে। এই দুই ধারার মধ্য দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা গড়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা বা অন্তদর্শন। অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থীর পক্ষে অন্তর্দৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, তার আচার-আচরণ, দৈহিক পরিবর্তন, কথা, কাজ, প্রভৃতিকে দেখে, তার বিভিন্ন পরিবর্তনের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে আঘাত করার কতক্ষণ পরে অনুভূতি জন্মায়, একসঙ্গে সে কতটা কাজে মনঃসংযোগ করতে পারে, পুনঃপুনঃ অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে শিক্ষার উন্নতি কি পরিমাণে সংঘটিত হয়, তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সমীক্ষায় জানা যায়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে কেসস্টাডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ শিশুকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, বিকাশ ধারা, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও শিশুর উপর তার প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সেগুলিকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যবহারিক ব্যবস্থাকেই শিশুর Case Study বলে।

উদ্দেশ্য:-

(1) শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যার কারণ নির্ধারণ করা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

(2) শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, শিক্ষার্থীদের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করে সংশোধনমূলক পাঠের ব্যবস্থা করা।

(3) বিদ্যালয়ে Case Study-র দ্বারা শিক্ষাগত পরামর্শ ও নির্দেশনা দান করা হয়।

(4) শিক্ষার্থীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে সহায়তা করা।

(5) ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে উন্নীত করা।

কাজের বিবরণ :- শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক গবেষণার জন্য কেসস্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নকরণ প্রভৃতি কৌশল নির্বাচন করা হয়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কেসস্টাডির জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যপঞ্জিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

(1) শিক্ষার্থীর সাধারণ বিবরণ :- **বালক / বালিকা**

শিক্ষার্থীর নাম : ঠিকানা :

শিক্ষার্থীর জন্মতারিখ :

বিদ্যালয়ের নাম :

বিদ্যালয়ে ভর্তির তারিখ:

শ্রেণিতে শিক্ষাগত মান :

বিদ্যালয়ে উপস্থিতি :

টীকাকরণের বিবরণ :

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য :

শিশুর ছবি

শিক্ষার্থীর পিতার নাম : বয়স :

পিতার শিক্ষা : পিতার জীবিকা :

পিতার স্বাস্থ্য : পিতার ব্যবহার / ব্যক্তিত্ব :

পিতার আয় : পিতার ঠিকানা :

মাতার নাম : বয়স :

মাতার শিক্ষা : মাতার জীবিকা :

মাতার স্বাস্থ্য : মাতার ব্যবহার / ব্যক্তিত্ব :

মাতার আয় : মাতার ঠিকানা :

শিশুটি পিতা-মাতার কততম :

ভাইবোনের সংখ্যা : বয়স :

টীকাকরণের বিবরণ : স্বাস্থ্য :

শিক্ষা :

পরিবারের লোক সংখ্যা : আয় করেন এমন সদস্য :

শিক্ষার্থীর পরিবেশ :

শিক্ষার্থীর পিতৃকুল :

শিক্ষার্থীর মাতৃকুল :

(2) শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত বিবরণী :-

(ক) দৈহিক বিবরণী সম্পর্কিত	পর্যবেক্ষণের তারিখ	অগ্রগতির বিবরণ	মূল্যায়ন ও মন্তব্য
i) দাঁত ii) উচ্চতা iii) ওজন iv) দৃষ্টিশক্তি v) শ্রবণশক্তি vi) সাধারণ স্বাস্থ্য (টীকাকরণ - এই সংক্রান্ত নমুনা সঙ্গে দেওয়া হলো। রোগ — জন্মগত — অর্জিত — রোগের কারণ — চিকিৎসা)			
(খ) স্নায়ুমণ্ডলী সম্পর্কিত	**পর্যবেক্ষণের তারিখ**	**অগ্রগতির বিবরণ**	**মূল্যায়ন ও মন্তব্য**
i) স্নায়ু সবল কিনা ii) স্নায়ুর গতি (Reflex) iii) মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়			
(গ) দক্ষতা পরিমাপক	**পর্যবেক্ষণের তারিখ**	**অগ্রগতির বিবরণ**	**মূল্যায়ন ও মন্তব্য**
i) কাজ করার দক্ষতা ii) সাহস iii) সক্রিয়তা			
(ঘ) প্রাক্ষোভিক আচরণ সম্পর্কিত	**পর্যবেক্ষণের তারিখ**	**অগ্রগতির বিবরণ**	**মূল্যায়ন ও মন্তব্য**
i) রাগ ii) আনন্দ			

(ঘ) প্রাক্ষোভিক আচরণ সম্পর্কিত	পর্যবেক্ষণের তারিখ	অগ্রগতির বিবরণ	মূল্যায়ন ও মন্তব্য
iii) ঘৃণা iv) আবেগ v) ভয় vi) আগ্রহ vii) ঈর্ষা viii) লোভ			
(ঙ) সামাজিক আচরণ সম্পর্কিত	**পর্যবেক্ষণের তারিখ**	**অগ্রগতির বিবরণ**	**মূল্যায়ন ও মন্তব্য**
i) সহমর্মিতা ii) সহানুভূতি iii) সাহায্য করার ইচ্ছা iv) অভিযোজন ক্ষমতা v) অপরের সঙ্গে ব্যবহার— অভিভাবক — শিক্ষক/শিক্ষিকা গুরুজন — বন্ধুবান্ধব — ভাই-বোন — vi) আক্রমণ ধর্মীতা —			
(চ) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আচরণ সম্পর্কিত	**পর্যবেক্ষণের তারিখ**	**অগ্রগতির বিবরণ**	**মূল্যায়ন ও মন্তব্য**
i) বিদ্যালয়ে — ii) বাড়িতে — iii) খেলার মাঠে —			

(ছ) অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আচরণ সম্পর্কিত	পর্যবেক্ষণের তারিখ	অগ্রগতির বিবরণ	মূল্যায়ন ও মন্তব্য
i) অনিয়ন্ত্রিত খেলায় — ii) একক ,, iii) দলবদ্ধ ,,			

গুরুত্ব :- বিশেষ কোনো শিক্ষার্থীর Case Study-র মাধ্যমে শিক্ষক জানতে পারেন তার বৈশিষ্ট্যগুলি কি, তার প্রকাশ ধারার প্রকৃতি, বিকাশের গুণগত মান ইত্যাদি। এ থেকে তিনি শিশুটির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক বিকাশের ধারা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।

(1) বিশেষ শিক্ষার্থীর বিকাশ ধারার স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজ, স্বাভাবিক ও অনায়াস করার ক্ষেত্রে Case Study-র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(2) একই বয়সের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিকাশ ধারায় দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি সাধারণ মাপকাঠি ঠিক করে নিয়ে শিক্ষাদান কর্মসূচিকে বিশদভাবে একটি নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালনা করতে পারবেন।

(3) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং অভিভাবককে সচেতন করা যায়।

(4) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, গুণগত বৈশিষ্ট্য, ত্রুটি ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

(5) শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা সহজ হয়।

(6) শিক্ষার্থীর বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

(7) শিক্ষার্থীর গৃহ ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় ফলে তাকে বুঝতে সুবিধা হয় এবং কুপরিবেশের প্রভাব মুক্ত করা যায়।

(8) শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ, খেলাধূলা, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদিতে অংশগ্রহণে বা দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা যায়।

(9) শিক্ষার পদ্ধতি প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যাবলি পরিচালনা করা সহজ হয়।

(10) অভিভাবকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে ওঠার ফলে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয় এবং অভিভাবকের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে ওঠে।

(11) শিক্ষার্থীর কোনোও অসঙ্গতিমূলক আচরণ থাকলে তার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করে প্রকৃত কারণ জেনে সঠিক প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়।

(12) বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির মূল্যায়ন করে গুণগত মান নির্ধারণের মাধ্যমে মান উন্নয়নে সঠিক পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

(13) শিক্ষার্থীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভবিষ্যৎ-এর নির্দেশ দেওয়া যায়।

(14) শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক এই পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(15) শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্পর্কীয় তথ্য পাওয়া যায়।

অসুবিধা ও প্রতিকার : (1) Case Study বিষয়টি জটিল ও সময় সাপেক্ষ। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য পৃথকভাবে Case Study সম্পন্ন করা বিদ্যালয় কার্যাবলির সীমিত সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় না।

শিক্ষক / শিক্ষিকা তাঁদের কার্যাবলির মধ্যে Case Study-র জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখতে পারেন, অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র অনুযায়ী Case Study-র সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

(2) অনেক সময় অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যাপারে Case Study-র গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, ফলে তাঁরা সহযোগিতা করেন না।

শিক্ষার এবং Case Study-র তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অভিভাবকদের বোঝাতে হবে। শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

(3) শিক্ষক / শিক্ষিকা বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা বা সঠিক জ্ঞানের অভাব। নিজের মধ্যে আলোচনা ও পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে এই অসুবিধা কাটিয়ে তোলা যায়।

(4) যিনি Case Study প্রস্তুত করবেন তিনি দক্ষ না হলে ব্যক্তিগত প্রভাবদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

শিক্ষক / শিক্ষিকা বা যিনি এই ক্ষেত্রে দক্ষ তাঁকেই দায়িত্ব দিতে হবে।

(5) Case Study করার পরে অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, ফলে সময়, অর্থ, সময়ের অপচয় হয়।

কোনও তথ্যকেই অবহেলা না করে, সংগৃহীত সকল তথ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে অভিভাবক ও চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মূল্যায়ন ও নির্দেশনা :- Case Study-র সাহায্যে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীটির চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহ করা যায়। এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক চরিত্র মূল্যায়ন করা যায়। তার দক্ষতা, বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে পারদর্শিতা যেমন জানা যায় তেমনি হীনমন্যতা, বিভিন্ন বদভ্যাস সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া যায়। এই তথ্যের সাহায্যে অভিজ্ঞ শিক্ষক/ শিক্ষিকা বা পরামর্শদাতা শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও বৃত্তিসংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে পারেন।

প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ কোনও ক্ষেত্রেও Case Study করার জন্য শিক্ষক / শিক্ষিকা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই সংক্রান্ত কিছু নমুনা ফর্ম এখানে দেওয়া হলো।

'খ' ফর্ম

শিশুর উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের পর্যবেক্ষণ

তারিখ ..... সময়ের পরিমাণ ..... কাজের ধরন ..... সঠিক মনোযোগের ধরন .....

	(ক) গভীর .....
	(খ) তত গভীর নয় .....
	(গ) উদাসীন .....
(২) কাজ করার ধরন	(ক) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় করে .....
	(খ) নিজের চেষ্টায় আরম্ভ করে কিন্তু শেষ করতে পারে না .....
	(গ) বললে কাজ করে .....
	(ঘ) মোটেই কাজ করে না .....
(৩) সহযোগিতা করে	(ক) স্ব-ইচ্ছায় .....
	(খ) অনুরোধ করলেই শুধু
	(গ) কখনও না .....
(৪) অপরের সাহায্য চায়	(ক) প্রয়োজনে .....
	(খ) যখন বলা হয় .....
	(গ) কখনও না .....
(৫) অপরের কাজে বাধা সৃষ্টি করে	(ক) বহুবার .....
	(খ) কয়েকবার .....
	(গ) কখনও না .....
(৬) কাজে উৎসাহ	(ক) গভীর .....
	(খ) তেমন গভীর নয় .....
	(গ) উৎসাহহীন .....
(৭) নৈপুণ্য	(ক) উত্তম .....
	(খ) তেমন ভালো নয় .....
	(গ) ক্ষীণ .....

'গ' ফরম

খেলার সময় পর্যবেক্ষণ

তাং ..... সময় ..... স্থান ..... খেলার ধরন.....

(১) শারীরিক নৈপুণ্য .....
- (ক) উত্তম .....
- (খ) তেমন ভালো নয় .....
- (গ) মাঝারি .....

(২) মানসিক সতর্কতা .....
- (ক) গভীর .....
- (খ) তেমন গভীর নয় .....
- (গ) অগভীর .....

(৩) খেলার প্রতি আগ্রহ .....
- (ক) গভীর .....
- (খ) তেমন গভীর নয় .....
- (গ) আগ্রহহীন .....

(৪) দলগত উৎসাহ বা মনোভাব .....
- (ক) দলের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখে .....
- (খ) অপরের উপর আধিপত্য করে .....
- (গ) অপরের সঙ্গে ঝগড়া করে .....
- (ঘ) অন্যান্যদের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে .....

(৫) নৈতিক দিক .....
- (ক) খেলার নিয়ম মেনে চলে .....
- (খ) খেলার প্রতারণা অথবা অসৎ ব্যবহার করে .....

'ঘ' ফরম

শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণা (শিক্ষার্থীর নিজের কথায় লিখুন)

(১) বড় হলে কি হতে চায় .....

(২) স্বাধীন বা মুক্ত অবস্থায় সাধারণত কি করতে চায় .....

(৩) সে মনে করে যে সে ভালো এবং ভালো করে করতে পারে :

(ক) বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজ .....

(খ) সহপাঠ্য সংক্রান্ত কাজ .....

(কাজগুলি উল্লেখ করুন)

(৪) সে মনে করে যে সে ভালো নয় :

(ক) বিদ্যালয়ের পাঠ্য সংক্রান্ত কাজ .....

(খ) সহপাঠ্য সংক্রান্ত কাজ .....

(৫) সে মনে করে যে :

(ক) বাবা-মা তাকে ভালোবাসেন/ভালোবাসেন না

(খ) পরিবারের অন্যান্য সকলে তাকে ভালোবাসেন/ভালোবাসেন না

(গ) শিক্ষকগণ তাকে ভালোবাসেন/ভালোবাসেন না

(ঘ) অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাকে ভালোবাসে/ভালোবাসে না

(৬) সে মনে করে যে সে ভবিষ্যতে ভালো করবে :

(ক) বিদ্যালয়ের পাঠ্যসংক্রান্ত কাজ .....

(খ) সহপাঠ্যসংক্রান্ত কাজ .....

(গ) পারিবারিক জীবনে .....

(ঘ) সামাজিক জীবনে .....

(৭) শিশুর থেকে বড়ো ভাইবোনের সংখ্যা লিখুন .....

(৮) শিশুর থেকে বয়সে ছোটো ভাইবোনদের সংখ্যা লিখুন .....

(৯) ভাইবোনের মোট সংখ্যা : ..... জীবিত ..... মৃত .....

সঠিক মন্তব্যে টিক দিন

(১০)গৃহের অবস্থা	(ক) উত্তম .....
	(খ) তেমন ভালো নয় ....
	(গ) খারাপ ....
(১১)অর্থনৈতিক অবস্থা	(ক) সন্তোষজনক .....
	(খ) সন্তোষজনক নয় .....
	(গ) খুবই খারাপ .....
(১২)শিশুর পারিবারিক	(ক) ভালো .....
ও সামাজিক জীবন	(খ) সন্তোষজনক .....
	(গ) খারাপ .....
	(ঘ) শিশুর বিকাশের পরিপন্থী .....

'ঙ' ফরম

শিশুর সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

সঠিক মন্তব্যে টিক চিহ্ন দিন

(১) শারীরিক গঠন .....
- (ক) খুব ভালো .....
- (খ) মাঝারি .....
- (গ) কৃশ .....
- (ঘ) শারীরিক ত্রুটি জন্ম থেকে :
  - অসুস্থতার জন্য .....
  - আঘাত পাওয়ার জন্য .....

(২) দৃষ্টি শক্তি .....
- (ক) উত্তম .....
- (খ) তেমন ভালো নয় .....
- (গ) ক্ষীণ .....

(৩) শ্রবণ শক্তি .....
- (ক) উত্তম .....
- (খ) তেমন ভালো নয় .....
- (গ) ক্ষীণ .....

(৪) বাক্‌শক্তি .....
- (ক) উত্তম .....
- (খ) তেমন ভালো নয় .....
- (গ) ক্ষীণ

(৫) স্বাভাবিক স্বাস্থ্য .....
- (ক) অসুখে ভোগে না .....
- (খ) অল্প অসুখেই ভোগে .....
- (গ) খুবই অসুস্থ বা দুর্বল .....

(৬) আগের কোনো গুরুতর অসুখ .....
(গুটি বসন্ত, টাইফয়েড, টিবি, কলেরা ইত্যাদি)

(৭) আগের কোনো গুরুতর আঘাত .....
- (ক) মস্তকে .....
- (খ) বুকে .....
- (গ) হাতে .....
- (ঘ) পিঠে .....
- (ঙ) শরীরের অন্য কোন জায়গায় .....

(৮) পিতা .....
- (ক) জীবিত .....
- (খ) মৃত .....
- (গ) শিশুর দ্বিতীয় পিতা .....

(৯) মাতা ..... (ক) জীবিত .....

(খ) মৃত .....

(গ) বিমাতা .....

(শ্রেণিতে পঠন-পাঠনকালে শিশুকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে এ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)

(১) বিদ্যালয়ের নাম .....

(২) শিশুর নাম .....

(৩) বয়স ..... লিঙ্গ .....

(৪) শ্রেণি ..... বিভাগ ..... ক্রমিক সংখ্যা .....

তারিখ ..... সময়ের পরিমাণ ..... বিষয় .....।

শ্রেণি পরিচালনাকাল পর্যবেক্ষণ

সময় অনুযায়ী কাজ	০-৫ মি.	৫-১০ মি.	১০-১৫ মি.	১৫-২০ মি.	২০-২৫ মি.	২৫-৩০ মি.	৩০-৩৫ মি.	৩৫-৪০ মি.
১. শিক্ষকের কথা শোনে								
২. অন্যান্য শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ইত্যাদি শোনে								
৩. শিক্ষার্থী নিজে প্রশ্ন করে উত্তর দেয় ইত্যাদি								
৪. আরও ভালো করে জানার জন্য অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে								
৫. উদাসীনতা দেখায়, ঘুমায়, বাইরে তাকিয়ে থাকে ইত্যাদি								
৬. পাশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠ বহির্ভূত কথা বলে								
৭. অসুস্থতা বা অন্যান্য কারণে শ্রেণিতে গোলমাল কিংবা বিরক্ত করে								
৮. ক্লাস-ওয়ার্ক বা নির্দেশিত প্রদত্ত কাজ করে								
৯. অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাজ লক্ষ করে								

প্রতি পাঁচ মিনিট ধরে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ করুন—

(১) পুরো পাঁচ মিনিট কাজে লিপ্ত থাকলে ক দিন।

(২) ২মিনিটের উপর কাজে লিপ্ত থাকলে খ দিন।

(৩) ১-২ মিনিটের কম কাজে লিপ্ত থাকলে গ দিন।

(৪) ১ মিনিটের কম কাজে লিপ্ত থাকলে ঘ দিন।

(৫) কাজে একেবারেই লিপ্ত না থাকলে ঙ দিন।

শিশুর প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি ঘরে শিশু সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব তথ্য লিখুন।

Immunization & Health Record

Name : .....

Date of Birth : ..... Time of Birth : ..... Sex : .....

Name of the Mother : .....

Name of the Father : .....

Address : .....

Delivery : Normal / Vacuum / Forceps / Caesarean

Neonatal Status : .....

Birth Weight : ..... Length : ..... Head circumference : ..... Blood group : .....

Remark : .....

.....

IMMUNIZATION RECORD

AGE	VACCINE	DUE ON	GIVEN ON	BATCH	WEIGHT	LENGTH	HEAD CIM.
At Birth	BCG						
	OPV_0						
	Hepatitis B_1						
6 weeks	OPV_1 * / OPV_1 + IPV_1						
	$DTwP_1$ / $DTaP_1$						
	HIB_1						
	Hepatitis B_2						
	Pneumococcal Conjugate Vaccine$_1$						
	Rotavirus$_1$ ÷						
10 weeks	OPV_2 / OPV_2 + IPV_2						
	$DTwP_2$ / $DTaP_2$						
	HIB_2						
	Pneumococcal Conjugate$_2$						
	Rotavirus$_2$						
14 weeks	OPV_3 / OPV_3 + IPV_3						
	$DTwP_3$ / $DTaP_3$						
	HIB_3						
	Hepatitis B_3 **						
	Pneumococcal Conjugate Vaccine$_3$						
9 month	Measles						
15 months to 18 months	OPV_4 / OPV_4 + IPV_4						
	$DTwP_1B_1$ / $DTaPB_1$						
	$HIB\ B_1$						
	MMR_1 ✠						
	Pneumococcal Conjugate Vaccine B_4						
⩾ 15 months of age	Varicella #						
⩾ 18 months of age	Hepatitis A^						
2 Years	Typhoid♣						
5 Years	OPV_5						
	$DTwP_1B_2$ / $DTaPB_2$						
	MMR_2 $						
10 Years	Tdap / Td§						
	HPV•						
OTHERS							

* OPV alone if IPV cannot be given
** The third dose of Hepatitis B can be given at 6 months
✠ The second dose of MMR vaccine can be given at any time 4-8 weeks after the first dose
\# < 13 years of age : 1 dose : ⩾ 13 year of age : 2 doses at 4-8 weeks interval
^ 2 doses at 6 months interval
♣ Revaccination every 3 years
$ The second dose of MMR vaccine can be given at any time 4-8 weeks after the first dose
§ Tdap preferred to Td followed by respeat Td every month
• Only females, three doses at 0, 1-2, and 6 months
÷ Rotavirus vaccine (2/3 doses (depending on brand) at 4-8 weeks interval)

কার্যাবলি : ১৩

ড্রিল প্রদর্শন

[Drill Display]

ভূমিকা : যে-কোনও সাফল্য নির্ভর করে শৃঙ্খলাবোধের ওপর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জীবনের সুষ্ঠু এগিয়ে চলা নির্ভর করে শৃঙ্খলার সাথে। জন্ম থেকে মৃত্যু মানবজীবন প্রকৃতির শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। পরিবার-বিদ্যালয়-পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্র প্রতিটির নিজস্ব কিছু শৃঙ্খলা মূল্য (Code of discipline) আছে। শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করা দরকার। কারণ শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে দিয়েই শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ভিত গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যালয় কার্যাবলিতে খেলাধূলা বিশেষত নিয়মিত ড্রিল অভ্যাসের ব্যবস্থা রাখা উচিত। নিয়মিত ড্রিল অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে সহজেই শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলা যায় এবং সেইসঙ্গে গড়ে ওঠে কতর্ব্যপরায়ণতা, আত্মসম্মান, একাত্মবোধ, সহমর্মিতা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমতা। এছাড়া শারীরিক পটুত্ব বৃদ্ধি পায়।

উদ্দেশ্য :

(1) ড্রিল এক ধরনের সুসমন্বয়িত সুসংবদ্ধ শারীরিক ব্যায়াম হওয়ায় এর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট কোনও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(2) সমবেতভাবে কাজকর্ম ও চলাফেরা করার প্রবণতা গড়ে তোলা।

(3) শারীরিক দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

(4) দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা।

(5) শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তাদের নির্দেশ মান্য করতে শেখা।

(6) আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম, তৎপরতা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।

(7) সহশিক্ষার্থী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি একাত্মতা গড়ে তোলা।

(8) সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলা।

(9) নেতৃত্বদানের মানসিকতা গড়ে তোলা।

পরিকল্পনা :

(1) Drill Display-র স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো ঘাস যুক্ত মাঠ এর জন্য আদর্শ স্থান।

(2) বিদ্যালয় কার্যাবলিতে দৈনন্দিন সময় তালিকায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট Period রাখতে হবে।

(3) শিক্ষক/ শিক্ষিকা স্থির করে নেবেন স্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত হতে পারে।

(4) শিক্ষার্থীর পরিণমন ও বয়স অনুসারে স্থির করতে হবে ড্রিল অভ্যাসের ধরন।

(5) ড্রিল অভ্যাসের উপযুক্ত পোশাক, জুতো ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

কার্যাবলির বিবরণ : উপযুক্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রথমে উপযুক্ত নির্দেশ দেবেন। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ড্রিল অভ্যাস করানো যেতে পারে।

(1) ডামবেল ড্রিল :

ডামবেলের আকৃতি : দু-পাশ গোল এবং মাঝখানে ধরার জন্য সরু দণ্ড বা হাতল থাকে।

ওজন : ডামবেল ড্রিলে সাধারণত যে ডামবেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার ওজন 400-450 গ্রামের মত হয়। কিন্তু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি ডামবেলের ওজন 300 গ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়।

উপাদান : সাধারণত কাঠের তৈরি হয়।

ডামবেল ড্রিল অভ্যাস শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এর মধ্যে দিয়ে পেশি বিশেষত হাতের পেশি সুগঠিত হয় এবং নির্দিষ্ট তালে হয় বলে ছন্দবোধ গড়ে ওঠে।

(2) ইন্ডিয়ান ক্লাবস ড্রিল : ইন্ডিয়ান ক্লাবস অর্থাৎ কাঠের মুগুর। দু-হাতে দুটি একই ওজনের মুগুর নিয়ে ব্যায়াম করলে সহজেই হাতের মাংসপেশিগুলো শক্তিশালী ও সুঠাম হয়। অভ্যাসের সময় মুগুরের সরু দিকটা হাতে ধরা হয়, যা সাধারণত 4 ইঞ্চির মতো লম্বা হয় এবং মোটা দিকটা ওপরের দিকে রাখা হয়। একে কখনও কখনও 'জুড়ি'ও বলা হয়।

আকৃতি : নিচের দিকটা সরু ক্রমশ ওপর দিকটা চওড়া মুগুরের মতো দেখতে। লম্বায় 12-16 ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে।

ওজন : বড়োদের ক্ষেত্রে 675-725 গ্রাম এবং ছোটদের ক্ষেত্রে 275-325 গ্রাম।

উপাদান : কাঠ

(3) লেজিম ড্রিল : লেজিম এক ধরনের ছন্দময় স্বদেশী ব্যায়াম। 1982 সালে দিল্লির নবম এশিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা প্রথম লেজিম ড্রিল বা লেজিম নৃত্য করে দেখায়। লেজিম ড্রিল করার সময় এক হাতে কাঠের হ্যান্ডেল ও অন্য হাতে চেনের মাঝের ছোটো দণ্ডগুলি ধরা হয়।

আকৃতি : সাধারণত 15-18 ইঞ্চি লম্বা হয় এবং কাঠের বড়ো হ্যান্ডেল থাকে। লম্বা লোহার চেনের ঠিক মাঝে 6 ইঞ্চি পাতলা একটি লোহার বা কাঠের দণ্ড থাকে। সেই চেনের সঙ্গে টিনের ছোটো ছোটো অনেকগুলো গোল চাকতি লাগানো থাকে। এই চাকতিগুলোই তালে তালে ছন্দময় ধ্বনি সৃষ্টি করে।

ওজন : 500-900 গ্রাম

উপাদান : কাঠ এবং লোহা

(4) পোল ড্রিল : ডামবেল, ইন্ডিয়ান ক্লাবস, ওয়ার্ল্ড, লেজিম ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে ড্রিলের সময় প্রত্যেকে নিজের নিজের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়াম করে। পোল ড্রিলের সময় একই পোলকে একইসঙ্গে অনেকে ব্যবহার করে। এই ড্রিলের মাধ্যমে একঘেয়েমি দূর হয়, মনোবল সুদৃঢ় হয়, দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এই ড্রিলের সময় শিক্ষার্থীদের 4-6 জনের এক একটি

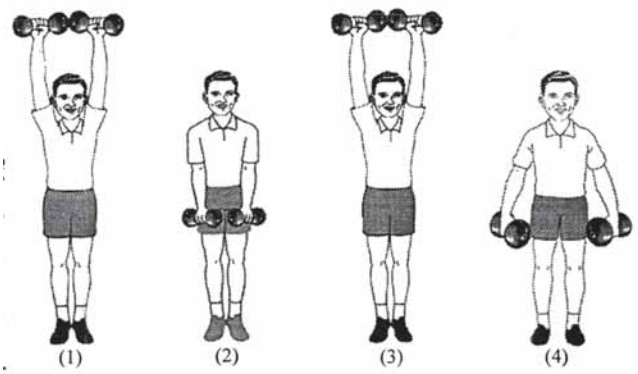

দলে ভাগ করে নিতে হয়।

ড্রিল বিভিন্ন প্রকারের হয়। এর মধ্যে ডামবেল ড্রিল আমরা প্রদর্শন করছি।

ডামবেল ড্রিল সম্পর্কিত বিভিন্ন কমান্ড বা আদেশ

ডামবেল ড্রিলের ক্ষেত্রে পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হলো —

(1) ডামবেল মাটিতে রেখে আরাম অবস্থায় দাঁড়ানো : ডামবেল মাটিতে রেখে আরাম অবস্থায় দাঁড়ানোর জন্য যে কমান্ড বা আদেশ দেওয়া হয়, তা হল — 'শ্রেণি আরাম'।

আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে পা দুটিকে 12-15 ইঞ্চি ফাঁক করতে হবে এবং ডামবেল দুটি বাম ও ডান পায়ের দু-পাশে মাটিতে রেখে আরাম অবস্থানে দাঁড়াতে হবে।

(2) ডামবেল মাটি থেকে হাত দিয়ে তোলা : ডামবেল মাটি থেকে হাত দিয়ে তোলার জন্য প্রথম যে কমান্ড বা আদেশ দেওয়া হয়, তা হল — ''শ্রেণি সোজা হও''। আদেশটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হও অবস্থানে দাঁড়াতে হবে।

এবার দ্বিতীয় যে কমান্ড বা আদেশ দেওয়া হবে তা হল ''ডামবেল তোলা''।

আদেশটি পাওয়ার পর প্রথমে কোমর পর্যন্ত নীচের অংশে সোজা উপরের অংশকে সামনে ঝুঁকিয়ে ডামবেল দুটিকে হাত দিয়ে ধরতে হবে। ডামবেল দুটি দু-হাতে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

একের ব্যায়াম : উপর-নীচে ঠোকা

(1) গোড়ালি তুলে ডামবেল দুটিকে মাথার উপরে নিয়ে গিয়ে ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকা লাগাতে হবে। ওই সময় অনুশীলনকারীর হাতের তালুও দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে।

(2) গোড়ালি নামিয়ে ডামবেল দুটিকে উরুর সামনে এনে দুটি ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকা লাগাতে হবে। ওই সময় অনুশীলনকারীর কনুই দুটি সোজা থাকবে।

(3) সংখ্যা 1-এর অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

(4) ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থানে আসতে হবে।

দুইয়ের ব্যায়াম : কোমর ঝুঁকে

(1) গোড়ালি তুলে ডামবেল দুটি মাথার উপরে নিয়ে গিয়ে ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকা লাগাতে হবে। ওই সময় অনুশীলনকারীর হাতের তালু ও দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে।

(2) হাঁটু না ভেঙে কোমর থেকে দেহের ওপরের অংশকে সামনে নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে পায়ের সামনে ডামবেল দুটির গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকা লাগাতে হবে।

(3) সংখ্যা 1-এর ন্যায় হবে।

(4) ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থান হবে।

তিনের ব্যায়াম : বাঁয়ে ডাইনে ঠোকা

(1) বাঁ দিকে ঘুরে বাম পা সামনে নিয়ে গিয়ে হাত দুটি উপরে তুলে মাথার উপর ডামবেল দুটির গোলাকার বলের মতো প্রান্ত-এ ঠোকা লাগাতে হবে।

সংখ্যা 1-এর অবস্থান থেকে হাঁটু না ভেঙে কোমর ঝুঁকিয়ে ডামবেল দুটিকে বাম পায়ের পাতার সামনে নিয়ে গিয়ে ওইগুলির গোলাকার বলের মতো প্রান্তে ঠোকা লাগাতে হবে।

সংখ্যা 1-এর মতো অবস্থানে ফিরে আসতে হবে। ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

(2) ব্যায়াম শুরুর অবস্থান থেকে ডানদিকে ঘুরে ডান পা কে সামনে নিয়ে গিয়ে 1 সংখ্যা ব্যায়ামের কার্যক্রম অনুযায়ী সম্পন্ন করে ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

চারের ব্যায়াম : আগে পিছে ঠোকা

(1) গোড়ালি মাটি থেকে ডামবেল দুটিকে বুকের সামনে নিয়ে গিয়ে ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে ঠোকা লাগাতে হবে। ওই সময় হাত দুটি সোজা ভূমির সমান্তরাল কাঁধের লাইনে নিয়ে তালু দুটি নীচের দিকে রেখে গোড়ালি তুলতে হবে।

(2) গোড়ালি মাটিতে নামিয়ে ডামবেল দুটিকে দেহের পিছনে নিয়ে গিয়ে ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে ঠোকা লাগাতে হবে। ওই সময় কনুই দুটি সোজা থাকবে এবং দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে।

(3) সংখ্যা 1-এর অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

(4) ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থান ফিরে আসতে হবে।

পাঁচের ব্যায়াম :

(1) বাঁ পা সামনের দিকে নিয়ে হাঁটু ভেঙে দু-হাত উপরে তুলে মাথার উপর ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে ঠোকা লাগাতে হবে।

সংখ্যা 1-এর অবস্থান থেকে কোমর ভেঙে দেহের ওপরের অংশকে সামনে ঝুঁকিয়ে ডামবেল দুটিকে বাম পায়ের পাতার সামনে এসে দুটি ডামবেলের গোলাকার বলের মতো প্রান্ত দুটিকে ঠোকা লাগাতে হবে। এই সময় দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে।

সংখ্যা 1-এর মতো অবস্থানে ফিরে আসতে হবে। ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

(2) ব্যায়াম শুরুর অবস্থান থেকে ডান পাকে সামনের দিকে এনে 1 সংখ্যা ব্যায়ামের কার্যক্রম অনুযায়ী ব্যায়াম শুরুর সময়কার অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।

আকৃতি : হালকা ফাঁপা পাইপের মতো। সাধারণত পোল 3.66 মিটার (12 ফুট) লম্বা ও 12 সেমি ব্যাসের হয়।

ওজন : ওজন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সাধারণত 10-20 কেজি হয়।

উপাদান : কাঠ, বাঁশ বা অন্য জাতীয় (পলিথিন)

(5) ওয়ার্ল্ড ড্রিল : ওয়ার্ল্ড হলো এক ধরনের হালকা সরঞ্জাম যা নিয়ে ব্যায়াম করা হয়। কাঠের তৈরি ওয়ার্ল্ড সাধারণত $2\frac{1}{2}$ -3 ফুট লম্বা ও পরিধিতে $2\text{-}\frac{1}{2}$ -3 ইঞ্চির মত হয়।

ড্রিল অভ্যাস শিক্ষণ নির্দেশ :

(1) প্রত্যেক শিক্ষার্থী একই রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে উচ্চতা অনুযায়ী সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াবে।

(2) কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা অথবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কোনও দলনেতা ড্রিল অভ্যাস পরিচালনা করবেন।

(3) ড্রিল অভ্যাসের বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে হবে এবং প্রথমে শিক্ষক/শিক্ষিকা অভি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করে দেবেন।

(4) শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতিটি নির্দেশ স্পষ্ট, নির্ভুল, পর্যাপ্ত শ্রবণ উপযোগী হবে।

(5) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সজাগ থেকে নির্দেশ পালন করতে হবে।

(6) নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ভঙ্গিমাগুলি ঠিক ঠিক পালন করছে কিনা লক্ষ রাখতে হবে।

(7) নির্দেশের জন্য বাঁশি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(8) ড্রিল সংগঠিত করার প্রথম কাজ হচ্ছে মাঠে গিয়ে লম্বা বাঁশি বাজিয়ে সব শিক্ষার্থীকে ডেকে নিতে হবে।

(9) 'সাবধান', 'বিশ্রাম', 'আরাম সে' — ইত্যাদি নির্দেশগুলি সঠিক সময় দিতে হবে।

(10) ড্রিল অভ্যাসের সময় শিক্ষার্থীরা পরস্পর কথা বলবে না।

গুরুত্ব :

(1) দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক ব্যায়াম হওয়ার ফলে শরীর সুস্থ সবল হয়, শারীরিক দক্ষতার বিকাশ হয়।

(2) শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রবণতা অর্জন করে।

(3) নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে।

(4) নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের অভ্যাস গঠন হয়।

(5) শারীরিক দিক থেকে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে।

(6) Unity এবং Uniformity গড়ে ওঠে।

(7) সারিবদ্ধভাবে একই রকম পোশাক পরিধান করে, এই নির্দেশের তালে অভ্যাস করতে করতে ছন্দ, তাল ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ হয়।

অসুবিধা ও প্রতিকার :

(1) বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষত শহরাঞ্চলে উপযুক্ত মাঠ, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা খোলা জায়গার অভাব। বিদ্যালয় সংলগ্ন কোনও খোলা জায়গা বা মাঠ থাকলে সেখানে অভ্যাস করানো যেতে পারে। অবশ্যই সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।

(2) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাব। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

(3) সকল শিক্ষার্থী, বিশেষত দৈহিক অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে ড্রিল অভ্যাস উপভোগ করতে পারে বা শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশের সঙ্গে ড্রাম ইত্যাদি বাজাতে পারে।

(4) অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ বা উপকরণের ব্যবস্থা করতে অভিভাবকরা রাজি হন না। কখনও আর্থিক কারণে অথবা কখনও অজ্ঞতার জন্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অভিভাবক আলোচনার মাধ্যমে এই অসুবিধা দূর করতে উদ্যোগী হতে পারেন।

কার্যাবলি : ১৪

বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ভূমিকা : বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার অন্যতম একটি বিষয় হল ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড। বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একটি খেলার মাঠ থাকা খুবই প্রয়োজন। ভালো খেলার মাঠ থাকলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে পারে, শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশে বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

খেলার মাঠকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার তা না হলে মাঠটি খেলাধূলা করার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। এজন্য মাঠের চারপাশে উপযুক্ত প্রাচীরের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে মাঠটিকে একটু উঁচু করতে হবে এবং মাঠের চারপাশে পরিখা খনন করতে হবে যাতে বৃষ্টির জল সহজে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে পারে। এছাড়া মাঠের সংস্কারসাধন, যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ, ঘাস ছাঁটাই ও ঘাস রোপণ, মাঠকে সমতল রাখা, মাঠের তত্ত্বাবধান করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের খেলাধূলায় অংশগ্রহণের জন্য ট্র্যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোনো বিদ্যালয়ে যদি একটি আদর্শ ট্র্যাক থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাথলেটিক্সের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের কলাকৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। সাধারণত দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে খেলার মধ্যেই অ্যাথলেটিক্সের ইভেন্টগুলি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই ইভেন্টগুলি ট্র্যাকে অনুশীলন করলে বিভিন্ন ইভেন্ট আরও ভালোভাবে অনুশীলন করা যায়। ট্র্যাকের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ভীষণ জরুরি। ট্র্যাকের মধ্যে যাতে পাথর, কাচভাঙা, কাগজ ও পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে সেজন্য ট্র্যাক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ট্র্যাক যাতে সমতল থাকে, ট্র্যাকে কোনো গর্ত না থাকে এবং সৌন্দর্য বজায় থাকে, সঠিক ও স্পষ্ট লাইন ও চিহ্ন থাকে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দেশ্য :

(1) শ্রেণিশিক্ষার দৈনন্দিন একঘেয়েমি দূর করা।

(2) মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

(3) সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

(4) শিক্ষক/শিক্ষিকা, বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব, অভিভাবক, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী—সকলের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

(5) অঙ্গ সঞ্চালন, শরীর চর্চার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা।

(6) খেলাধূলা - চঞ্চলতা ইত্যাদি শিশুর স্বাভাবিক চাহিদাগুলি পূরণ করা।

(7) বিদ্যালয় কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত সকলের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা।

(8) বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর একাত্মবোধ জাগ্রত করা।

(9) অনাবিল আনন্দলাভে সহায়তা করা।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ও প্রতিযোগিতা বিষয়গুলি মূলত মানুষের মৌলিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যথা — হাঁটা, লাফানো, দৌড়ানো, ছোড়া ইত্যাদি। আধুনিক অলিম্পিকেও প্রধান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হলো ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড।

নিয়মাবলি : ট্র্যাক ও ফিল্ডের সমস্ত প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশান ফর অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের (IAAF) আইন মতে অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতার সময় বুকে ও পিঠে দুটি একই নম্বর লাগাতে হবে এবং সমস্ত

প্রতিযোগীকে পোশাক পরতে হবে। সেসব প্রতিযোগীকে নির্দিষ্ট লেনে দৌড়াতে হবে। কোনো প্রতিযোগী ফিল্ড ইভেন্টে সুযোগ নেওয়ার জন্য যদি অহেতুক দেরি করে তবে তার এই সুযোগ বাতিল বলে গণ্য করা হবে। দ্বিতীয়বার একই রকম আচরণ করলে তাকে এই প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে। একটি সমান মাপের ট্র্যাক 400 মিটার লম্বা ও চাওড়ায় 7.32 মিটার-এর কম হবে না। 400 মি. পর্যন্ত সমস্ত রেখেই স্টার্টিং ব্লক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। হার্ডলস দৌড়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের অবশ্যই হার্ডলসের উপর দিয়ে যেতে হবে।

ট্র্যাক ও ফিল্ডের প্রতিযোগিতা : ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয়, সেগুলি হলো বিভিন্ন দূরত্বের রানিং ইভেন্ট, লং জাম্প, হাই জাম্প, রিলে রেস, শটপাট, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভেলিন থ্রো ইত্যাদি। মূলত অ্যাথলেটিক্সকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — (ক) ট্র্যাক ইভেন্ট এবং (খ) ফিল্ড ইভেন্ট।

ট্র্যাক ইভেন্ট : দৌড়ের জন্য নির্দিষ্ট পথ বা ট্র্যাকের ব্যবহার করা হয় যে খেলায় তাকে 'ট্র্যাক ইভেন্ট' বলা হয়।

অন্যভাবে বললে, যে ইভেন্টগুলি ট্র্যাকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাদের ট্র্যাক ইভেন্ট বলে, যেমন — দৌড় প্রতিযোগিতা (100 মি., 200 মি., 400 মি., 1500 মি., 3000 মি., 5000 মি., 10,000 মিটার দৌড়), হার্ডলসও রিলে দৌড়।

ফিল্ড ইভেন্ট : যেসব ইভেন্ট ফিল্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাদের ফিল্ড ইভেন্ট বলে। যেমন— হাই-জাম্প, লং-জাম্প, ট্রিপল জাম্প, পোলভল্ট, শটপাট, ডিসকাস, জ্যাভেলিন, হামার থ্রো ইত্যাদি।

আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি হলো — রানিং ইভেন্ট, লং-জাম্প, এবং হাই-জাম্প, ট্র্যাক ইভেন্টগুলির মধ্যে অন্যতম হলো রানিং 100 মি.-200 মি. এবং 400 মিটার, দৌড়কে স্প্রিন্ট বলে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগীকে শুরু থেকে শেষ অবধি পূর্ণ বেগে দৌড়াতে হয়। স্বল্প, মাঝারী, দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় হার্ডলস এবং রিলে এগুলিতে ভালো ফল করার জন্য প্রতিযোগীকে প্রথম থেকে শেষ অবধি কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়।

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টের নিয়মাবলি : ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টগুলিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন —

(ক) যেকোনো প্রতিযোগী খালি পায়ে বা জুতো পরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

(খ) ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টগুলির প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) হাই জাম্প ও পোলভল্ট ছাড়া অন্য সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই দুটি নম্বর, একটি পিঠে অন্যটি বুকে লাগাতে হবে।

(ঘ) প্রতিযোগিতার দূরত্ব বা উচ্চতা মাপার জন্য স্টিল টেপ ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) দৌড়ানোর সময় প্রতিযোগীকে অবশ্যই নিজ নিজ ট্র্যাকে দৌড়াতে হবে।

(চ) দৌড় শুরু করার সময় স্টার্টিং লাইন স্পর্শ করা যাবে না।

(ছ) প্রতিযোগীকে অবশ্যই ফিল্ড ইভেন্টের সময় হাজিরা দিতে হবে।

(জ) কোনো প্রতিযোগী ড্রাগ জাতীয় ঔষধ সেবন করলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সংগঠন :

বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যাবলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সংগঠন।

কর্মসূচি:

(ক) উদ্বোধনী সংগীত

(খ) মার্চিং ও অভিবাদন গ্রহণ

(গ) শপথ গ্রহণ

(ঘ) খালি হাতে ব্যায়াম

(ঙ) ড্রিল

(চ) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

(ছ) সমাপ্তি অনুষ্ঠান

এই প্রতিযোগিতার জন্য Events গুলিকে নির্বাচিত করতে হবে এবং Events নির্বাচন করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা মনে রাখা হবে। এছাড়া প্রতিযোগিতায় খালি হাতে ব্যায়াম এবং ড্রিল করা হয়।

(1) ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত করতে হবে।

(2) প্রতিযোগীর সংখ্যা নির্ধারিত করতে হবে।

(3) পরিচালক ও স্বেচ্ছাসেবক থাকতে হবে।

Events গুলির বিন্যাস :

(1) Track (দৌড়), Field (শটপাট) একসঙ্গে পরিচালনা করতে হবে।

(2) অনেক সময় একই প্রতিযোগী Track এবং Field event-এ অংশগ্রহণ করতে পারে — একথা মনে রাখতে হবে।

(3) Events গুলি পরিচালনার জন্য সঠিকভাবে সময় নির্ধারিত করতে হবে।

ড্রিল

ট্র্যাক ইভেন্টস : আমাদের মাঠ ছোটো হওয়ার জন্য আমরা 50 মিটার দৈর্ঘ্যের 6টি লেন কেটেছি। এই লেনে নিম্নলিখিত Event গুলি অনুষ্ঠিত করেছি। যেমন — Sack Race, Spoon Race, Balance Race, Skipping Race এবং Field event ও Shot put করেছি। Event গুলি সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

খালি হাতে ব্যায়াম

স্যাক রেস

ব্যালেন্স রেস

ফিল্ড ইভেন্টস (Field Events) : ফিল্ড ইভেন্টসগুলি হলো শটপাট, হাই-জাম্প, লং-জাম্প, ট্রিপল জাম্প, পোলভল্ট, ডিসকাস, জ্যাভেলিন, হামার থ্রো ইত্যাদি।

শটপাট (Shot Put) : আমাদের ছাত্রীরা Field event -এর Shot Put প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথমে 2.135 মি: একটি ব্যাসের বৃত্ত কাটা হয়েছিল। এরপর প্রতিযোগীরা একে একে বৃত্তের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে প্রথমে লোহার বলটিকে হাতের তালুর ও আঙুলের সন্ধিস্থলে ধরে বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুল দিয়ে বলটিকে শক্ত করে ধরে গলা ও কাঁধের সন্ধিস্থলে খাঁজের মধ্যে ঠেলে ধরেছিল। এরপর লোহার বলকে হাতের সাহায্যে চিবুকের নীচে নিয়ে গিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করল, বলটি ছোড়ার সময় বৃত্তাকারে এক পায়ে ভর করে ঘুরে লোহার বলটি নিক্ষেপ করেছিল। বলটি ভূমি স্পর্শ করার পরেই বৃত্ত ছেড়ে পার্শ্বরেখার পিছন দিয়ে বেরিয়েছিল।

প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তিনটি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই তিনটি নিক্ষেপের মধ্যে যার দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয়েছিল তাকে প্রথম স্থান, তারপর যার দূরত্ব বেশি ছিল সে দ্বিতীয় স্থান ও তারপর যার দূরত্ব বেশি ছিল সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। এইভাবে আমাদের Shot Put প্রতিযোগিতাটি শেষ হয়েছিল।

Shot Put অথবা লোহার বল নিক্ষেপের জন্য দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। যথা — (1) প্রচলিত পদ্ধতি এবং (2) ব্রায়েন পদ্ধতি।

1. প্রচলিত পদ্ধতি :

(i) এই পদ্ধতি অনুযায়ী শটপাট বা লোহার বলকে প্রথমে হাতের তালুতে স্থাপন করা হয়।

(ii) এরপর বল হাতে রেখেই কাঁধে স্থাপন করা হয়।

(iii) এরপর লোহার বলকে হাতের সাহায্য চিবুকের নীচে নিয়ে গিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করতে হয়।

(iv) ছোড়ার বা নিক্ষেপের সময় বৃত্তাকারে এক পা ভর করে ঘুরতে হয়।

(v) বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলকে সেক্টরের মধ্যে ফেলতে হয়। ফেলার আগে বা পরের মুহূর্তে সেক্টরের কোনো রেখাকে স্পর্শ করা যায় না।

(vi) বল ভূমি স্পর্শ করার পরই বৃত্ত ছেড়ে বাইরে বেরানো যায়।

লোহার বল নিক্ষেপ অঞ্চল (শটপাট)

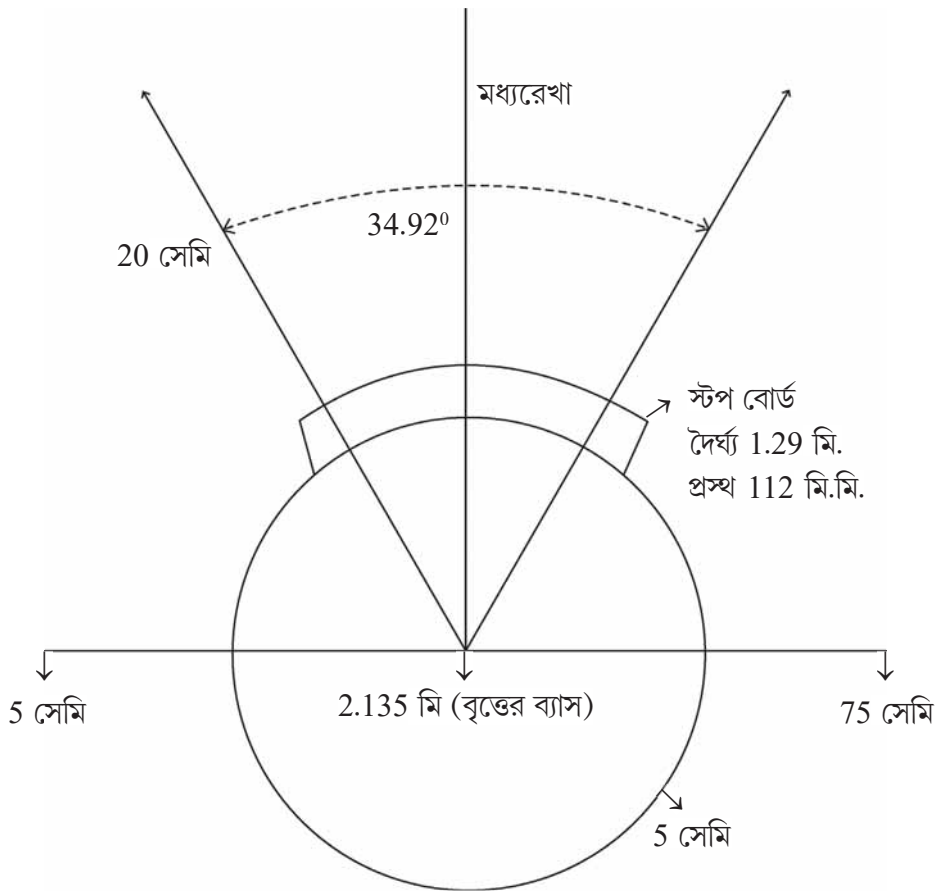

2. ব্রায়েন পদ্ধতি :

(i) এই পদ্ধতিতে শটপাট বা লোহার বল নিক্ষেপের জন্য প্রথমে হাতের তালুতে বল রাখা হয়।

(ii) এরপর বল হাতের তালুতে ধরা অবস্থায় কাঁধে স্থাপন করা হয় এবং দেহকে বৃত্তের মধ্যে দিয়ে রেখে বল নিক্ষেপের পরিকল্পনা করা হয়।

(iii) দেহের ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাঁটু ভাঙ্গতে হবে।

(iv) এবার প্রাথমিক অবস্থা থেকে নীচে ঝুঁকে, একটি পায়ের উপর বসে অন্য একটি পা দুলিয়ে ছোড়ার জন্য এগোতে হবে এবং প্রায় 180^0 ঘুরে ছোড়ার অভিমুখে ঘষে আসা পায়ের উপর ভর দিয়ে বলকে নির্দিষ্ট দিকে নিক্ষেপ করতে হবে।

লোহার বল ধরা এবং বলকে কাঁধের উপর রাখা :

(i) লোহার বলকে হাতের তালুর মধ্যে না ধরে, তালু ও আঙুলের সন্ধিস্থলে ধরতে হবে।

(ii) বল যাতে পাশের দিকে না গড়িয়ে পড়ে তার জন্য বুড়ো আঙুলে ও কড়ে আঙুল দুটোকে দুই পাশে রাখতে হবে।

(iii) বল ঠিকমতো ধরার পর একে গলা ও কাঁধের সন্ধিস্থলের খাঁজের মধ্যে ঠেলে ধরতে হবে।

(iv) বল চিবুকের কাছাকাছি ও ডান কান থেকে 15-20 সেমি দূরে থাকবে।

(v) ডান হাতের কুনুইটাকে ডান দিকে একটু উপরে রাখতে হবে।

শটপাট বা লোহার বল নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম :

(i) প্রতিযোগীর সংখ্যা 4 কিংবা তার কম হলে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ছয়বার বল নিক্ষেপ করতে দেওয়া হয়। যদি প্রতিযোগীর সংখ্যা 4 এর বেশি হয়, তাহলে প্রথমে তিনবার করে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ছোড়ার সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে 4 জনকে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে প্রত্যেককে আবার তিনবার করে ছোড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

(ii) বল নিক্ষেপের বা ছোড়ার আগে বা পরে সেক্টরের কোনো রেখাকে স্পর্শ করলে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

(iii) বল ছোড়ার জন্য এক মিনিট সময় পাওয়া যাবে, তার বেশি নিলে অবৈধ ঘোষণা করা হবে।

(iv) মাপার সময় যেখানে বলের দাগ পড়েছে সেখান থেকে একটা সোজা রেখা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত টেনে বৃত্তের সামনের দিকের ভিতরের দাগ পর্যন্ত মাপ নিতে হবে।

বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অসুবিধা:

(1) বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে বিশেষত শহরাঞ্চলে বড় মাঠের অভাব

(2) উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ক্রীড়া-শিক্ষকের অভাব

(3) যথেষ্ট অর্থের অভাব

(4) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সকল ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

প্রতিকার:

(1) স্থানীয় ক্লাব বা জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

(2) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও যাতে খেলায় অংশগ্রহণ করে আনন্দ পায় সেদিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে।

(3) বহু প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধা থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিই পারে এ ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে।

কার্যাবলি : ১৫

বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ

ভূমিকা :-

যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক দর্পণ হলো বিদ্যালয় পত্রিকা। এর মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়। নিজস্ব সাহিত্যকীর্তি, সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সবকিছুই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পত্রিকায় তুলে ধরে যা ভবিষ্যতে তাদের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক হিসাবে সমাজে বিশেষ স্থান করে দেয়। এককথায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীকালীন অবস্থায় সাহিত্য চর্চার ও মনের ভাব প্রকাশের প্রধান পীঠস্থান হলো বিদ্যালয় পত্রিকা।

উদ্দেশ্য:- :- বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যগুলি হলো —

(১) শিক্ষার্থীদের স্ব-রচিত লেখা লিখতে উৎসাহিত করা।

(২) শিক্ষার্থীদের মৌলিক রচনা লেখায় পারদর্শী করে তোলা।

(৩) বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মতাদর্শ গড়ে তোলা।

(৪) শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ ঘটানো।

(৫) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মানসিকতা তৈরি করা।

(৬) শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার অর্থাৎ লিখন দক্ষতা বিকাশে উৎসাহিত করা।

(৭) বিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক যোগসূত্র তৈরি করা।

(৮) বিদ্যালয়ের প্রতি সামগ্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো।

(৯) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ততা, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটানো।

(১০) শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

পরিকল্পনা :

(১) একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রথমেই একটি পত্রিকা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় তরফ থেকেই প্রতিনিধি থাকা উচিত।

(২) পত্রিকা কমিটির মিটিং-এ ঠিক হবে পত্রিকার নাম, পত্রিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাব্য দিনক্ষণ, পত্রিকা প্রকাশের জন্য বাজেট পরিকল্পনা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বভার বণ্টন, কোন সংস্থাকে মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইত্যাদি।

(৩) নির্দিষ্ট সময়সীমা (২ মাস/তিনমাস)-র মধ্যে সকলেই স্ব-রচিত লেখা, আঁকা, প্রবন্ধরচনা, ভ্রমণ কাহিনি, শব্দছক, ধাঁধা ইত্যাদি জমা দেবে শিক্ষার্থী প্রতিনিধির কাছে।

(৪) বিদ্যালয়ে সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফটো সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

(৫) সমস্ত লেখা জমা পড়ার পর শুরু হবে লেখা নির্বাচন।

(৬) বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধিকারিকদের কাছে পত্রিকা প্রকাশের জন্য 'শুভেচ্ছা বার্তা'-র আবেদন করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও মৌলিক রচনার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

(৭) পত্রিকার প্রচ্ছদ কেমন হবে এবং পত্রিকায় আরও কোনো নতুন বিষয় সংযোজন করা যায় কিনা সে নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

(৮) সবশেষে পত্রিকা কমিটিকেই ছাপার নির্দেশ দিতে হবে নির্দিষ্ট মুদ্রণ সংস্থাকে।

(৯) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ করা যায় সে ব্যাপারে সকলকেই সজাগ থাকতে হবে।

(১০) অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদেরই প্রুফ দেখতে হয় যাতে মুদ্রিত পত্রিকায় অনাবশ্যক ভুল না থাকে।

বিদ্যালয় পত্রিকার প্রকারভেদ :-

(১) দেওয়াল পত্রিকা

(২) নিউজ বুলেটিন

(৩) বার্ষিক পত্রিকা

(৪) বিশেষ সংখ্যা

(১) দেওয়াল পত্রিকা :- প্রত্যেক মাসে বা বছরে তিনটি/চারটি (ক্ষেত্র বিশেষে) দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। বিদ্যালয়ের অফিসের সামনে বা যেখানে সকলের চোখ পড়ে এরকম একটি জায়গায় একটি নির্দিষ্ট বোর্ডে দেয়াল পত্রিকা লাগাতে হবে। একটি বড়ো চার্ট পেপারে শিক্ষার্থীরা নিজেদের লেখা, আঁকা, ছোটো গল্প ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে নিজ হস্তাক্ষরে লিখবে। দেয়াল পত্রিকার অবশ্যই একটি নাম থাকবে। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে খুব অল্প খরচে লেখা, আঁকা ও সৌন্দর্যায়নের কাজ করবে। বিভিন্ন ঋতু বা বিশেষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও দেওয়াল পত্রিকা রচনা করা হয়। অনেক বিদ্যালয়ে এক এক মাসে এক এক শ্রেণিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের। এতে প্রত্যেকের মধ্যেই লেখবার আগ্রহ তৈরি হয়।

(২) নিউজ বুলেটিন :- দৈনিক সংবাদপত্র থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্তভাবে লিখে নিউজ বুলেটিন তৈরি করা হয়। বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনো সংবাদও এখানে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই পত্রিকা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক হয়। এই পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপরই বর্তায়। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা দেশের সাম্প্রতিকতম খবর জানতে আগ্রহী হয় ও পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৩) বার্ষিক পত্রিকা :- বছরে একবার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় মুদ্রিত আকারে। এটি শিক্ষার্থীদের নিজস্ব লেখা, ভ্রমণ কাহিনি, আঁকা, নাটক, ধাঁধা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উপাদানে সমৃদ্ধ। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য পত্রিকা কমিটি গঠন আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পরিচালন সমিতির সদস্য, বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রত্যেকের কাছে এই মুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকা পৌঁছানো আবশ্যিক।

(৪) বিশেষ সংখ্যা :- কোনো বিশেষ দিনকে যেমন— কোনো মহাপুরুষের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, প্রতিবন্ধী দিবস, ভাষা দিবস, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি স্মরণ করা বা শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

গুরুত্ব :— বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা

(১) সৃজনশীল ও নান্দনিক চেতনার অধিকারী হয়ে ওঠে

(২) তাদের ভাষা জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়

(৩) বিভিন্ন স্বরচিত লেখায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে

(৪) নিজস্ব চিন্তাভাবনা লেখা, আঁকা ও বিভিন্ন হাতের কাজের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

(৫) দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে।

পত্রিকা প্রকাশের অসুবিধা :-

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দর্পণ হিসাবে অভিহিত করা হলেও বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে নানাধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন —

(১) শিক্ষার্থীদের সকলেই উৎসাহী বা ইচ্ছুক হয় না ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বারবার পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিতে হয়।

(২) সঠিক সময়ে পত্রিকা প্রকাশের কাজ শেষ করা যায় না শিক্ষকের অপ্রতুলতার কারণে।

(৩) বছরে একটি মুদ্রিত পত্রিকা ও সারা বছর ধরে দেওয়াল পত্রিকা, নিউজ বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ করার মতো আর্থিক সংগতি অনেক প্রতিষ্ঠানেরই থাকে না।

(৪) বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন।

উপসংহার :-

উপরিউক্ত অসুবিধা থাকলেও শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা চিন্তা করে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককেই এগিয়ে আসতে হবে পত্রিকা প্রকাশের জন্য। এব্যাপারে পত্রিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই পত্রিকা কেমন হয়েছে তা জানতে চাওয়া হবে যাতে কোনো ভুলত্রুটি বা অনচ্ছিাকৃত এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার থাকলে তা পরবর্তীতে শুধরে নেওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করতে হবে ভালো লেখার জন্য। শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের কাজের প্রশংসা করতে হবে যাতে তারা অনুপ্রাণিত হয় ও পরবর্তীতে আরো উৎসাহী হয়। শুধুমাত্র তাদের ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করলে হবে না বরং বুঝিয়ে দিতে হবে কাজ করতে গেলে অসুবিধার সম্মুখীন হলে কীভাবে তা প্রতিকার করা সম্ভব। যোগ্য শিক্ষকই পারেন যোগ্য প্রতিনিধি তৈরি করতে বা সঠিক নেতৃত্ব দিতে। তাই হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের উদ্দীপিত করতে পারেন একমাত্র শিক্ষকসমাজ। তাই নিজ নিজ বিদ্যালয়কে উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে নিয়ে যেতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলকেই আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন

বিদ্যালয় হলো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাই শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই এখানে নিত্য আনাগোনা তা নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন, অভিভাবক, সরকারি আধিকারিক, পরিচালন সমিতির সভ্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইত্যাদি বহু মানুষ স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে আসা-যাওয়া করে থাকেন। সেইজন্য বিদ্যালয় পরিবেশ সুন্দর, আবর্জনামুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলা উচিত। একটি সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই বিদ্যালয় পরিবেশ সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দেশ্য :-

(১) বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য মনোভাব তৈরি করা।

(২) নিজেদের চারপাশ সুন্দর রাখার মানসিকতা তৈরি করা।

(৩) বিদ্যালয়ের পড়ে থাকা আবর্জনা/বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(৪) শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

(৫) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগ্রত করা।

(৬) কোনো কাজ-ই যে ছোটো নয় সে সম্পর্কে বোধ জাগ্রত করা।

সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা :-

(১) প্রথমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

(২) শ্রেণি অনুযায়ী সাফাই-এর কাজ ভাগ করে দিতে হবে।

(৩) প্রত্যেক শ্রেণিতে দলগতভাবে কাজগুলি করাতে হবে।

(৪) প্রত্যেক শ্রেণিতে প্রত্যেক দলের একজন করে দলনেতা থাকবে তার তত্ত্বাবধানেই সাফাই কাজ চলবে।

(৫) প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষক কোন দিন কী ধরনের কাজ করতে হবে তার একটি ছক দলনেতাদের দিয়ে দেবেন এবং সেই অনুযায়ী কাজের শেষে তিনি দেখে নেবেন।

(৬) বিদ্যালয় পরিবেশ পরিষ্কার করার জন্য কিছু উপকরণ যেমন - ঝাঁটা, বালতি, ঝুলঝাড়া, মগ, ঝুড়ি, কোদাল, চুন, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি কিনে বিদ্যালয়েই রাখতে হবে।

(৭) প্রত্যেক শ্রেণিতে একটা করে ডাস্টবিন বা ময়লা ফেলার পাত্র রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা টিফিন খাওয়ার পর প্যাকেট, র‍্যাপার, ঠোঙা ইত্যাদি ঐ নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলতে পারে।

(৮) কোথাও যাতে জল জমে না থাকে সেব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

(৯) এছাড়া বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থাও করতে হবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলগাছের চারা লাগিয়ে তাতে নিয়মিত জল দিতে হবে শিক্ষার্থীদের।

(১০) প্রতিদিনের শেষে শ্রেণিশিক্ষক ও প্রধানশিক্ষক সাফাই-এর কাজ দেখবেন এবং আরো কীভাবে কাজটি ভালো করা যেত সেব্যাপারে দলনেতাদের সুপরামর্শ দেবেন।

সাফাই ছক

বার	কী কী কাজ করতে হবে	উপকরণ	মন্তব্য
সোমবার	● বিদ্যালয়ের মাঠে পড়ে থাকা শুকনো পাতা, প্লাস্টিক, ইটের টুকরো ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করা। ● নিজেদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা।	আবর্জনা ফেলার পাত্র, ঝাঁটা, ঝুড়ি বালতি ইত্যাদি	
মঙ্গলবার	● মাঠ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা, জল ছেটানো। ● নিজেদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা।	ঝাড়ু, বালতি, জল	

বুধবার	● মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় গাছের চারা লাগানো, টবে ফুলগাছের চারা লাগানো জল দেওয়া। ● নিজেদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা।	ঝাড়ু, বালতি, জল	
বৃহস্পতিবার	● লাইব্রেরি পরিষ্কার করা, পানীয় জলের উৎস পরিষ্কার করা, মিড-ডে মিলের রান্নাঘর পরিষ্কার করা। ● নিজেদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা	ঝাড়ু, বালতি, জল	
শুক্রবার	● বিদ্যালয়ে সমস্ত ডাস্টবিন ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখা, বিদ্যালয়ের দেয়ালে বা গেটে অবাঞ্ছিত পোস্টার ছিড়ে ফেলা। নিজেদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা, ল্যাবরেটরি পরিষ্কার করা।		

সৌন্দর্যায়নের গুরুত্ব :-

(১) বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়ন ঘটানোর সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটে।

(২) নিজেদের বাড়ি ও চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মানসিকতা তৈরি হবে যা ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের দলগত কাজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা, সহানুভূতি, কাজের প্রতি একনিষ্ঠ হবে।

(৪) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে।

(৫) বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানে শামিল হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই প্রথমে বিদ্যালয় ও পরবর্তীকালে সমাজ, দেশ ও জাতীর প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব তৈরি হবে যা সুস্থ, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।

(৬) পরিবেশের প্রতি সচেতনতা গড়ে উঠবে।

উপসংহার :-

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রধানশিক্ষক নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করতে পারেন —

- মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা/প্রশংসা করা।
- বিশেষ বিশেষ দিনে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নেওয়া এবং ছাত্রদের সাথে নিজেকেও হাত লাগানো।
- অভিভাবকদের আমন্ত্রণ করে জানানো তাদের ছেলেমেয়েদের কর্মকুশলতা।
- বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ছাত্ররাই 'কী করব' আর 'কী করব না'-এর একটা চার্ট তৈরি করে অফিসের সামনে রাখবে, যাতে সকলেই দেখতে পায় এবং সেইমতো চলতে পারে।
- বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত নেওয়া।

কার্যাবলি : ১৬

পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক কার্যাবলির সমন্বয়কারী সম্প্রসারিত কার্যাবলি

ভূমিকা :-

প্রচলিত শিক্ষাদান ব্যবস্থায় ক্লান্তি আসে। অধিকাংশ শিশু শ্রেণিশিক্ষণ পরিস্থিতিতে নীরব থাকে। তাদের অন্তর্নিহিত উৎসাহ উদ্দীপনা চঞ্চলতা প্রকাশিত হয় না। প্রথাগত শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক কাজে, সমাজের উন্নতির কাজে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার লক্ষ্যপূরণ হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং উৎসাহও এতে বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়, যে-কোনো বিষয় শিখনের জন্য সক্রিয়তাভিত্তিক কার্যাবলি-র মাধ্যমে পাঠদান খুবই ফলপ্রসূ হয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনে শিক্ষার্থীরা কিছু কিছু সক্রিয়তাভিত্তিক কার্য করে থাকে। এরসঙ্গে সঙ্গতি রেখে দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী কিছু ব্যবহারিক কাজ করানো যেতে পারে। শ্রেণিভিত্তিক কার্যাবলির এই সম্প্রসারিত ভাবনা শিক্ষার্থীর বিষয়গত ধারণা গঠনকে সুদৃঢ় করে।

প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শিশু তার নিজ পরিবেশের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। তার অভিজ্ঞতার জগৎকে শিখনের কাজে লাগাতে পারলে শিখন আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

উদ্দেশ্য:—

(1) দৈনন্দিন শ্রেণিশিক্ষার একঘেয়েমি দূর করা

(2) অধীত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ

(3) শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে অভিভাবক এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের যোগাযোগ রক্ষা করা।

(4) শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখা।

(5) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গত জ্ঞান সমাজ ও পরিবেশের কাজে লাগানো।

গুরুত্ব :

(1) শিক্ষার্থী নিজেরা কাজ সম্পন্ন করে, সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা বৃদ্ধি পায়।

(2) শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তার মাধ্যমে আনন্দ পায়।

(3) শিখন বাস্তবভিত্তিক হয়।

(4) বিদ্যালয়ের বাইরে Real life situation-এ কাজ করে বলে জীবনকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক ও বাস্তবকেন্দ্রিক বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত করা যায়।

(5) শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় বলে শিখনে একঘেয়েমি আসে না এবং শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(6) শিক্ষার্থী পাঠক্রম নির্ভর ব্যবহারিক কাজ বেছে নেবার সুযোগ পায়, পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা পায় বলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং শিখন সম্পূর্ণ হয়।

(7) অনেকসময় শিক্ষার্থীরা বিশেষত উন্নত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অধীত বিষয় বারবার একইভাবে অনুশীলন করতে ভালোবাসে না। তাদের জন্য এই পাঠক্রম নির্ভর সম্প্রসারিত কার্যাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(8) বিদ্যালয় পরিবেশের বাইরে তাদের পছন্দ মতোন বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে বলে সামাজিক রীতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

(9) বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পাঠদান হয় বলে মূর্ত থেকে বিমূর্ত শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটে।

(10) শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে ওঠায় ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের পটুত্ব আসে।

(11) দৈহিক অঙ্গসঞ্চালন ঘটার ফলে দৈহিক বিকাশ হয়।

(12) সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভ করে। কারণ পাঠক্রমভিত্তিক সম্প্রসারিত কাজ করার সময় একটিমাত্র বিষয়ের পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়জ্ঞান (অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি) অর্জিত হয়।

পরিকল্পনা :-

(1) শিক্ষক/শিক্ষিকা এমন একটি বিষয় নির্বাচন করবেন যা সব শিক্ষার্থী প্রয়োগ করতে পারবে।

(2) বিষয় নির্বাচনের পর স্থান ও সময় নির্বাচন করতে হবে।

(3) কাজ শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে।

(4) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে।

(5) একজনকে গাইড নির্বাচন করতে হবে — তিনি শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক বা অন্য কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব হতে পারেন।

(6) বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত কাজটি ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ করার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(7) প্রতিটি শিক্ষার্থীর নামে রেকর্ড রাখতে হবে।

(8) শিক্ষার্থীর বয়স, পরিণমন ও মেধা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হবে।

(9) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

অসুবিধা ও প্রতিকার :-

(1) অনেকসময় শিক্ষক/শিক্ষিকা গতানুগতিক কাজের বাইরে বাড়তি ঝামেলা নিতে চান না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে একটি সমাধান সূত্র বের করতে হবে।

(2) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে কাজটি এক এক করে ভাগ করে নিতে পারেন।

(3) নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করার পর এত পাঠ্যবহির্ভূত কাজের সময় পাওয়া সম্ভব নয়।

অনুশীলন ইত্যাদিতে সময় নষ্ট না করে, এই সম্প্রসারিত কাজের মধ্যে দিয়েই অনুশীলন করাতে হবে।

(4) সম্প্রসারিত কাজের জন্য যে খরচ হবে, সেটা কোথা থেকে আসবে — তাই নিয়ে সংশয় থাকে। খুব অল্প খরচে বা বিনা খরচে কি কাজ করানো যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা দায়িত্ব নিতে পারে কিনা আলোচনা করা দরকার।

(5) শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে।

(6) শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বেশি হলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে সম্প্রসারিত সক্রিয় কার্যকলাপ আয়োজন করা খুব কঠিন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে কাজ করানো যেতে পারে।

(7) শিক্ষক/শিক্ষিকা পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকলে বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে এই কাজটি রাখতে পারা যেতে পারে। তাহলে সময় বেশি লাগার জন্য পাঠসূচি শেষ না হবার সম্ভাবনা কিছুটা কমানো যেতে পারে।

(8) পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয়গুলিতে সম্প্রসারিত সক্রিয়তা প্রয়োগ নাও করা যেতে পারে।

কার্যাবলির বিবরণ :-

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারিত সক্রিয়তায় যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন — সিনেমা/ভিডিয়ো (বাংলা বা ইংরাজি গল্পের আদলে রূপকথা), ফিল্ড ট্রিপ, বিজ্ঞান মেলা, পরিবেশ কোণ তৈরি, আবহাওয়া চার্ট ও বুলেটিন তৈরি, সংগ্রহশালা তৈরি, সংগ্রহশালা, ইত্যাদি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, রোল প্লে ইত্যাদি।

বিশেষত গণিতের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত সক্রিয়তা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় অপরিহার্য। শিক্ষার্থী তাদের অধীত জ্ঞান বাজারের কেনাবেচার ক্ষেত্রে, সময়ের হিসাবে, কৃষিকাজে, ইত্যাদি প্রভূত ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তেই বিদ্যালয়ের বাইরে তাদের অধীত জ্ঞানের প্রয়োগ করছে।

এখানে উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি কার্যাবলির বিবরণ দেওয়া হলো।

উদা : ১ শ্রেণি : চতুর্থ বিষয় : গণিত

প্রস্তাবিত কাজ : পোস্ট অফিস

(1) শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে পাঠক্রমকেন্দ্রিক সম্প্রসারিত কাজটি কি হতে পারে স্থির করবেন।

'Post-office' যদি বিদ্যালয়ের কাছাকাছি থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে কাজকর্ম দেখার ব্যাপারে সকলেই আগ্রহী হবে। কারণ পোস্ট অফিসের কাজকর্ম তারা শুনেছে কিন্তু সম্যক ধারণা নেই। শিক্ষার্থীর কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে। তাছাড়া পরবর্তী জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতাটি কাজে আসবে।

(2) শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী দ্বারা স্থিরীকৃত কাজটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় অনুমতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়।

(3) নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা কার্যটি সম্পাদন করবে। প্রথমে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে দেবেন এবং প্রত্যেক দলে একজন করে নেতা নির্বাচিত করবেন।

প্রথম দলটি ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড, অন্তর্দেশীয় পত্র, খাম ইত্যাদি সংগ্রহ করবে।

প্রতিটি জিনিসের দাম জানবে। ১টি জিনিসের দাম জেনে নেবার পর একাধিক জিনিসের দাম গুণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিসাব করবে।

এইভাবে প্রতিটি জিনিসের মোট দাম যোগ করে টাকা পয়সার হিসাব করবে।

দ্বিতীয় দলটি পোস্ট অফিসের বিভিন্ন আমানত প্রকল্পের খবর সংগ্রহ করবে। কোন প্রকল্পের বার্ষিক সুদের হার কত তা জানবে। কতটাকা কোথায় রাখলে কতটা লাভ বা ক্ষতি হবে হিসাব করবে।

(4) এই কাজটি থেকে শিক্ষার্থীরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, টাকা পয়সার হিসাব, শতকরা, সুদকষা, লাভক্ষতি ইত্যাদি গণিতের পাঠক্রমের বিষয়গুলির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ জানবে এবং আনন্দদায়ক পরিবেশে সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে অনুশীলন করবে।

(5) তাছাড়া এই কাজটি করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ডাকটিকিটের অন্তর্নিহিত অর্থ জানতে পারবে। ফলে ইতিহাস এবং ভূগোল বিষয়েরও কিছুটা কৌতূহল তারা মেটাতে পারবে।

(6) বিদ্যালয় বহির্ভূত কাজে মুক্তির আনন্দ পাবে, দলগত কাজে পারদর্শিতা অর্জন করবে, সামাজিক পরিবেশের সঠিক আচরণ শিখবে।

উদা : ২ শ্রেণি : সপ্তম

বিষয় : পরিবেশ

প্রস্তাবিত কাজ : বাগান করা

(1) প্রথমে শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ — সকলে মিলে স্থির করবেন বিদ্যালয়ের কোথায় বাগান করা যায়।

(2) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে বাগান করা বিষয়ে যাদের কিছুটা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা কাজটি পরিচালনা করবেন। বিদ্যালয় কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনও অভিভাবকেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

(3) শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিতে হবে। এক একটি দলে প্রায় দশজন করে থাকবে এবং যদি তিনটি দল হয়, তবে এক একটি দল ৪০ মিনিট থেকে ৪৫ মিনিট করে কাজ করবে।

(4) বাগানের মাটি কোপাবার কাজটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ কোনোও ব্যক্তিকে দিয়ে সম্পন্ন করে রাখতে পারলে ভালো হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীরা নির্দেশ অনুসারে মাটি তৈরি করে নেবে।

(5) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ এবং চারাগাছ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে কোনটা কোথায় লাগাবে নির্দেশ দিতে হবে।

(6) শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা গাছ লাগাবে এবং নিয়মিত যত্ন করবে।

(7) কাজ করতে করতে তারা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করে গাছপালা সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল মেটাতে পারবে।

(8) তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ হওয়ায় খেলাচ্ছলে শিখনের অনুভূতি হবে। ফলে গাছ ও তার উপকারিতা, বিভিন্ন শাক-সবজির নাম ও উপকারিতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে, বীজ থেকে কীভাবে চারাগাছ হয় তা জানবে।

(9) শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বাড়ে, স্বাস্থ্য চর্চা হয়। বর্তমানে অনেক শিশুর মোটা হয়ে যাবার প্রবণতা থাকে। এই সমস্যারও সমাধান হতে পারে।

(10) বাগানে উৎপন্ন সবজি Mid day meal-এ ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা খাঁটি জিনিস পাবে উপরন্তু বিশেষ গর্বের অনুভূতি তৈরি হবে।

(11) গাছ লাগানো, গাছের যত্ন, ফসল তোলা ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জনের কাজেও লাগানো যেতে পারে।

উদা : ৩ শ্রেণি : তৃতীয়

বিষয় : বাংলা

প্রস্তাবিত কাজ : 'পান্তাবুড়ি' নাটকটির ছন্দে রূপান্তর

(1) শিক্ষক/শিক্ষিকা নাটকটি শ্রেণিকক্ষে পড়াবার পর বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে বিষয়টিকে ছন্দে রূপায়িত করে তাতে সুর দিয়ে গীতি আলেখ্য বা নৃত্যনাট্যের ধরনে করাতে পারেন।

(2) বাংলা বিষয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্য নেবেন। বিশেষত সঙ্গীতজ্ঞ কোনোও ব্যক্তিত্বের সাহায্য তিনি নিতে পারেন।

(3) প্রথমে গল্পটিকে সকলে মিলে ছন্দে রূপ দিতে হবে। তারপর সুর দিয়ে গানের মত করে গাইবার চেষ্টা করতে হবে।

(4) শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে এক একজনকে এক একটি দায়িত্ব দিতে হবে। কেউ ছন্দ তৈরিতে সাহায্য করবে, কেউ গান গাইবে আবার কেউ নৃত্যে যোগদান করবে। প্রতিক্ষেত্রে নির্দেশনাদানকারী একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে।

পান্তা বুড়ি

গাঁয়ে ছিল এক বুড়ি,
এক্কেবারে থুরথুরি।
পান্তাভাতে নেইকো জুড়ি
নাম হলো তাই পান্তাবুড়ি।
গাঁয়ে মিলল এক চোরের খোঁজ,
পান্তাবুড়ির ভাত খেয়ে যায় রোজ।
পান্তাবুড়ি রেগে লাল —
রাজার কাছে যাবে কাল,
(পরদিন) চলল বুড়ি রাজার বাড়ি—
করবে নালিশ কাঁড়ি কাঁড়ি।

বেল ।। ও বুড়ি, ও বুড়ি চললে কোথায়?

বুড়ি ।। ঐ যে হোথায় —
চোর খেয়ে যায় পান্তা রোজ
তাই করছি রাজার খোঁজ।

বেল ।। বেশ তো আমি এখানেতে
থাকছি চেপে বসে,
ফেরার সময় নিও আমায়
চোর ধরব কষে,
চলল বুড়ি রাজার বাড়ি
পা চালালো তাড়াতাড়ি
পথে পড়ল শিঙি মাছ
জলের ভেতর করছে নাচ।

শিঙি ।। ও বুড়িমা, ও বুড়িমা
একটুখানি থাম,
রোদ্দুরে তুই চললি কোথা
ঝরিয়ে এমন ঘাম?

বুড়ি ।। রাজার কাছে
নালিশ আছে,
হাঁড়ি ভরা পান্তাভাত
নিচ্ছে চোর রোজ রাত।
শিঙি ।। নিও আমায় ফেরার সময়
চোর ধরতে করবে না ভয়
চলল বুড়ি রাজার বাড়ি,
পা চালালো তাড়াতাড়ি।
সূচের সাথে হলো দেখা
পথ দেখি করছে খাঁ খাঁ —
সূচ।। ও বুড়িমা একটু দাঁড়া
কাজ হয়নি সারা,
রাজার কাছে করবে নালিশ।
ইস! কি যে বলিস —
বুড়ি ।। চোর খেয়ে যায় ভাত
সূচ ।। মেলাও তবে হাত,
ফেরার সময় যাব সাথে
ধরব চোর হাতেনাতে।
চলল বুড়ি রাজার বাড়ি,
পা চালালো তাড়াতাড়ি।
পথে পড়ে এক ছুরি,
চললো মাথা গরম বুড়ি।
ছুরি ।। ও বুড়িমা, ও বুড়িমা
ব্যাপারখানা কী?
বুড়ি ।। সব কথাতে তোর
দরকার কী?
চোর খেয়ে যায় ভাত
দিবি নাকি সাথ?
ছুরি ।। আলবাত আলবাত —
চোর ধরে করব মাত,
বুড়ি ।। একটু জিরোও বসে
চোর ধরবি কষে

চলল বুড়ি, রাজার বাড়ি
পা চালালো তাড়াতাড়ি
দেখলো বুড়ি
দিঘির ধারে
বড়ো এক কুমির
শুয়ে আছে আড়ে।

কুমির ।। ও বুড়িমা চললে
কোথায় হনহনিয়ে?
উড়ছে যে চুল
মাথার উপর শনশনিয়ে।

বুড়ি ।। ধরব দেখি চোরের ছা
খাবে এবার রাজার ঘা,
রোজ খেয়ে যায় পান্তাভাত
রাজার চড়ে হবে কাত।

কুমির ।। ফেরার সময় নিও আমায়
বুড়ি দেখি কপাল চাপড়ায়,
রাজা গেছে শিকারে
বুড়ি নালিশ করবে কারে?
চলল ফিরে পান্তাবুড়ি
সাথে চলল বেল, ছুরি
শিঙি, সূচ, কুমির —
পা চালালো বুড়ি হিড়হিড়।
রইল কুমির পুকুর ঘাটে;
ছুরি থাকল ঘাসের মাঠে।
সূচ বসল দেয়ালে,
শিঙিমাছের খেয়ালে
বুড়ি রাখে হাঁড়িতে,
চোর দেখি আসে রাতে বিরেতে,
বেল থাকে এঁটেসেঁটে
উনুনের আগুনেতে।
চারদিক শুনশান।
চোর ঢোকে টানটান।

দিয়েছে চোর হাঁড়িতে হাত,
শিঙিমাছের কাঁটায় হাত,
কোথায় পাবে চুন?
উনুনেতে খুজল আগুন
ফাটল বেল ফটাস করে
ছুটল চোর চোখ ধরে —
পড়ল কাদায় ধপাস
দেয়াল ধরল এপাশ।
সূচ ফুটল হাতে
ছুটল দেখি ঘাটে।
মাঝে পড়ল উঠান
ছুরিতে পা খানখান,
পা ধরে ছুটল চোর
চারদিকে উঠল শোর,
ঘাটে ছিল কুমির
টানল পা হিড়হিড়

কুমির ।। ও বুড়ি তোর চোর ধরেছি

সকলে ।। ছি, ছি, ছি —
চোরকে সবাই বাধলো কষে
বুড়ি দেখল বসে বসে,
শাস্তি দেবে রাজা
তোরা সব বাজনা বাজা।
টাক ডুমা ডুম্ ডুম্ —
পান্তাবুড়ির হাসির ধূম।

(নাট্যরূপ : অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়)

পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। বিষয়টি দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃবঃ)